ভাববাদীদের কথা

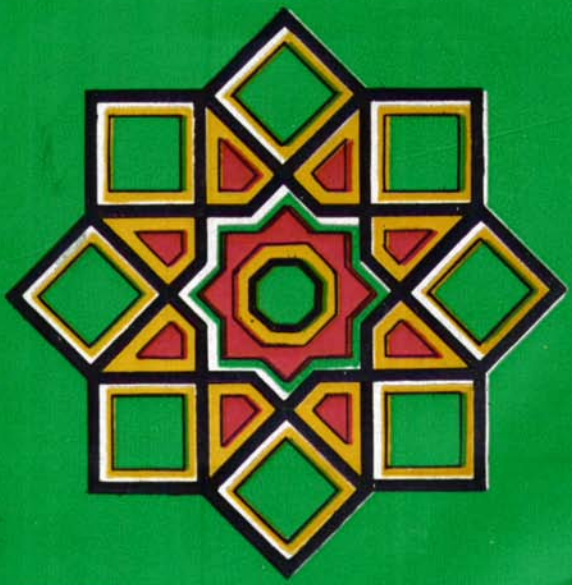

ইন্টারন্যাশনাল করসপন্ডেন্স ইনষ্টিটিউট

ভাববাদীদের কথা

WE HEAR from the PROPHETS

লেখক ঃ— ডঃ বি, সি, ডেভিস

অনুবাদ ঃ— ষ্টিফেন পি, ঢালী

ইন্টারন্যাশনাল করস্পণ্ডেন্স ইন্স্টিটিউট
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
বাংলাদেশ।

EVS000-BN

প্রকাশনায় ঃ
আই, সি, আই,
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,
পোষ্ট বক্স-৭০০
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

1988 All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium

মুদ্রণ ঃ এ্যাসেমব্লী প্রেস
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

প্রিয় বন্ধু,

ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, তাঁর রব শোনা এবং তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ লাভ করা ইত্যাদি কি রকম বলে আপনার মনে হয় ?

অতীত কালে সত্যি সত্যিই বিভিন্ন লোক ঈশ্বরের রব শুনেছিলেন। এই লোকদেরই আমরা ভাববাদী বা নবী বলে থাকি।

নোহ ছিলেন এই ভাববাদীদের একজন। **ধার্মিকতা** প্রচার করবার জন্য তিনি সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা সংবাদ লাভ করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি লোকদের জীবনের চলার পথ পরিবর্তন করে, **অন্যায় কাজ** বাদ দিয়ে **ন্যায় কাজ** করতে বলেছিলেন। এক মহা প্লাবনের শাস্তি সম্বন্ধে তিনি তাদের সতর্ক করেছিলেন।

লোকেরা কি করেছিল ? নোহ'ই বা কি করেছিলেন ?

ভাববাদীদের কথা নামক বইয়ের এই পাঠখানি পড়লে আপনি উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পাবেন। আর ঈশ্বর, এবং মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধেও আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন। তা জানলে, আপনি ভবিষ্যতের আরও একটি বিচারের

বিষয় বুঝতে পারবেন। আপনি যে নীতিগুলি শিখবেন, তা আপনার নিজের জীবনে খাটাতে পারবেন, সেগুলি আপনাকে জীবনের সমস্যাগুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

আপনি এই পাঠখানি শেষ করে উত্তর পত্রটি পূরণ করে পাঠিয়ে দিলে, আমরা **ভাববাদীদের কথা** নামক কোর্সের একজন ছাত্র হিসাবে আপনার নাম লিখে রাখব। আপনি বিনামূল্যেই কোর্সটি পড়তে পারবেন। তখন আপনি ঈশ্বরের আরও কয়েকজন মহান ভাববাদীদের কথা পড়তে পারবেন। অতীতে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে শুনেছিলেন বলেই, আজ আমরা তাদের কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি। অব্রাহাম, মোশি, দায়ূদ, এবং যীশুর মত লোকেরা কিভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে বাণী লাভ করেছিলেন, তা আপনি জানতে পারবেন। তাদের জীবন ও কাজ পড়লে বুঝতে পারবেন, কিভাবে আপনিও ঈশ্বরের রব শুনতে পারেন ও আরও ভালভাবে তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারেন।

নোহের জীবন সম্পর্কে প্রথম পাঠখানি পড়া হয়ে গেলে, উত্তর পত্রে যে সব খবর চাওয়া হয়েছে সে সব লিখে, সেটি আই, সি, আই, অফিসে পাঠিয়ে দিন। উত্তর পত্রের শেষ পাতায় আপনার এলাকার আই, সি, আই, অফিসের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে।

সূচী পত্র

পাঠ		পৃষ্ঠা
১ম পাঠ ঃ	নোহ—ঈশ্বরের কথামত কাজ করেছিলেন	৭
২য় পাঠ ঃ	অব্রাহাম—ঈশ্বরের বন্ধু ছিলেন ...	৩৭
৩য় পাঠ ঃ	যোষেফ—ঈশ্বরের ভালবাসা দেখিয়েছেন	৬৯
৪র্থ পাঠ ঃ	মোশি—ঈশ্বরের বাক্য লাভ করেছিলেন	৯৮
৫ম পাঠ ঃ	দায়ূদ—অনুতাপ করেছিলেন এবং ক্ষমা পেয়েছিলেন ...	১২৯
৬ষ্ঠ পাঠ ঃ	যিশাইয়—পরিত্রাণের বিষয় ভাববাণী করেছিলেন ...	১৬০
৭ম পাঠ ঃ	বাপ্তিস্মদাতা যোহন—প্রকৃত বলিকে চিহ্নিত করেছিলেন ...	১৯৩
৮ম পাঠ ঃ	যীশু—মানুষের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছেন ...	২২৩

১ম পাঠ

নোহ- ঈশ্বরের কথামত কাজ করেছিলেন

"এক প্রচণ্ড ঝড়ের আশংকা করা হচ্ছে, তাতে সারা দেশে মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা দেখা দেবে।"

মনে করুন রেডিওতে আপনি এই কথাগুলি শুনলেন। আরও মনে করুন, ঐ অঞ্চলে কেবল আপনারই রেডিও আছে। একমাত্র আপনিই এই বিপদের কথা জানতেন। আপনি কেমন বোধ করতেন? কি করতেন? সম্ভবতঃ নিজ পরিবারের কথাই প্রথমে আপনার মনে পড়ত। আপনি তাদের সতর্ক করে দিতেন, "চল, আমাদের

বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে।" তারপর আপনি প্রতি-বেশীদের খবর দিতেন, "এক প্রচণ্ড ঝড় আসছে! আপনারা এর জন্য প্রস্তুত হোন।"

মনে করুন, তারা আপনার কথায় কান দিল না। মনে করুন, তারা আপনাকে বলল, "আপনি তো আর আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ নন। আপনার বড় বড় ঝড়ের গল্প শুনে আমরা মোটেই ভয় পাচ্ছিনা। আমরা ভোজ ও আমোদ-প্রমোদ করছি, আপনি চলে যান। এদেশে আগে কখনও এমন ঝড় হয়নি। আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করব কেন?

আপনি কেমন অপমানিত ও পরাজিত হলেন! এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে, আপনার অন্যদের সাহায্য কর-বার চেষ্টা সফল হলনা। কিন্তু আপনি যদি মনে মনে নিশ্চিত থাকেন, তাহলে নিজেকে ও নিজ পরিবারকে রক্ষার জন্য যা সম্ভব, সব কিছুই আপনি করবেন। নয় কি?

নোহ কিন্তু সত্য সত্যই এই রকম ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। অবশ্য তিনি যে রব শুনেছিলেন, তা তিনি রেডিওতে শোনেন নি। নোহ ঈশ্বরের রব শুনে-ছিলেন। এই পাঠে আমরা নোহের অভিজ্ঞতা আলোচনা করব। পৃথিবীতে ঐ ভয়ানক ঝড় এল কেন, ঈশ্বর নোহকে কি বলেছিলেন, আর মহাপ্লাবনের জল তাকে ঘিরে ফেললেও তিনি কিভাবে রক্ষা পেলেন, ইত্যাদি আমরা জানব।

এই পাঠে আপনি পড়বেন

ঈশ্বর জগতের মূল্যায়ন করলেন।

ঈশ্বর মানব জাতিকে শাস্তি দিলেন।

নোহ ঈশ্বরের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

এই পাঠ শেষ করলে আপনি

- ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ বলতে কি বুঝায়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শাস্তির প্রয়োজন কেন, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও তাঁর প্রতিজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানুষ কিভাবে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে, তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

ঈশ্বর জগতের মূল্যায়ন করলেন ঃ

মানব জাতির অবস্থা ঃ

"আরে নোহ করছে কি ?" বিদ্রূপ করার ভঙ্গিতে লোকেরা বলত।

একমাত্র নোহ জানতেন যে, এক মহা জল-প্লাবন এসে পৃথিবী ধ্বংস করে দেবে। তিনি বিরাট এক জাহাজ তৈরী করছিলেন। তিনি লোকদের সাবধান করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা তার কথা বিশ্বাস করেনি। আকাশ ছিল পরিস্কার। তারা জাগতিক আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই ডুবে থাকতে চাইল।

প্রথমে ঈশ্বর গাছ-পালা ও জীব-জন্তু দিয়ে সুন্দর ও নিখুঁত এক পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। পরে এই জীবন ও সৌন্দর্য ভোগ করবার জন্য তিনি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীকে সৃষ্টি করলেন।

এই পুরুষ ও স্ত্রী কিন্তু তাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি সম্মান দেখায়নি। তারা কিভাবে সুখী জীবন যাপন করতে পারে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে, এ বিষয়ে ঈশ্বর তাদের কতগুলি নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল। এই অবাধ্যতার ফলে মানব জীবনে পাপ প্রবেশ করল। এর পর সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে মানুষের দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হতে লাগল। কিন্তু তারা সবাই তাদের কাজের দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। পাপই মানুষের অন্তরে থেকে, তাকে পরিচালনা দিতে লাগল। ঈশ্বর মানুষকে তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন। আর তাই তিনি সব সময় তাদের চোখে চোখ রাখতেন। তাদের চিন্তা ও কাজ তিনি সবই ঠিক ঠিক জানতেন। ঐ সময়ে তিনি জানতেন যে, লোকেরা তাকে ভুলে গেছে, তারা তাঁর কাছ থেকে পৃথক হয়ে পাপের মধ্যে জীবন যাপন করছে।

> "আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড় এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ।"

ঈশ্বর দেখলেন, মানুষের স্বভাবে দোষ হয়েছে। এর মানে তারা ছিল অসাধু ও দুষ্ট। এর মানে জীবনের স্বাভাবিক উদ্দেশ্যগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই বিপথগামী হয়েছিল অথবা তাদের দেহ ও মনকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল। তারা দৈহিক আমোদ-প্রমোদ, খাদ্য পানীয়, বড় বড় উৎসব অনুষ্ঠানের কথাই চিন্তা করত। তারা ঈশ্বরের প্রয়োজন বোধ করত না। তাঁকে সম্মানও করত না। কিসে ঈশ্বর সুখী হন, বা তাদের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি ইত্যাদি বিষয়ে তারা কোন চিন্তাই করত না।

ঈশ্বর দেখলেন, মানুষের দ্বারা পৃথিবী **দৌরাত্ম্যে** পূর্ণ হয়েছে। এর মানে তারা ছিল দয়া-মায়া শূন্য, পরস্পরের জন্য কোন চিন্তা করত না। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, তারা ছিল অভদ্র, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর। ঈশ্বরের দেওয়া দেহকে তারা অন্যদের ক্ষতি করবার কাজে ব্যবহার করত। পৃথিবীর লালন-পালন ও সৃষ্টি-কর্তা ঈশ্বরের গৌরব করবার জন্য তাদের শক্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে এ কথা তারা ভুলেই গিয়েছিল।

আপনার করণীয়

"আপনার করণীয়" প্রতিটি অংশে যে সব প্রশ্ন বা কাজ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আপনাকে পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনা করতে বা জীবনে প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে। প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করুন।

নীচের বাক্যগুলিতে শূন্য জায়গা রয়েছে। ঐ শূন্য স্থান গুলিতে সঠিক কথা বসিয়ে বাক্যগুলি পূরণ করুন।

১। ঈশ্বর দেখলেন মানুষের দ্বারা..... পৃথিবী পূর্ণ হয়েছে। এর মানে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে ....করবার জন্য তাদের শক্তি ব্যবহার করছিল।

২। ঈশ্বর দেখলেন যে মানুষ.....হয়েছে। এর মানে তারা তাদের দেহ ও মনকে..... .....এবং অসৎ পথে ব্যবহার করছিল।

আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

পাপের স্বরূপ বা প্রকৃতি ঃ

পৃথিবীর অবস্থা দেখে ঈশ্বর মোটেই সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু তা নিয়ে লোকদের কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। তারা পাপ পথেই চলতে থাকল, কারণ পাপ যে অন্তরের এক ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক অবস্থা, তা তারা স্বীকার করতে রাজী হল না। কিন্তু ঈশ্বর খুবই চিন্তিত হলেন, কারণ

তিনি পাপের সম্বন্ধে সত্য কথা জানতেন। তিনি বুঝলেন যে, ভ্রষ্টাচার ও দৌরাত্ম্য কেবল যে পাপ তা নয়, এগুলি মানুষের পাপের ফলও বটে।

অনেক সময় আমরা পাপ বলতে কোন এক সময়ে কোন লোকের দ্বারা করা কোন খারাপ কাজকে বুঝি। তা ঠিক, কিন্তু পাপ আসলে এর চেয়েও বেশী কিছু। পাপ সম্বন্ধে আসল সত্য বিষয়টি হল, মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার ফলে ; তার যে অবস্থা হয়েছে তাই। পাপ মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে। ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধ্য হতে না চাওয়াই পাপ। তা হল, মানুষের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবা করতে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে, না চাওয়া। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে না চাওয়াই পাপ। আর তা হল, ঈশ্বরের রব শুনতে না চাওয়া।

পাপ এক মারাত্মক ব্যাধির মত মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে এবং তাদের চরম দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের কাছ থেকে যারা দূরে চলে গিয়েছে, তাদের কেবল এই পৃথিবীতে নয়, এমন কি তাদের জন্য যে নরক অপেক্ষা করছে, সেখানে ও তাদের যাতনা ভোগ করতে হবে। এই জন্যই মানুষের পাপের জীবন দেখে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, মানুষকে এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না। তিনি জানতেন যে,

পৃথিবীর বিচার এবং একে ধ্বংস করা প্রয়োজন। পাপ পৃথিবীকে যেভাবে দূষিত করেছে, তাতে একে ধুয়ে পরিস্কার করা আবশ্যক, যেন তাঁর সবার সেরা সৃষ্টির অন্তর থেকে আবারও ঈশ্বরের গৌরব প্রতিফলিত হতে পারে।

আপনার করণীয়

৩। পাপ বলতে আপনি যা বুঝেন তার সাহায্যে নীচের তালিকা থেকে উপযুক্ত কথা নিয়ে, পাপের সংজ্ঞা লিখুন। সবগুলি কথা ব্যবহার করবার প্রয়োজন নাই। প্রথমটা আমরা করে দিয়েছি।

ব্যাধি	পৃথক করে	অবস্থা
দুঃখ-কষ্ট	দূরে চলে যাওয়া	অবাধ্যতা
বাদ দেওয়া	বিদ্রোহ	

ক পাপ মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে।

খ পাপ.....

গ পাপ.....

ঘ পাপ.....

ঈশ্বর মানব জাতিকে শাস্তি দিলেন ঃ শাস্তির প্রয়োজন ছিল ঃ

ঈশ্বর যদিও ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু এমন এক সময় এল যখন তাঁকে ঘোষণা করতে হল যে, তিনি আর জগৎকে মানুষের পাপাচারে কলুষিত হতে দিতে পারেন না।

সুতরাং ঈশ্বর বললেন, "যে মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাকে পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছিন্ন করব। মানুষের সাথে পশু, যে সব জীব মাটির বুকে হেঁটে চলে, এবং আকাশের পাখীদেরও উচ্ছিন্ন করব। আমি সব মানুষকে নিশ্চিহ্ন করব, কারণ তাদের জন্য পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পূর্ণ হয়েছে। আমি সত্য সত্যই তাদেরকে ও পৃথিবীকে এই উভয়কে ধ্বংস করতে যাচ্ছি। আকাশের নীচে যত জীব-জন্তু আছে, সব ধ্বংস করবার জন্য আমি পৃথিবীতে জল প্লাবন আনব।"

সমগ্র মানব জাতি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করছে —তারা ঈশ্বরের বাধ্য হতে চায়নি। অন্য কথায় মানুষকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধেই তারা যুদ্ধ করছে। এইভাবে তারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিজেদের ধ্বংস করেছে। ঈশ্বর তাদের যা দিয়েছিলেন, তাকে তারা কলঙ্কিত করেছে বা অপব্যবহার করেছে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে এইভাবে পাপাচারে কলঙ্কিত হতে দিতে পারলেন না। সৎ ও পবিত্র ঈশ্বরকে পাপের শাস্তি দিতে হল।

ভাল, একজন বাবা যদিও তার ছেলে মেয়েদের ভালবাসেন, তবুও তিনি তাদের তার নামের অপমান করতে দিতে পারেন না। পরিবারের যে সুনাম আছে, তাকে অবহেলা করা যায়না। ছেলে মেয়েরা তাদের বাবার অবাধ্য হবেনা, বা তাকে অশ্রদ্ধা করবেনা। তারা যদি অনবরত অন্যায় করতে থাকে, তবে বাবা অবশ্যই তাদের শাসন করবেন। একজন ভাল বাবা তার সন্তানদে শাস্তি দিতে চাননা, কিন্তু এছাড়া কোন পথ নাই। সন্তানদের অন্যায়ের জন্যই তাদের শাস্তি দেওয়া আবশ্যক হয়। ভালবাসার মাধ্যমে এই শাস্তি দিলে তা সন্তানদের সঠিক পথে নিয়ে আসে, যা শেষে তাদের অপমানের নয় বরং সম্মানের আসন দেয়।

ঈশ্বরও এমন একজন বাবার মত ; যাঁর সন্তানেরা তাঁর অসম্মান করেছিল ও তাঁর অবাধ্য হয়েছিল। ঈশ্বর সম্পূর্ণ পবিত্র। এই রকম পবিত্রতা কখনও পাপ সহ্য করতে পারে না। পবিত্রতা অবশ্যই পাপের শাস্তি দেবে।

আপনার করণীয়

৪। সঠিক উত্তরগুলির পাশে দাগ দিন। ঈশ্বরের পক্ষে মানব জাতিকে শাস্তি দিতে হয়েছিল, কারণ—

ক) তিনি লোকদের ভালবাসতেন না।

খ) লোকেরা অনবরত তাঁর উদ্দেশ্যকে বান্‌চাল করেছে।

গ) তাঁর পবিত্রতা পাপের শাস্তি দিতে বাধ্য।

ঘ) তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

শাস্তি এবং দয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিলঃ

এখন ঈশ্বর যেন একটা সত্যিকার সমস্যা সম্মুখীন হলেন। তাই না? পাপে পূর্ণ পৃথিবীকে তাঁর শাস্তি দিতেই হবে। কিন্তু তাঁর হৃদয় খুব বড়, তা অসীম দয়া ও মমতায় ভরা। যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে, এটাই তিনি সবচেয়ে বেশী করে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন, তারা তার নামের গৌরব করবে। কিন্তু এখন তিনি কি করবেন?

জগতের দিকে তাকিয়ে তিনি যদিও অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তবুও তিনি কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করবেন, তা তিনি একেবারে শুরু থেকেই জানতেন। তাঁর একটা পরিকল্পনা ছিল। পাপে পূর্ণ পৃথিবী ধ্বংস করেও তিনি মানব জাতিকে রক্ষা করতে পারতেন। কারণ তখনকার সময়ের লোকদের মধ্যে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ঈশ্বরের পথে চলা-ফেরা করতেন। তার নাম ছিল **নোহ**।

এই রকম সময়েই নোহ সেই রব শুনতে পেলেন, যা তাকে এক মহা প্লাবনের আভাষ দিল। তিনি এই যে বাণী শুনলেন তা রেডিওতে প্রচারিত খবর নয়, তা এসেছিল সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে।

> সুতরাং ঈশ্বর নোহকে বললেন, "আমি সব মানুষকে নিশ্চিহ্ন করব, কারণ তাদের জন্য পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পূর্ণ হয়েছে। আমি সত্য সত্যই তাদেরকে ও পৃথিবীকে এই উভয়কেই ধ্বংস করতে যাচ্ছি। আমি পৃথিবীতে জল প্লাবন আনব, তাতে পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

দেখুন, নোহ মানুষের স্বাভাবিক পাপের অধীন হলেও তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি ছিলেন বলে এবং তাঁর সঙ্গে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন বলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। নোহ ঈশ্বরের পথে চলতেন এবং সব সময় তাঁর বাধ্য হয়ে চলতে ইচ্ছুক ছিলেন। ঈশ্বর নোহকে তাঁর খবর বহনকারী করতে চেয়েছিলেন। নোহের মাধ্যমে তিনি মানব জাতিকে সাবধান করে দিতে পারবেন। নোহের মাধ্যমে তিনি জগতের প্রতি তাঁর দয়া ও সহানুভূতি দেখাতে পারবেন। ঈশ্বর দেখাবেন যে, পৃথিবীর উপর শাস্তি এলেও যারা তাঁর কথা শুনবে ও তাঁর বাধ্য হবে, তিনি তাদের রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় করবেন।

সুতরাং ঈশ্বর নোহকে বললেন যে, মহা প্লাবন হবে। মানব জাতির পাপের জন্যই এর প্রয়োজন হয়েছে। পাপকে শাস্তি না দিয়ে এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না। শাস্তি হিসাবে ঈশ্বর জল-প্লাবন আনবেন। কিন্তু নোহের জন্য রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় তিনি করবেন কারণ তিনি তখনও তাঁর লোকদের যত্ন নিয়েছেন, আর তাদের জীবনে তাঁর উদ্দেশ্য কি তা তারা বুঝতে পারুক, তাই তিনি চেয়েছেন। তিনি নোহকে তাঁর কথা মন দিয়ে শুনে সেই মত কাজ করতে বললেন।

নোহকে এক বিরাট জাহাজ তৈরী করতে বলা হল, যা জলের উপর ভেসে উঠে বন্যার সময় তাকে নিরাপদে রক্ষা করবে। ঈশ্বরই জাহাজ তৈরীর জন্য সমস্ত নির্দেশ ও মাপ-জোপ বলে দিলেন। ঈশ্বর যেভাবে জাহাজ তৈরীর সমস্ত খুটি নাটি বিবরণ ব্যাখ্যা করে বললেন, তাতে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে তাঁর লোকদের জন্য চিন্তা ভাবনা করেন। আদি পুস্তকে আমরা যখন এই বিবরণ পড়ি, তখন আমাদের মনে হয় যেন জাহাজ তৈরীর সময় ঈশ্বর নোহের সঙ্গে সঙ্গে থেকে প্রতিটি কাজ তদারক করেছেন। মনে হয় যেন, তিনি তাঁর পছন্দমত নির্মাতার পাশে থেকে তাকে সাহায্য করেছেন যেন যে জাহাজখানি তার প্রিয় সৃষ্টিকে রক্ষা করবে, তা যে কোন ঝড়ের দাপট সহ্য করতে পারে। যারা ঈশ্বরের এই আশ্চর্য জাহাজে আশ্রয় নেবে, কোন মন্দ শক্তিই তাদের কখন ধ্বংস করতে পারবে না!

ঈশ্বর নোহকে আরও বললেন যে জাহাজ তৈরী শেষ হলে, নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টি শুরু হবে। পৃথিবী জলে

ডুবে যাবে। জাহাজে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া বাকী প্রাণ বিশিষ্ট সব কিছুই ডুবে যাবে। নোহ তার সঙ্গে তার পরিবারের লোকজন এবং সমস্ত প্রাণীদের এক এক জোড়া করে জাহাজে আশ্রয় দেবে। যাতে বন্যা শেষে আবার নূতন করে জীবন শুরু হতে পারে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শাস্তি দেওয়ার আগেই ঈশ্বর তার বিশেষ সৃষ্টি মানব জাতির জন্য শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং নূতন জীবন গ্রহণ করবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। শাস্তি যে আসবেই, এই সত্যটি এবং পরিত্রাণের পথটিকে তুলে ধরবার জন্য ঈশ্বর একজন মানুষ নোহকে এবং একটি উপায় অর্থাৎ জাহাজটিকে ঠিক করেছিলেন।

আপনার করণীয়

৫। উপযুক্ত কথাটি বেছে নিয়ে নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করুন।

শাস্তির	বার্তাবাহকের	পাপ
জল প্লাবন	জাহাজ	ডুবে গেল
পরিত্রাণের		

ক) মানুষের পাপ পূর্ণ অবস্থার জন্য... ..... প্রয়োজন হয়েছিল। ....

খ) মানুষের পাপ সত্ত্বেও ঈশ্বর তার জন্য ..... বন্দোবস্ত করেছিলেন। ....

গ) ঈশ্বর মানুষের জন্য চিন্তা করেন বলেই তিনি নোহকে ·· তৈরী করতে বলে ছিলেন। ·· ····· ··· ··

ঘ) ঈশ্বর একজন মানুষ · মাধ্যমে কাজ করতে মনস্থ করলেন। ····· ·· ··

নোহ ঈশ্বরের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন ঃ নিয়ম বা চুক্তি স্থাপন ঃ

ঈশ্বর নোহকে বললেন, "আমি তোমার সাথে আমার নিয়ম স্থির করব। তুমি আমার নির্দেশ মত একটা জাহাজ তৈরী কর। আমার কথা মত তোমার পরিবার ও অন্যান্য প্রাণীদের নিয়ে জাহাজে উঠ। জল প্লাবনে সমস্ত প্রাণী ধ্বংস হবে, কিন্তু তোমরা রক্ষা পাবে।"

ঈশ্বর এক বিশেষ কারণে এখানে নিয়ম কথাটি ব্যবহার করেছেন। নিয়ম একটা চুক্তির মত। এর মাধ্যমে দুই বা আরও বেশী পক্ষ কোন প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। যারা নিয়ম বা চুক্তিবদ্ধ হয়, তাদের সবাইর একটা পবিত্র দায়িত্ব থকে, এবং তাতে সবারই উপকারের আশা থাকে।

নোহ ঈশ্বরের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই নিয়ম হল, মানুষকে নিজের কাছে আনবার জন্য ঈশ্বরের একটা পথ। একেবারে প্রথম থেকেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল, ঈশ্বর এবং মানুষ পরস্পর সহভাগিতায় বাস করবে। নোহ জানতেন যে,

সম্পূর্ণ বাধ্য জীবন যাপন করে তিনি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। তিনি আরও জানতেন যে, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা তাকে পরিত্রাণ ও জীবন দান করবে। ঈশ্বর কখনও তাঁর কথার খেলাপ করেন না। নোহের পরিত্রাণ ছিল সুনিশ্চিত। নিরাপত্তার ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ ঈশ্বর ধার্মিকের বিরুদ্ধে কিছুই করেন না। যারা তাঁর পথে চলে, তিনি তাদের ঠকান না। একটা ভাল চুক্তির মতই ঈশ্বরের নিয়ম সবারই উপকার সাধন করে।

নোহ কোন রকম ইতস্ততঃ করেন নি। বাইবেলে তার সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে, তাতে এই কথাগুলি লেখা আছে ঃ "নোহ সেইরূপ করলেন, ঈশ্বরের আজ্ঞামতই সব কিছু করলেন।" তিনি তার বাধ্য জীবন যাপনের দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং এর ফলেই তিনি নিজে ও তার পরিবার উদ্ধার পেয়েছিলেন।

নোহ ঈশ্বরের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন, তিনি তা গ্রহণ করেছেন ও বিশ্বাস করেছেন। তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনা গ্রহণ না করতেও পারতেন, কিন্তু তিনি তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি বলে নিজেই ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে স্থির করেছিলেন। ঐ অবস্থার কথা চিন্তা করলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, নোহ গভীর বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

আমরা যেমন দেখেছি, তার চার পাশের লোকেরা কেবল আমোদ প্রমোদ ও স্বার্থপর জীবন যাপন করতে ভালবাসত। তারা জল প্লাবনের কথা কখনও শোনেনি। আকাশ থেকে বৃষ্টি হতেও তারা দেখেনি। তারা নোহকে ঈশ্বরের কথা বলতে ও খারাপ পথ থেকে ফিরবার জন্য তাদের সাধ্য সাধনা করতে শুনেছে। তার কথা শুনে তারা সম্ভবতঃ হেসেছে, ভেবেছে লোকটা পাগল। এখন কিনা হঠাৎ করে তারা বলতে শুনছে "এক মহা জলপ্লাবন হবে।" নোহ তার ছেলেদের সাবধান করেন, আর যে জাহাজ তিনি নির্মাণ করছেন, তাতে প্রবেশ করবার প্রয়োজনের কথা তাদের বুঝিয়ে বলেন। লোকেরা তার এসব কথা শুনতে পেল।

ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসরণ করে নোহ যে জাহাজ তৈরী করলেন, তা নিশ্চয়ই তৈরীর দিক দিয়ে খুবই উন্নত হয়েছিল। তার কথা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, এই জাহাজটিই ছিল তার সাক্ষ্য স্বরূপ। নোহ বিশ্বস্তভাবে ধৈর্যের সাথে বছরের পর বছর ধরে তার কাজ করেছেন ও লোকদের কাছে ঈশ্বরের সতর্কবাণী বলেছেন। যে লোকেরা নোহের কথা শুনে হেসেছে, তারা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল বৈকি। নোহ তার কাজের দ্বারা যেমন প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরে উপর বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর বাধ্য হওয়াকে বেছে নিয়েছেন, তেমনি অন্যেরা আবার তাদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করেছিল যে, তারা ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করেছে।

আপনার করণীয়

আপনার নিজের ধারণা অনুযায়ী নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। অল্প কথার মধ্যেই প্রতিটি উত্তর দিবেন।

৬। একটা নিয়ম বা চুক্তির উদ্দেশ্য কি? .....

৭। ঈশ্বর নোহের সাথে একটা নিয়ম করেছিলেন কেন? .....

৮। কোন নিয়ম স্থাপন করলে পর, কার উপর দায়িত্ব আসে? .....

৯। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে যখন কোন নিয়ম স্থাপিত হয়, তখন মানুষের উপর কি দায়িত্ব আসে? .....

প্রতিশ্রুতি প্রসারিত হল ঃ

অবশেষে জাহাজ তৈরীর কাজ শেষ হল। বন্যার সময়ে লোকজন ও পশু পাখীর জন্য প্রচুর খাদ্য জাহাজে তোলা হল। এর পর ঈশ্বরের নির্দেশ মত সমস্ত প্রাণী-দের জাহাজে নেওয়া হল। আর নোহ ও তার পরিবার পরিজন নিয়ে জাহাজে উঠলেন। সেটা ছিল বিশ্বা-সেরই বিজয়। অন্য লোকেরা পাপের মধ্যে জীবন

যাপন করলেও নোহ ধার্মিক জীবন যাপন করতেন। তিনি ঈশ্বরের আদেশ পালন করে চলেছেন। তিনি বিশ্বস্তভাবে এবং মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করে জাহাজের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। কিন্তু জাহাজের ভিতর প্রবেশ করবার সময় তিনি এক নূতন এবং বিশেষ পথে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিলেন। বাইবেলে আমরা পড়ি যে, ঈশ্বর তাকে বদ্ধ করলেন। ঈশ্বরই জাহাজের দরজা বদ্ধ করে দিলেন। তখন নোহের করবার কিছুই ছিল না। পাপ পূর্ণ পৃথিবীর উপর যে শাস্তি আসবে, তার হাত থেকে রক্ষা এবং পরিত্রাণের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

পৃথিবীর উপর শাস্তি এল। এক ভয়ানক জল প্লাবন হল। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত ধরে শুধু বৃষ্টি হল; পৃথিবীর নীচ থেকে ঝর্ণার আকারে জল বেরিয়ে এল। ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন, আর নোহ যেমন লোকদের সতর্ক করেছিলেন, সেই মতই জাহাজের বাইরে যত প্রাণী ছিল, সবাই অগাধ জলে ডুবে মরল। জাহাজ এবং ঈশ্বরের দেওয়া নিয়মের দ্বারা নোহ রক্ষা পেলেন।

জল পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তারপর ঈশ্বর ঝর্ণার মুখ বদ্ধ করে দিলেন, বৃষ্টি থামিয়ে দিলেন। জল যাতে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়; সে জন্য ঈশ্বর বাতাস বহালেন। আর শেষে জল শুকিয়ে গেল। ঈশ্বর তখন নোহকে বললেন, "জাহাজ থেকে নেমে যাও।" তিনি নোহকে আরও বললেন যে, লোকজন ও জীব জন্তুরা আবার বংশ বৃদ্ধি করে পৃথিবীকে ফলবন্ত করে তুলবে।

শুকিয়ে যাওয়া মাটিতে পা দিয়েই নোহ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে ধন্যবাদ ও উপাসনা সহকারে তাঁর উদ্দেশ্যে হোম বলি উৎসর্গ করলেন। তাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে নোহকে বললেন, "যদিও মানুষের মনের চিন্তাধারা সব সময়ই মন্দ, তবুও এবার যেমন করলাম, আর কখনও তেমনিভাবে সব প্রাণীদের ধ্বংস করব না।" এই প্রতিশ্রুতির চিহ্ন হিসাবে ঈশ্বর আকাশে রংধনু দিলেন।

ঈশ্বরের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জল প্লাবনের দ্বারা মানুষের পাপপূর্ণ অবস্থার বিনাশ হয়নি। পাপী মানুষের বিনাশ হলেও পাপপূর্ণ অবস্থা আগের মতই ছিল। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে নোহ পাপ দশা থেকে মুক্ত ছিলেন বলে তাকে রক্ষা করা হয়নি; কিন্তু ঈশ্বর তার জন্য রক্ষার একটা উপায় করবেন বলে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। নোহ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেছিলেন ও তাঁর প্রতি বাধ্য ছিলেন বলেই ঈশ্বর তাকে নিরাপদ করেছিলেন। জাহাজের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। পাপপূর্ণ পৃথিবীর উপর যে শাস্তি নেমে এসেছিল, তিনি তার হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। বিশ্বাস ও বাধ্যতা আমাদের প্রত্যেকের জন্য এমন এক জাহাজ তৈরী করে, যা আমাদের শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করে।

আপনার করণীয়

১০। নোহের বিবরণ পড়ে আমরা দেখেছি যে, তার কাজগুলি একজন ব্যক্তি হিসাবে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই প্রকাশ করে। প্রতিটি কাজের বর্ণনার পরে যে খালি জায়গা আছে, সেখানে ঐ কাজ যে বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগিত করে সেটি লিখুন। নোহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ঃ

অন্য লোকদের বিষয়ে আগ্রহ বিশ্বস্ত
কাজ করতে আগ্রহী ঈশ্বরের প্রতি
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ মনোযোগী

ক) নোহ নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করেছেন। .....

খ) নোহ এক বিরাট জাহাজ নির্মাণ করলেন। .....

গ) নোহ বছরের পর বছর ধরে জাহাজ নির্মাণ করে চলছেন। .....

ঘ) নোহ লোকদের বললেন যে এক মহা প্লাবন হবে। .....

ঙ) নোহ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞ বেদী নির্মাণ করলেন। .....

১১। নোহের উদ্ধারের জন্য তার কি প্রকার স্বভাব একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল? নিজের ভাষায় উত্তর দিন। .....

হ্যা, জল প্লাবনের আগে ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন, প্লাবনের পরেও তিনি তেমনি বললেন যে, মানুষের মনের চিন্তা কেবলই মন্দ। তবুও ঈশ্বর নোহের সাথে এক নূতন নিয়ম করতে ইচ্ছুক ছিলেন। আর এইবার তিনি নোহের সব বংশধরদের উদ্দেশ্যেও এই প্রতিজ্ঞা প্রসারিত করলেন। ঈশ্বর জল প্লাবন পাঠানোর দ্বারা মানুষের পাপ পথের প্রতি তার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, পাপ অত্যন্ত ভয়ানক আর এজন্য শাস্তি পেতেই হবে। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, যে লোক ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে ও তাঁর বাধ্য জীবন যাপন করে, তাকে শাস্তি পেতে হবে না।

এখন ঈশ্বর বললেন, "আমি তোমাদের এবং তোমাদের ভাবী বংশধরদের সাথে আমার নিয়ম স্থির করি।" আর ঈশ্বর তাঁর চিহ্ন হিসাবে রংধনু দিলেন এইভাবে আবারও তিনি মানব জাতির জন্য তার চিন্তা ও আশা প্রকাশ করলেন। তিনি চেয়েছেন, নোহের এই কাহিনী যুগ যুগ ধরে লোকেরা শুনবে, এই কারণে ঈশ্বর আমাদের সবাইকেই যে শিক্ষা দিতে চান তার দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা প্রায়ই এই কাহিনী ব্যবহার করতে দেখি।

ঈশ্বর আমাদের বলেন, "নোহের কথা স্মরণ কর, তার সময়ে মহা প্লাবন এসে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত, পাপী মানুষেরা যেমন তার কথায় মনোযোগ দেয়নি, তেমনি ভবিষ্যতে এক ভয়ানক দিন আসবে, যখন ঈশ্বর এই পৃথিবীর বিচার করবেন।" নোহের কথা স্মরণ করুন। তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন বলে, ঈশ্বর তাকে গ্রাহ্য করেছেন। ঈশ্বর আমাদের বলেছেন, "আমি যখন শপথ করলাম যে, মহা প্লাবন পৃথিবীকে আর কখন ও প্লাবিত করবে না ... তোমাদের প্রতি আমার অটল ভালবাসা কখনও বিচলিত হবে না, কিম্বা আমার শান্তির নিয়ম কখনও তুলে নেওয়া হবেনা, তখন তোমরা নোহের কথা স্মরণ কর।"

আপনার করণীয়

১২। আপনি যখন নোহ এবং সেই মহা প্লাবনের কথা চিন্তা করেন, তখন যে সব চিন্তা বা শিক্ষা আপনার মনে আসে, একটা আলাদা কাগজে সেগুলি লিখুন।

ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি নোহের সাড়া থেকে আপনি যে শিক্ষা পেয়েছেন, তার দ্বারা কিভাবে আপনার নিজ জীবনের উন্নতি সাধন করা যায়?

এই পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর মালার সাথে আপনার সব উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

১৩। নোহকে যিনি উদ্ধার করেছিলেন, সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। তাঁকে অনুরোধ করুন যেন, তিনি আপনার অন্তরে কথা বলেন এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে আপনাকে পথ নির্দেশ দেন।

প্রার্থনা

হে ঈশ্বর! ধার্মিকের রক্ষক ও অভিভাবক। চিরকাল তোমার প্রশংসা হোক। তুমি নোহকে যেমন ব্যক্তিগত-ভাবে সেই জাহাজ তৈরীর জন্য প্রয়োজীয় নির্দেশ দিয়েছিলে; যা তাকে মহা-প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, তেমনি আমার নিজ জীবনের জন্য একখানি জাহাজ তৈরী করতে, তোমার সাথে এমন এক সম্পর্ক গড়ে তুলতে, আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দাও, যা বিচার দিনের ভয়ের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে। আমার হৃদয়ে গভীর ভক্তি ও বাধ্যতার সম্পর্ক স্থাপন কর। কারণ আমার প্রাণ এমন এক নিয়মের জন্য আর্তনাদ করছে, যার মাধ্যমে আমিও নিশ্চিতরূপে জানতে পারব যে, তুমিই আমার আশ্রয়, এবং ধ্বংস ও নরকের হাত থেকে আমার পরিত্রাণ একেবারেই নিশ্চিত। একমাত্র তখনই আমার প্রাণ শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারবে।

আমেন।

উত্তরমালা

প্রশ্নের উত্তরগুলি ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী পর পর দেওয়া হয়নি, যেন কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি আগেই দেখতে না পারেন। যে উত্তরটি প্রয়োজন, কেবল সেটি দেখুন এবং কোন উত্তর আগেই না দেখবার চেষ্টা করুন।

৭। তিনি মানুষকে নিজের কাছে আনতে চেয়েছিলেন।

১। দৌরাত্মে, যুদ্ধ।

৮। উভয় পক্ষের উপর।

২। ভ্রষ্টাচারী, অস্বাভাবিক।

৯। ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া।

৩। ক) পাপ মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে।
খ) পাপ এমন এক ব্যাধি, যা মানুষকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিয়ে যায়।
গ) পাপ হচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি অবাধ্য হওয়ার ফলে মানুষের যে অবস্থা হয়েছে, তাই।
ঘ) পাপ হচ্ছে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তা প্রত্যাখান করবার ফল।

১০। ক) ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগী।
খ) কাজ করতে আগ্রহী।
গ) বিশ্বস্ত।
ঘ) অন্য লোকদের বিষয়ে আগ্রহী।
ঙ) ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ।

৪। খ) লোকেরা অনবরত তাঁর উদ্দেশ্যকে নষ্ট করছে।

গ) তাঁর পবিত্রতা পাপের শাস্তি দিতে বাধ্য।

১১। এইগুলি অন্যভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে ঃ নোহ ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন ; ঈশ্বর তাকে যা করতে বলেছেন, তিনি তা করেছেন ; তিনি ঈশ্বরের বশীভূত ছিলেন, অথবা তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছেন, তিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখেছেন।

৫। ক) শাস্তির।

খ) পরিত্রাণের।

গ) জাহাজ।

ঘ) খবর বহনকারীকে।

১২। উত্তর যেমন হওয়া সম্ভব ঃ ঈশ্বরের চোখে পাপ কত ভয়ানক, সে বিষয়ে আমার আরও সজাগ হওয়া প্রয়োজন। ঈশ্বর তাঁর লোকদের কত যত্ন নেন, তা বুঝতে পেরে—আমি নিজেকে তাঁর আরও কাছে মনে করি। আমার নিজের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিয়ে, আমি বিচারের হাত থেকে আমার মুক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।

৬। দুই বা তারও বেশী পক্ষকে চুক্তিতে অবদ্ধ করা।

পরীক্ষা—১

পাঠ্য বইয়ের সাথে যে ছাত্র-রিপোর্টের উত্তর দেবার বই দেওয়া হয়েছে, তাতে এই পরীক্ষার উত্তরগুলি চিহ্নিত করতে হবে। উত্তর দেবার বইয়ের ২ এবং ৩ নং পৃষ্ঠায় দেওয়া নির্দেশগুলি পড়ুন, তারপর ৪ নং পৃষ্ঠায় এই পাঠের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করুন।
উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। আপনি কি প্রথম পাঠ ভাল করে পড়েছেন ?

২। আপনি কি পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আপনি করতে পারেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠটি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

দায়িত্ব দেওয়া ছিল। নোহকে ঈশ্বরের বাধ্য হতে হবে; আর ঈশ্বর নোহের পরিত্রাণ নিশ্চিত করবেন।

১৩। ঈশ্বর পরিত্রাণ নিশ্চিত করে নোহের জন্য যে নিয়মের বন্দোবস্ত করেছিলেন, তা গ্রহণ করবার ব্যাপারে নোহের কোন স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ছিল না।

১৪। নোহ যখন জাহাজে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি শাস্তির হাত থেকে রেহাই এবং রক্ষার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

শূন্যস্থান পূরণ

সঠিক শব্দ বসিয়ে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন।

১৫। পাপ হচ্ছে ঈশ্বরের ..... প্রতি..... হওয়ার ফলে মানুষের যে অবস্থা হয়েছে, তাই।

১৬। ভবিষ্যৎ শাস্তি এবং ....এর পথ সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করে দেবার জন্য ঈশ্বর নোহকে ঠিক করেছিলেন।

১৭। ঈশ্বর একটি ..... করার দ্বারা নোহকে রক্ষা করতে ও তার পরিত্রাণের জন্য একটি উপায় করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন আর নোহকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি .... থাকতে হবে।

১৮। নোহ পাপাবস্থা থেকে মুক্ত ছিলেন বলে নয়, কিন্তু তার রক্ষার একটি উপায় করে দেবার জন্য, তিনি ঈশ্বরের উপর.....করেছিলেন বলেই তাকে রক্ষা করা হয়েছিল।

২য় পাঠ

অব্রাহাম - ঈশ্বরের বন্ধু ছিলেন

ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ক সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ ভাবনাহীন হতে পারেন। কিভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞার আশীর্বাদ লাভ করতে হয়, অব্রাহামের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি তা জানতে পারেন। ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর দাস এবং বন্ধু হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। যারা তাঁর ইচ্ছা পালন করে চলবে, তাদের সবাইকে আশীর্বাদ করবার চিন্তা কার্যকরী করবার জন্যই ঈশ্বর তাকে বেছে নিয়েছিলেন।

তবুও তিনি একা থাকতে চাননি বলে, মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই জগতের জীবন ও সৌন্দর্য উপভোগ, তাঁর সাথে সহভাগিতা রক্ষা ও তাঁর সেবা করবার জন্য তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন।

আমরা জানি যে, মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করার পেছনে তাদের জন্য তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল। তারা পাপ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শাস্তি হিসাবে তিনি এক ভয়ঙ্কর জল প্লাবন পাঠালেন। এর দ্বারা তিনি দেখালেন, পাপ কত ভয়ানক। কারণ তা মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে ফেলে। জল প্লাবনের পরে ঈশ্বর আবার নতুন করে তাঁর লোকদের নিয়ে কাজ করতে ও তাদের জন্য নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে আরম্ভ করলেন। তিনি, এমন এক জাতি গঠন করতে শুরু করলেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, তাঁর নামের গৌরব করবে এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য আশীর্বাদ বহন করে আনবে।

আবারও ঈশ্বর লোকদের সাথে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃতি প্রকাশ করলেন। সর্বময় ঈশ্বর লোকদের মাধ্যমে কাজ করতে ঠিক করলেন। তিনি একাই সব করতে পারলেন কিন্তু তা না করে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে মানুষকেই পৃথিবীতে তাঁর রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। এ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সাথে গভীর ভাবে জড়িত। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন না করে আমরা শান্তি পেতে পারি না। আর তিনি দয়া

না দেখিয়ে আমাদের কখনও পরিত্যাগ করেন না। তাঁর প্রতি আমাদের সাড়া দেওয়াটা তাঁর স্বভাবের অংশ। তিনি একা একা তাঁর নতুন জাতি শুরু করেননি। তিনি এমন এক জনকে বেছে নিয়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি নিজের ইচ্ছা জানাতে পারবেন। তিনি অব্রাহামকে বিশ্বস্তদের পিতা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। অব্রাহামকে তিনি বন্ধু বলে ডেকেছেন।

আপনার করণীয়

১। সঠিক উত্তরগুলির পাশে দাগ দিন। আমরা জানি যে, লোকেরা ঈশ্বরের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ—

ক) তাঁর পক্ষে লোকদের সাহায্য প্রয়োজন।

খ) তিনি অব্রাহামকে বন্ধু বলে ডেকেছেন।

গ) তিনি তাদের সেবা চান।

ঘ) তিনি তাদের সাথে দায়িত্ব ও অধিকার ভাগাভাগি করেন।

ঙ) তারা না পারলে তিনি তাদের পরিত্যাগ করেন।

করেও সে ঐ পথে যায়। ঈশ্বর চেয়েছেন, অব্রাহাম অতীতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে, কেবল মাত্র তাঁরই ইচ্ছা কাজে লাগাতে নিজেকে উৎসর্গ করে।

এর উদ্দেশ্য ছিল অব্রাহামকে বহু মানুষের আশীর্বাদ লাভের একটি মাধ্যম স্বরূপ করা। অবশ্য ঈশ্বর যখন কারও মাধ্যমে কাজ করতে চান, তখন তিনি এমন এক-জনকে বেছে নেন, যে তাঁর বাধ্য হয়ে চলতে ইচ্ছুক। অব্রাহাম অবিশ্বাসী লোকদের মধ্যে বাস করেছিলেন। তিনি মৃত প্রতিমাদের কাছে নত হতে চাননি বা তাদের আঘাত করতেও চাননি। তার দৃষ্টি ছিল স্বর্গের দিকে। তিনি চাঁদের পূজা করেন নি। তিনি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র সত্য ঈশ্বরেরই পূজা করেছেন। অব্রাহাম ছিলেন ঈশ্বরের একজন বন্ধু। আর ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের চালাবার জন্য তাকেই ঠিক করেছিলেন।

আপনার করণীয়

অল্প কথায় নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

২। জল প্লাবনের পরে লোকেরা আবারও পাপ পথে ফিরে গিয়েছিল কেন?.....

.....

৩। লোকেরা প্রতিমা পূজা করত কেন ?
.....
.....

৪। ঈশ্বর কি করেছিলেন ?
.....
.....

৫। অব্রাহামের পক্ষে তার আপন লোকদের ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল কেন ?
.....
.....

প্রতিজ্ঞা এবং চুক্তিগুলি ঃ

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কি আপনি অন্তরে গভীর আকুতি অনুভব করেন ? আপনি কি দেখতে পান যে, তাঁকে আরও ভাল করে জানবার গভীর আগ্রহ নিয়ে আপনি তাঁকে খুঁজছেন ? মনে হতে পারে যে, আপনিই ঈশ্বরকে ডাকছেন, কিন্তু আসলে তা নয়, ঈশ্বরই আপনাকে ডাকছেন। ঈশ্বরকে আরও ভাল করে জানবার যে ইচ্ছা ও প্রয়োজন আপনি বোধ করেন—তা এক ধরণের আহ্বান বিশেষ ; আপনার জন্য ঈশ্বর যে কত চিন্তা করেন, এ হল তারই ফল। ঈশ্বর এই ভাবেই সব লোককে পেতে চান বা ডাকেন। তাদের অনেকে তাঁর এই ডাক শুনতে

১। তিনি একমাত্র সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন।

২। তিনি একজন ব্যক্তি হিসাবে তার জন্য ঈশ্বরের কথাগুলি পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন।

৩। তিনি ঈশ্বরের সব নির্দেশ পালন করে তাঁর বাধ্য হয়ে চলেছেন। এজন্য তাকে আপন দেশ ও অধিকাংশ আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে এক অজানা দেশে গিয়ে এমন এক জাতির জন্ম দিতে হয়েছিল, এর আগে যার কোন চিহ্নই ছিল না।

আপনার করণীয়

৬। তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান গুলি পূরণ করুন।

অব্রাহাম	অন্য লোকেরা	বিশ্বাস
জাতি	কাজ	আহ্বান

ক) ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য যে আকুতি, তা এক ধরণের……, ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগী সব লোকদের কাছেই তা আসে।

খ) ……এর কাছে যে আহ্বান এসেছিল তার মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তার মাধ্যমে……আশীর্বাদ পাবে।

গ) অব্রাহাম যে শুধু মাত্র ঈশ্বরের উপর ..... করেছেন, তা নয়? কিন্তু তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ মত .... করে তাঁর প্রতি বাধ্য হয়েছেন।

অব্রাহাম তার বিশ্বাস প্রমাণ করেছেন:

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে তার (অব্রাহামের) মনে কখনও কোন সন্দেহ আসেনি, বরং তিনি বিশ্বাসে আরও বলবান হয়ে উঠে ঈশ্বরের গৌরব করতেন। অব্রাহাম সম্পূর্ণভাবে এই বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা করবার ক্ষমতাও তাঁর আছে। এই জন্যই অব্রাহামের বিশ্বাসকে তার (ধার্মিকতা) বলে ধরা হয়েছিল।

অব্রাহাম ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে, এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তার নিজের কোন জায়গা-জমি বা ছেলে-মেয়ে ছিলনা। কিন্তু তবুও তিনি ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছেন যে, তিনি এক মহান জাতির নেতা হবেন, আর তার নিজ বংশধরের মাধ্যমে সেই জাতির শুরু হবে। তিনি হবেন বিশ্বস্তদের আদি পিতা।

অবশ্য কিছু লোককে তিনি তার সঙ্গে নিয়েছিলেন; এদের মধ্যে ছিল তার স্ত্রী ও লোট নামে তার এক ভাইপো।

অব্রাহামের জন্য ছিল কনান দেশের পার্বত্যভূমি, মানুষের চোখে এর কোন আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু অব্রাহাম বিশ্বাসের সাথেই সেই পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করলেন। তিনি বিশ্বাস রাখলেন যে, তার জীবনের জন্য যা সবচেয়ে মঙ্গল জনক, তাই ঈশ্বর তাকে দেবেন। আর সেখানে ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন ঃ

> তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে চেয়ে দেখ। যে সব দেশ তুমি দেখতে পাচ্ছ, সবই আমি চিরদিনের জন্য তোমাকে ও তোমার বংশকে দেব। আর পৃথিবীর ধূলির মত আমি তোমার বংশ বৃদ্ধি করব। কেউ যদি পৃথিবীর ধূলি গুণতে পারে, তবে তোমার বংশও গোণা যাবে। ওঠ, লম্বা-লম্বি ও আড়া-আড়ি ভাবে এই দেশ ঘুরে আস, কারণ এদেশ আমি তোমাকেই দেব।

সুতরাং অব্রাহাম বিশ্বাসের সাথে যে পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন, সেখান থেকে তিনি মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য দেখতে পেলেন। ঈশ্বর, যিনি মানুষের বিশ্বাসকেই ধার্মিকতা বলে গণ্য করেন, তিনি আবারও অব্রাহামকে আশীর্বাদ করলেন।

আপনার করণীয়

৭। নীচের যে উক্তিগুলি বিশ্বাসের কাজ বর্ণনা করে, সেগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে, ঈশ্বর তাকে একজন ছেলে দেবেন।

খ) অব্রাহাম এক অজানা দেশে গেলেন কারণ ঈশ্বর তাকে সেইরূপ বলেছিলেন।

গ) নোহ বিশ্বাস করেছিলেন যে, এক মহা-জলপ্লাবন হবে।

ঘ) নোহ একটি জাহাজ তৈরী করলেন।

ঙ) অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে, তার জন্য যা সবচেয়ে মঙ্গলজনক, তাই ঈশ্বর তাকে দেবেন, সুতরাং তিনি লোটকে তার পছন্দ মত দেশ নিতে দিলেন।

৮। প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর, আপনাকে এমন বিশ্বাস দেন, যাতে আপনি তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলি বিশ্বাস করতে এবং নিজেকে তাঁর ইচ্ছার কাছে আরও পূর্ণভাবে সঁপে দিতে পারেন। আপনি হয়তো নীচে দেওয়া প্রার্থনার কথাগুলি শিখে নিতে চাইবেন ঃ

হে দয়ালু ও সহানুভূতিপূর্ণ ঈশ্বর। চিরকাল তোমার প্রশংসা হোক। তুমি যেমন অব্রাহামের সন্ধান করে তাকে আহ্বান করেছিলে, তেমনি আমাকেও তুমি দয়া

করে আহ্বান কর, কারণ আমি তোমার প্রতি মনোযোগী। কিসে আমার মঙ্গল, তা তুমিই ভাল করে জান। জীবন ও সত্যের পথে আমাকে চালাও।

আমেন।

অব্রাহাম সবই ঈশ্বরকে দিলেন ঃ

অব্রাহাম বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন আর ঈশ্বরও তাকে নানা ভাবে আশীর্বাদ করলেন। আর তাকে তার বিশ্বাস প্রমাণ করবার কয়েকটি বিশেষ সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অব্রাহাম ঈশ্বরের একজন বন্ধুর মত কাজ করেছেন। ঈশ্বরের সাথে কথা বলা অন্যদের প্রতি যত্ন ও ভালবাসা, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বাধ্য ও বশীভূত হওয়ার দ্বারা তিনি এই কাজ করেছেন।

ঈশ্বর আবারও অব্রাহামকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন যে, তার বংশ থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন হবে। ঐ সময় অব্রাহাম এবং সারা দু'জনেরই সন্তান জন্ম দেওয়ার বয়স পার হয়ে গিয়েছিল। তারা মনে প্রাণে একজন পুত্র সন্তান চেয়েছেন। কিন্তু যখন বছরের পর বছর কেটে গেলেও কোন সন্তান হল না, তখন তারা প্রায় সব আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

একটা দর্শনের মাধ্যমে অব্রাহাম ঈশ্বরের এই বাক্য শুনতে পেলেন ঃ

অব্রাহাম ভয় করোনা, আমিই তোমার ঢাল ও তোমার মহা-পুরস্কার। আমিই সেই ঈশ্বর, যিনি এই দেশ দেবার জন্য তোমাকে এখানে এনেছেন।

ঐদিন ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে এক নিয়ম করলেন। অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন আর ঈশ্বর তার পক্ষে তা ধার্মিকতা বলে গণ্য করলেন।

ঈশ্বর কখনও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। কিভাবে অব্রাহামকে পরিচালনা দিতে হবে আর তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার জন্য তাকে প্রস্তুত করতে হবে, তা তিনি জানতেন। এই অভিজ্ঞতাটিই হবে তার বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। তা হবে অব্রাহামের বিশ্বাসের পরীক্ষার চেয়েও বেশী কিছু, কারণ তা সকল মানব জাতির কাছেই একটা চিহ্ন এবং শিক্ষার মত হবে। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যেকার সত্যিকার সম্পর্ক সবাইকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য, ঈশ্বর অব্রাহামকে ব্যবহার করতে স্থির করেছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ ঃ যে ছেলের কথা বলা হয়েছিল তার জন্ম হল! অব্রাহাম তার বিশ্বাসের পুরস্কার পেলেন। তিনি জানতেন যে, তার এই বংশ থেকে এক মহা-জাতির জন্ম হবে আর সব লোক আশীর্বাদ পাবে। একজন নিবেদিত প্রাণ বাবার মতই তিনি তার ছেলেকে ভালবাসতেন। তাছাড়া, এই ছেলেটি ছিল খুবই বিশিষ্ট, কারণ সে হবে বহু বংশের আশাস্থল।

এরপর ঈশ্বর এমন কিছু করলেন যা বুঝবার ক্ষমতা মানুষের নাই তিনি অব্রাহামকে তার একমাত্র ছেলেকে বলিরূপে উৎসর্গ করতে বললেন। এর দ্বারা ঈশ্বর অব্রাহামকে পরীক্ষা করলেন। তিনি ডাকলেন, "অব্রাহাম!" অব্রাহাম উত্তর করলেন, "এই যে আমি," তখন ঈশ্বর বললেন, "তুমি যাকে ভালবাস, তোমার সেই আপন পুত্রকে নাও, আমি যে পর্বতের কথা তোমায় বলব তার উপরে তাকে হোমার্থক বলিরূপে উৎসর্গ কর।"

অব্রাহামের বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, তিনি তখনই ঈশ্বরের নির্দেশ মত কাজ আরম্ভ করলেন। আবারও কাজের দ্বারা তিনি তার বিশ্বাস প্রমাণ করলেন।

পরদিন সকালে অব্রাহাম আর ছেলে এবং হোম বলির কাঠ ও আগুন বহন করবার জন্য দু'জন চাকরকে সংগে নিয়ে চললেন। নিজের হাতে তিনি একখানা ছুরি নিলেন। একজন প্রেমময় বাবা কেবল মাত্র ঈশ্বরের শক্তিতেই এমন কাজ করতে পারেন। অব্রাহাম জানতেন যে, ঈশ্বর এমন এক পথে তাঁর পরিকল্পনা সাধন করবেন যা, তার এবং সকল মানব জাতির জন্য সবচেয়ে ভাল।

পর্বতে পৌঁছে অব্রাহাম হোমের কাঠ তার ছেলের কাঁধে দিলেন। তারপর তারা দু'জনে বলি উৎসর্গ করবার স্থানটির দিকে চলতে লাগলেন।

ছেলে তার বাবাকে বলল, "আমরা তো কাঠ আর আগুন এনেছি, কিন্তু বলির পশু কোথায়?" অব্রাহাম

বললেন "ঈশ্বর নিজেই বলির মেষশাবক যোগাবেন।" তিনি যখন এই কথা বলছিলেন, তখন তিনি সব পাঠক-দেরই মানব জাতির এক মহান সত্য জানিয়েছেন "ঈশ্বর নিজেই বলির মেষশাবক যোগাবেন।" ছেলেটিও ছিল বাধ্য, এবং বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। সে তার বাবাকে আর কোন প্রশ্ন করেনি।

অব্রাহাম যজ্ঞবেদী তৈরী করলেন, তার উপর কাঠ সাজালেন, তার ছেলেকে বেঁধে সেই কাঠের উপর রাখলেন। তারপর তাকে বলি দেবার জন্য ছুরি নিলেন। আপনি কি এই দৃশ্য কল্পনা করতে পারেন? ছেলেটি শক্ত বাঁধনের যন্ত্রণা অনুভব করছে। একটু পরেই বলি দেওয়া পশুর মত তার রক্ত প্রবাহিত হবে। অব্রাহাম নীচে তার প্রিয় পুত্রের দিকে চেয়ে অন্তরে যাতনা অনুভব করছেন। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। ছুরি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকে।

"অব্রাহাম, অব্রাহাম!" আকাশ থেকে অব্রাহাম ডাক শুনতে পান, "তোমার ছেলের কোন ক্ষতি কোরো না। আমি জানি তাকে আমায় দিতেও তুমি অসম্মত নও।"

এরপর অব্রাহাম দেখলেন, জঙ্গলের মাঝে বলির জন্য উপযুক্ত একটা প্রাণী আঁটকে আছে। অব্রাহাম যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি, ঈশ্বর সত্যি সত্যিই বলির পশু যুগিয়ে দিলেন। অব্রাহাম তার ছেলেকে বাঁধন মুক্ত করে, সেই পশুটিকে যজ্ঞ বেদীর উপর রাখলেন এবং তার উপর

কাঠ রাখলেন। বলির রক্ত বেরিয়ে এল। এইভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সফল হল। অব্রাহাম ঐ স্থানের নাম রাখলেন **সদাপ্রভু যোগাবেন**, কারণ ঐস্থানে ঈশ্বর বলির পশু যুগিয়ে দিয়েছিলেন।

অব্রাহামের বিশ্বাস প্রমাণিত হওয়ার পরেও ঈশ্বর কেন ঐ বলি উৎসর্গের কাজ সম্পূর্ণ করতে চাইলেন? এটা খুবই পরিষ্কার যে, এই ঘটনাটি অব্রাহামের বিশ্বাস পরীক্ষার চেয়েও বেশী কিছু ছিল। একদিন যে ঈশ্বর মানব জাতিকে বিচার দণ্ডের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য এক সিদ্ধ বা নিখুঁত বলি যুগিয়ে দেবেন, এটা ছিল তারই এক সুন্দর ছবি। ঈশ্বর কিভাবে তাঁর দয়া প্রকাশ করেন ও তাঁর পরিকল্পনা কাজে লাগান, এখানে আমরা তাই দেখতে পাই।

আপনার করণীয়

১। শূন্য স্থান পূরণ করুন।

ক) যখন এক ....তখন অব্রাহাম বুঝলেন যে তিনি তার বিশ্বাসের পুরস্কার পেয়েছেন।

খ) ঈশ্বর কথা দিয়েছিলেন যে অব্রাহামের বংশ থেকে এক..... ...উৎপন্ন হবে।

গ) এরপর ঈশ্বর অব্রাহামকে তার..... ... .করতে বললেন।

ঘ) অব্রাহাম ঈশ্বরের .... পালন করলেন।

ঙ) ঈশ্বর .... যুগিয়ে দিলেন।

এই পাঠের শুরুতে আপনি এই কথাগুলি পেয়েছেন ঃ ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ক সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেন। এই কথা সত্য, কারণ ঈশ্বর বদলে যান নি। সবার সেরা সৃষ্টি মানুষের জন্য তিনি আগ্রহী। আর ঈশ্বরের সাথে অব্রাহামের যেরূপ সম্পর্ক ছিল, তিনি সব মানুষের সাথেই সেইরূপ সম্পর্ক করতে চান। অব্রাহাম 'দু'টি কারণে ঈশ্বরের বন্ধু হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১। কারণ ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট মানুষের যত্ন নেন এবং তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে চান।

২। কারণ অব্রাহাম পরিপূর্ণ বিশ্বাস, বাধ্যতা ও ভালবাসার সাথে ঈশ্বরের পথে চলবার প্রয়োজন বুঝতে পেরেছিলেন।

আপনার চারিপাশের অবস্থা দেখে আপনি হতাশ বোধ করতে পারেন। আপনি নিরাশ এবং ভয় বোধ করতে পারেন। প্রথমে ঈশ্বরের আহ্বান শুনে অব্রাহাম যেরূপ

বোধ করেছিলেন, আপনিও হয়ত সেইরূপ বোধ করতে পারেন। অব্রাহামের মত আপনিও ঈশ্বরের সৃষ্টিরই অংশ। ঈশ্বর আপনাকে এক নূতন বিশ্বাসের জীবনে নিয়ে যেতে চান। এই অবস্থায় আপনি দু'টি কাজ করতে পারেন। প্রথমতঃ আপনি সরল অন্তরে প্রার্থনা করতে পারেন। আপনি ঈশ্বরকে এইরূপ অনুরোধ করতে পারেন যেন, তিনি আপনার হৃদয় ও মনকে তাঁর সত্যে চালিত করেন। এছাড়া আপনি ঈশ্বরের মহান লোকদের জীবন শিক্ষা সম্পর্কে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেন। এই কোর্সের পরবর্তী পাঠ হল **যোষেফ-যিনি ভালবাসার সাথে কাজ করেছেন।** আপনার জীবনের জন্য কিভাবে পরিচালনা পেতে পারেন, এই পাঠ থেকে আপনি সে বিষয় আরও অনেক কিছু জানতে পারেন।

আপনার করণীয়

১০। এই প্রার্থনাটি পড়ুন এটাকে যদি আরও নিজের করে বলতে চান, তবে আবারও জোরে পড়ুন, তারপর নীচের খালি জায়গায় আপনার সই দিন।

প্রার্থনা

হে পরম দয়াময় ও সহানুভূতিপূর্ণ ঈশ্বর জগত ও জীবনের প্রভু। চিরযুগ তোমার নামের প্রশংসা হোক, কারণ তোমার নামেই আমি প্রার্থনার মধ্যদিয়ে বিনীত ভাবে তোমার সামনে আসি। অব্রাহামকে তুমি যেভাবে আহ্বান করেছিলে তেমনি দয়াকরে আমাকেও তোমার প্রতি বাধ্য জীবনে আহ্বান কর। আমি আমার জীবন তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি, তুমি আমার বন্ধু ও রক্ষাকর্তা হও, কারণ কিসে আমার মঙ্গল তুমিই তা ভাল জান। তোমার সাথে আমার সম্পর্ক যেন আরও গভীর হয়, সে জন্য সত্য ও জীবনের পথে আমাকে চালাও। এমন এক যাত্রাপথে আমাকে চালাও যা আমার জীবনের প্রতি তোমার যত্ন সম্বন্ধে আমাকে আরও সচেতন করে তুলবে।

আমেন।

.....

স্বাক্ষর

উত্তরমালা

৫। কারণ তারা প্রতিমাপূজা করত। পাপের মন্দ প্রভাবের জন্য। ঈশ্বরের প্রজাদের চালাবার জন্য।

১। খ) তিনি অব্রাহামকে বন্ধু বলে ডেকেছেন।

গ) তিনি তাদের সেবা চান।

ঘ) তিনি তাদের সাথে দায়িত্ব ও অধিকার ভাগা-ভাগী করেন।

৬। ক) আহ্বান।

খ) অব্রাহাম, অন্য লোকেরা।

গ) বিশ্বাস, কাজ।

২। তারা দুর্বল ছিল। মানুষের পাপাবস্থা।

৭। খ) অব্রাহাম এক অজানা দেশে গেলেন, কারণ ঈশ্বর তাকে সেইরূপ বলেছিলেন।

ঘ) নোহ একটি জাহাজ নির্মাণ করলেন।

ঙ) অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে, তার জন্য যা সবচেয়ে মঙ্গলজনক তাই ঈশ্বর তাকে দেবেন, সুতরাং তিনি লোটকে তার পছন্দ মত দেশ নিতে দিলেন।

৩। তারা উপাসনার প্রয়োজন বোধ করেছে, কিন্তু একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করেছেন।

৮। যে প্রার্থনাটি দেওয়া আছে সেটি বলুন।

৪। তিনি অব্রাহামকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি এক জন লোকের মাধ্যমে কাজ করতে ঠিক করেছিলেন।

৯। ক) পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল।

খ) মহান জাতি।

গ) ছেলেকে বলি উৎসর্গ।

ঘ) নির্দেশ।

ঙ) বলির মেষশাবক।

পরীক্ষা—২

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্টের** উত্তর লেখার বইটি নিন এবং এর ৪ নং পৃষ্ঠায় **বাছাই** এবং **সত্য-মিথ্যা** উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। দ্বিতীয় পাঠটি কি আপনি ভালভাবে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আপনি করতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জগতে কাজ করতে স্থির করেছিলেন ঃ—

ক) বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুনের মাধ্যমে।

খ) আত্মিক মধ্যস্থের মাধ্যমে।

গ) মানুষ বা লোকদের মাধ্যমে।

৭। আপনি যে ঈশ্বরকে ভাল করে জানবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা বোধ করেন, তা এমন এক ধরণের আহ্বান যা আপনার জন্য ঈশ্বরের যত্নই প্রকাশ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে অব্রাহামের মত আপনাকেও ঃ-

ক) ঘর-বাড়ী ও বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে এক নূতন দেশে যেতে হবে।

খ) যেখানে আছেন সেখানে থেকে আপনার লোকদের বংশ পরম্পরায় চলে আসা পথ বদল করার চেষ্টা করতে হবে।

গ) একমাত্র সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে, তাঁর কথাগুলি ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করতে হবে, এবং তাঁর প্রতি বাধ্য ও অনুগত হয়ে চলতে হবে।

৮। অব্রাহাম তাঁর বিশ্বাস দেখিয়েছেন।

ক) নিঃসঙ্গ যাযাবর জীবন গ্রহণ করবার দ্বারা।

খ) ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস ও তা পালন করবার দ্বারা।

১৮। ঈশ্বর চান অব্রাহামের বেলায় যেমন ছিল, তাঁর সাথে সব মানুষের সেইরূপ ..... থাকে।

১৯। নূতন বিশ্বাসের জীবন পাওয়ার জন্য আপনি যে দুটি কাজ করতে পারেন তা হল ঃ (১) আপনি সরল অন্তরে .... করতে পারেন এবং ঈশ্বরকে অনুরোধ করতে পারেন যেন, তিনি আপনাকে তাঁর সত্যে নিয়ে যান এবং (২) আপনি ঈশ্বরের মহান লোকদের .... সম্পর্কে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেন।

৩য় পাঠ

যোসেফ-ঈশ্বরের ভালবাসা দেখিয়েছেন

"চেয়ে দ্যাখো কে আসছে! এ আমাদের সেই মেজাজী ভাই। আবার নিশ্চয় বাবার কাছে গিয়ে নালিশ ক'রে আমাদের ঝামেলায় ফেলবে। আচ্ছা, আমরা তো ওকে মেরে ফেলতে পারি। এই জনশূণ্য মাঠে কেউ আমাদের দেখবে না। আমরা ওর সুন্দর শার্টটা ছিঁড়ে ফেলবো। তাতে সবাই ভাব্‌বে ও কোন বন্য পশুর কবলে প'ড়েছিল।"

যোষেফ যখন কাছে আসছিল, তখন দশ জন শক্ত সামর্থ লোক এইভাবে তাকে ধ্বংস করবার চক্রান্ত করছিল। মনে হয় কেউই তাদের এই মন্দ শক্তি ও খারাপ কাজের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারত না। এইরূপ অবস্থায় একজন লোক একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে এবং মন্দ শক্তিই তার উপর জয়লাভ করে।

কিন্তু এমন কোন শক্তি নেই যা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে। যোষেফের জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বর তাঁর যত্ন নিয়েছেন এবং তাঁর লোকদের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবার এক মহৎ পরিকল্পনায় তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ঈশ্বর আমাদের দেখাতে চেয়েছেন যে, এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতেও তিনি মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষ যুগিয়ে দেন। তিনি আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যেন, আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি এবং ভালবাসা ও বাধ্যতার সাথে তাঁর পথে চলি।

এখন আমরা দেখবো কিভাবে ঈশ্বর যোষেফকে রক্ষা করলেন এবং তার জীবনকে আমাদের কাছে একটি শিক্ষার বিষয় করলেন।

এই পাঠে আপনি যা পড়বেন ঃ—

ঈশ্বর একটি ছেলেকে রক্ষা করেন।
একজন দাস ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে।
একজন ভাই ঈশ্বরের ভালবাসা দেখায়।

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি ঃ

★ ঈশ্বরের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদাহরণ দিতে পারবেন।

★ দৈনন্দিন কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি প্রকাশ পায় তা বলতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস লাভ করবেন এবং আপনার জন্য তিনি যে বন্দোবস্ত করেছেন, তা গ্রহণ করতে পারবেন।

ঈশ্বর একটি ছেলেকে রক্ষা করেন ঃ

যাকোব অনেক দিক দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। তার খুব বড় মেষপাল ও গরুর পাল ছিল। তাছাড়া তার বংশ বৃদ্ধি ও সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য বারো জন ছেলে ছিল। বড় দশ জন ছেলে সারা প্যালেস্টাইনের সবুজ মাঠে ও জলাশয় গুলিতে ঘুরে ঘুরে পশুপাল চরাতো।

যোষেফ নামে ছোট ছেলেদের একজন তার বাবার খুব প্রিয় পাত্র ছিল। তার কাজ ছিল বাবা ও বড় ভাইদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করা। কখনও কখনও সে বড় ভাইদের কীর্তি-কলাপ তার বাবাকে বলে দিত। তারা স্বভাবতঃই এর ঘোর বিরোধী ছিল, আর এজন্য তারা তাকে খুবই অপছন্দ করতে শুরু করেছিল। এরপর সে যখন তার কয়েকটি অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বললো, তখন তাদের সেই অপছন্দ, ঘৃণার রূপ নিয়ে দেখা দিল।

ঈশ্বর যোষেফকে স্বপ্ন সম্পর্কে এক বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পরে আমরা দেখতে পাব যে, তার নিজের স্বপ্নেরও একটা সুস্পষ্ট অর্থ ছিল। ঈশ্বর আরও অনেক স্বপ্নের অর্থ তার কাছে প্রকাশ করেছেন।

যোষেফ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি ভাইদের সাথে জমিতে শস্যের আঁটি বাঁধছেন। যোষেফের আঁটি উঠে দাঁড়াল এবং তার ভাইদের আঁটিগুলি প্রণিপাত করবার ভঙ্গিতে যোষেফের আঁটির সামনে ঝুঁকে পড়ল। এরপর তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, সূর্য্য, চাঁদ এবং এগারটি তারা তাকে প্রণাম করল। তিনি এই স্বপ্নের কথা তার বাড়ীর লোকদের বললেন।

"এ সব কি?' তার ভাইয়েরা রেগে চিৎকার করে উঠল, "ও কি বলতে চায়, আমরা ওকে প্রণিপাত করব? যোষেফ নিজেকে আমাদের চেয়ে বড় মনে করে, আর বাবা তাকে আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়পাত্র মনে করেন। তারা তাকে হিংসা ও ঘৃণা করতে শুরু করলো। আর শেষে তারা তাকে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করলো।"

এই কাহিনীতে আমরা মানব জাতির এক বিরাট দুর্বলতা দেখতে পাই, যা প্রথমে এই জগতে পাপ এনেছিল। যোষেফ এমনভাবে তার স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন, যা তার মনের অহংকারই প্রকাশ করেছিল। তার বড় ভাইদের মনেও অহংকার ছিল। এক ছোট ভাইয়ের সামনে নত

হয়ে প্রণিপাত করবার চিন্তাটি তারা সহ্য করতে পারেনি। তাদের এই অহংকারই হিংসা ও ঘৃণার রূপ নিয়ে শেষে তাদের মনে হত্যা করবার চিন্তা দিয়েছিল।

যোষেফ ও তার ভাইয়েরা আমাদের মতই মানুষ ছিল। তাদের কাজ-কর্ম এটাই দেখায় যে, মানুষের অন্তরেই পাপাবস্থা বিরাজ করছে ; লোকেরা যখন ঈশ্বরের পরিচালনা ছাড়া নিজেরাই কাজ করে তখনই তারা সমস্যার মধ্যে পড়ে।

আপনার করণীয়

দু'একটি কথা বসিয়ে নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১। যোষেফের মধ্যে যে মানব সুলভ দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে তা হল .. .. ।

২। যোষেফের ভাইদের মধ্যে যে মানব সুলভ দুর্বলতাগুলি প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলি হল ... .

৩। মানব সুলভ সমস্ত দুর্বলতা আসে মানুষের ... ... থেকে।

৪। মানুষ যখন ..... তখন তারা সব সময় দুঃখ কষ্ট ও সমস্যার মধ্যে পড়ে।

বরাবরই ঈশ্বর দয়া ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তিনি যাকোবের পরিবারের যত্ন নিয়েছেন। যে দশ ভাই পাপ কাজের পরিকল্পনা করেছিল, তাদের প্রতিও তিনি দয়া করেছেন এবং নরহত্যা করা থেকে তাদের রক্ষা করেছেন। যোষেফের প্রতি তিনি দয়া করেছেন এবং তার জীবন রক্ষা করেছেন। যাকোবের পরিবারের প্রতিও তিনি দয়া করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য একটা উপায় করে দিয়েছেন।

ঈশ্বর লোকদের প্রতি দয়া করেন ঠিকই, কিন্তু ভাববাদীদের জীবন থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি অবশ্যই মন্দের বিচার করবেন। তিনি মানুষকে পাপ এবং এর পরিণতির কথা অবশ্যই জানাবেন। যোষেফের কাহিনীতে আমরা এই সত্যেরই বর্ণনা পাই। পাপ মানুষকে কষ্টে ফেলেছে, কিন্তু ঈশ্বর উদ্ধারের বন্দোবস্ত করেছেন।

যোষেফের মধ্যে অহংকার প্রকাশ পেলেও তিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর সেবা করতেন। ঈশ্বর শাস্তি দেবার জন্য নয়, কিন্তু নিজের আরও কাছে আনবার জন্যই তাকে কষ্ট ভোগ করতে দিয়েছেন। তাছাড়া তার উপর যে দায়িত্ব আসবে, সেজন্য ঈশ্বর তাকে

শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান করে তুলতে চেয়েছেন। ভাইয়েরা তাকে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করেছে, তা না জেনে, যোষেফ তাদের কাছে মাঠে গিয়েছিলেন।

ভাইদের একজন বললো, "আমরা ওকে হত্যা না করে ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দেই।" তারা যোষেফের জামা ছিঁড়ে তাতে রক্ত মাখাবে বলে ঠিক করলো, যাতে যাকোব বিশ্বাস করেন যে, একটা নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। তারপর তারা শূন্য কূপের মধ্যে তাকে ফেলে দিল।

ঐ পথ দিয়ে একদল ব্যবসায়ী যাচ্ছিল। একজন বললো, "আমরা দাস হিসাবে ওকে বিক্রি করে দিলেই তো বেশ হয়। তাতে সে আমাদের জীবন থেকে মুছে যাবে, আর আমরাও একটুখানি লাভের মুখ দেখতে পাব।" সুতরাং তারা তাকে কূপ থেকে তুলে অতি সামান্য টাকার বিনিময়ে, বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিল। বণিকরা তাকে মিশর দেশে নিয়ে গেল।

কিন্তু যোষেফ একাই মিশর দেশে যাননি। ঈশ্বর তার সঙ্গে থেকে তার যত্ন নিয়েছেন ও তাকে পরিচালনা দিয়েছেন। তার জীবন কতগুলি ভাগ্য বলে কিছুর দ্বারা চালিত হতে পারে না। ঈশ্বরের যত্ন ও ভালবাসাকে যোষেফ, আপন সন্তানের জন্য একজন বাবার যত্ন ও ভালবাসার মতই তিনি জানতেন। অন্য লোকেরা তার

সাথে দাসের মত ব্যবহার করলেও তিনি ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুভব করেছেন। ঈশ্বর তাকে ভুলে যাবেন না। ঈশ্বর বিশেষ এক উদ্দেশ্যে তার জীবন রক্ষা করেছেন। তাঁর ইচ্ছা সাধনের জন্য বিভিন্ন ঘটনা পরিস্থিতির মাধ্যমে তিনি তা করেছেন। যোষেফ জানতেন যে, তার জীবনের সব অবস্থায়ই তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান ও সহানুভূতির উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

আপনার করণীয়

৫। সঠিক উত্তরগুলির পাশে দাগ দিন। যোষেফকে রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বর নীচের কোন্ কোন্ মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন ?

ক) একজন সহানুভূতিশীল ভাই।

খ) সাহায্যের জন্য যোষেফের আকুতি।

গ) লাভের ইচ্ছা।

ঘ) একটা শূন্য কূপ।

ঙ) একদল বণিক।

একজন দাস ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে ঃ

যোষেফের জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে এল। যে ছিল অতি আদরের সন্তান, তাকে এখন সামান্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হল। তার বয়স কম ছিল এবং অভিজ্ঞতা বলতে কিছুই ছিল না। তাই একজন দাসের পূর্ণ মূল্য ও তার ছিল না। এখন তার দেখা স্বপ্ন অনেক দূরে চলে গেল। সম্মানের বদলে তাকে পেতে হল একজন চাকরের অবহেলা। এতে তিনি একেবারেই হতাশ হয়ে পড়তে পারতেন। তিনি রাগ করে এর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা করতে পারতেন।

কিন্তু তার জীবন কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই যে, তার অহংকার মাটিতে মিশে গেলেও তিনি কোন প্রকার হতাশা বা নিরাশা প্রকাশ করেন নি। তিনি তার ভাইদের প্রতিও কোন প্রকার রাগ দেখান নি। তিনি ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন তোলেন নি। মনে হয় অন্তরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অনেক সময় মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝা কঠিন হয়। অনেক সময় ঈশ্বর নানা দুঃখ জনক ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য আশীর্বাদ আনেন।

প্রথমে সব কিছুই ভালভাবে চলছিল। মিশরের এক ধনী রাজ-কর্মচারীর কাছে তাকে বিক্রি করা হয়েছিল। তিনি হাসি-খুশী মনেই সব কাজ সুন্দর ভাবে করেছেন।

ঐ রাজ কর্মচারী যোষেফের যোগ্যতার কথা বুঝতে পেরে, তাকে তার ব্যবসা দেখাশুনা করবার কাজে নিয়োগ করলেন। ঈশ্বর তার কাজে আশীর্বাদ করলেন, তার ফলে তার প্রভু অনেক ধন সম্পত্তির মালিক হলেন।

এরপর তিনি হঠাৎ করেই তার চরিত্র সম্বন্ধে এক সত্যিকার পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন। তার প্রভুর স্ত্রী তাকে পাপ কাজে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল। সে খুব সাহসের সাথে ও খারাপ অংগ-ভঙ্গির সাহায্যে তাকে বলল, "এসো, আমায় গ্রহণ কর। আমার বিছানায় এসো।"

যোষেফ তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়া-তাড়ি বলে উঠলো, "না। তা কেবল মাত্র আপনার স্বামীর বিরুদ্ধেই অন্যায় হবে না, বরং ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও পাপ করা হবে।" এইরূপ এক বিরাট পরীক্ষার মুহূর্তে যোষেফ ঈশ্বরের কাছেই আশ্রয় খুঁজেছেন। কারণ তিনি জানতেন যে, অন্যায়কারীরা জীবনে কখনও উন্নতি করতে পারে না। যোষেফ ধার্মিক লোক ছিলেন। রাজ কর্মচারীর স্ত্রী কিন্তু যে কোন পথেই যোষেফকে পেতে চেয়েছিল। আর একবার সুযোগ পেয়ে, সে যোষেফের গায়ের উপর পড়ে, তার কাপড় খাম্‌চে ধরল এবং তাকে তার দেহ দেওয়ার ইংগিত করলো। যোষেফ তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। সে যোষেফের জামা এমন

জোরে টেনে ধরলো, যার ফলে সেটা ছিঁড়ে ঐ রাজ কর্মচারীর স্ত্রীর হাতে চলে গেল। যোষেফ তার ধার্মিকতা বজায় রাখলেন।

স্ত্রীলোকটি তখন রাগে চিৎকার করে যোষেফকে দোষ দিতে লাগল। সে তার স্বামীকে যোষেফের জামা দেখিয়ে বলল, "লোকটা আমাকে বলাৎকার করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি চিৎকার করে উঠলে, তার জামা আমার কাছে ফেলে রেখে সে পালিয়ে গেল।

আপনার করণীয়

৬। শূন্য স্থান পূরণ করুন।

যোষেফ নিম্ন লিখিত পথে ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস ও ভক্তি দেখিয়েছেন।

ক) আগে যদিও তার মনে অহংকার ছিল, কিন্তু এখন তিনি ..... মনোভাব দেখিয়েছেন।

খ) তার ভাইয়েরা তার প্রতি নিষ্ঠুর হলেও তিনি ..... নিতে চান নি।

গ) তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও সেজন্য ..... করেন নি।

ঘ) এক বিরাট প্রলোভনের মুখে পড়লে তিনি ..... করতে রাজী হন নি।

সম্পূর্ণ নির্দোষ হলেও যোষেফকে কারাগারে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি কোন অভিযোগ করেন নি বা ঈশ্বরকে সন্দেহ করেন নি। অন্তরে তিনি অনুভব করেছেন যে, এই ঘটনাগুলির মধ্যেও ঈশ্বরের কোন এক উদ্দেশ্য আছে। তিনি এমন কোন ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেন নি, যার উপর ঈশ্বরের ক্ষমতা নাই। তিনি আসলে বিশ্বাসে ঈশ্বরের কাছেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, ঈশ্বর তার জন্য চিন্তা করেন, আর তিনি তাকে এমন পথে চালাবেন যা হবে তার জন্য মঙ্গলজনক।

যোষেফ রাজ কর্মচারীর বাড়ীতে যেরূপ তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন, কারাগারেও তিনি সেইরূপ ধারণা সৃষ্টি করলেন। সবাই বুঝল যে, তিনি একমাত্র সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাসী একজন যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

ঘটনাক্রমে রাজার প্রধান খান্‌সামা ও প্রধান মোদক ঐ একই কারাগারে কারারুদ্ধ হয়েছিল। এক রাতে তারা দু'জনেই দু'রকম স্বপ্ন দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লো।

খানসামা বললো, 'কেউ যদি আমাদের এই স্বপ্নগুলির অর্থ বলে দিতে পারতো।"

যোষেফ বললেন, "ঈশ্বরই অর্থ বলবার শক্তি দেন। আপনাদের স্বপ্ন আমাকে বলুন, ঈশ্বর হয়তো সেগুলির অর্থ আমার কাছে প্রকাশ করবেন।"

খান্‌সামা বললো, "আমি স্বপ্নে দেখি পাকা পাকা আঙ্গুর ফলে ভরা তিনটা আঙ্গুর লতা। আমি সেই ফলের রস বের করে রাজাকে দিলাম।"

মোদক বললো, "আমার স্বপ্নে আমি মাথায় করে তিনটা ডালা বয়ে নিচ্ছিলাম। পথে পাখীরা এসে উপরের ডালার সব খাবার খেয়ে ফেললো।"

যোষেফ ব্যাখ্যা করে বললেন যে, তিনটা লতা আর তিনটা ডালা হচ্ছে, তিন দিনের সময়ের কথা। তিন দিনের মধ্যে খান্‌সামাকে আবার রাজার কাজে বহাল করা হবে, কিন্তু ঐ তিন দিনের মধ্যে মোদককে ফাঁসি দেওয়া হবে।

যোষেফ খান্‌সামাকে বললেন, "আপনি আবার যখন রাজার কাজে বহাল হবেন, তখন দয়া করে আমায় মনে করবেন। মিথ্যা অভিযোগে আমাকে এখানে রাখা হয়েছে। আমি রাজার কাছে সব বলতে চাই। দয়া করে আমার কথা তাকে বলবেন।"

যোষেফ স্বপ্নের যেরূপ অর্থ বলেছিলেন, ঠিক সেই মতই তিন দিনের দিন মোদকের ফাঁসি হল এবং খান্‌-সামাকে আগের মত রাজার কাজে বহাল করা হলো।

যোষেফের প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া। তিনি ঈশ্বরের পথই বেছে নিয়েছেন এবং বাধ্যভাবে তা অনুসরণও করেছেন।

আবারও একটা স্বপ্নই যোষেফের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল। এবারের এই স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বয়ং মিশরের রাজা। তিনি স্বপ্নে নদী থেকে সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গরু উঠে আসতে দেখলেন। তারপর তিনি দেখলেন যে, আরও সাতটি রোগা ও কদাকার গরু নদী থেকে উঠে এল এবং হৃষ্ট-পুষ্ট গরুগুলিকে খেয়ে ফেললো।

স্বপ্নে রাজা আরও দেখলেন যে, এক বোঁটায় সাতটা মোটা-তাজা ও পূর্ণ শীষ উঠলো। পরে রোগা কদাকার আরও সাতটা শীষ উঠে, ঐ মোটা ও পূর্ণ শীষগুলো খেয়ে ফেললো।

এই স্বপ্ন নিয়ে রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এগুলি তিনি কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। এর যে একটা বিশেষ অর্থ আছে, সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিলনা। স্বপ্নের অর্থ বলে দেবার জন্য তিনি দেশের সব যাদুকর এবং পণ্ডিত লোকদের ডাকলেন, কিন্তু তারা কেউই অর্থ বলতে পারল না। অবশেষে সেই প্রধান খান্‌সামার যোষেফের কথা মনে পড়লো। রাজা চেঁচিয়ে বললেন, "তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। স্বপ্নের অর্থ-আমাকে জানতেই হবে।"

জেলখানা থেকে যোষেফকে আনা হল। তিনি রাজাকে বললেন যে, তিনি যাদুবিদ্যা জানেন না। যোষেফ বললেন, "আমি এর অর্থ বলতে পারিনা, কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই তা পারেন।"

ঈশ্বর যোষেফের কাছে স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করলেন এবং যোষেফ রাজাকে তা বুঝিয়ে বললেন।

"সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গাভী এবং সাতটি পূর্ণ শীষ হচ্ছে সাতটি ভাল বৎসর। এই সাত বছর দেশে প্রচুর খাদ্য থাকবে। প্রতি বছর প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী শস্য উৎপন্ন হবে। রোগা ও কদাকার গাভী এবং শীষগুলি হচ্ছে, সাতটি খারাপ বছর। ঐ সময় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হবে, সারা দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেবে।"

ঈশ্বর যোষেফকে কেবল মাত্র স্বপ্নের অর্থই বলে দেন নি, এমনকি রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার মত জ্ঞানও দিয়েছিলেন। যোষেফ বললেন, "এখন আপনার প্রয়োজন একজন সুযোগ্য অধ্যক্ষের। ভাল বছর গুলিতে উৎপন্ন অতিরিক্ত শস্য সংগ্রহ ও রক্ষা করবার ভার তার হাতে দিন। তাতে দুর্ভিক্ষের বছর গুলিতে সারা মিশর দেশে প্রত্যেকটি লোকের জন্য যথেষ্ট খাদ্য মজুত থাকবে।

রাজা সন্তুষ্ট হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, যোষেফ ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত। তিনি বললেন, "তুমি স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকেই জ্ঞান লাভ করেছ। সুতরাং তোমার মত জ্ঞানবান লোক আর কেউ নাই।" অতএব

তিনি তাকে সারা দেশের উপর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে, দুর্ভিক্ষের বছর গুলির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ভার, তার উপর দিলেন। এখন একেবারে রাজার পরেই তার স্থান হল। একজন দাস হিসাবে যোষেফ বিশ্বস্ত ও বাধ্য হয়ে চলেছেন। এখন অনেক ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে ঈশ্বর তাকে তার চরিত্র প্রমাণ করবার একটি সুযোগ দিবেন।

আপনার করণীয়

৮। নীচের বাক্যগুলি পড়ুন। যে বাক্য **সত্য** সেটির পাশে টিক্ চিহ্ন দিন। যেটি **মিথ্যা** সেটি অন্য একটা কাগজে ঠিক করে লিখুন।

ক) যোষেফকে তার জীবনের অনেকগুলো বছর জেলখানায় নষ্ট করতে হয়েছে।

খ) ঈশ্বর যোষেফের অভিজ্ঞতা গুলিকে কেবল তার ব্যক্তিগত উপকারের জন্যই ব্যবহার করেছেন।

গ) যোষেফ জ্ঞানী লোক ছিলেন বলে তিনি স্বপ্নের অর্থ বলতে পারতেন।

ঘ) যোষেফের জীবন এটাই দেখায় যে, ঈশ্বর লোকদের জন্য চিন্তা করেন।

ঙ) যোষেফের জীবন দেখায় যে, আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে।

ঈশ্বরই সব ঘটনা পরিচালনা করছিলেন বলেই, এগুলি সম্ভব হয়েছিল। যে যোষেফ একদিন বিদেশী এবং হাজতে থাকা একজন দাস ছিলেন। তিনিই এখন একজন শাসন কর্তা হলেন।

এই ভাবে সম্মান ও ক্ষমতা পেলে অনেক লোক অহংকারী এবং প্রতিহিংসাকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু যোষেফ অবনত মস্তকেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অন্যদের প্রতি ভালবাসা দেখানোর দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি তার বাধ্যতা প্রকাশ করেছেন।

সাতটি ভাল বছর কেটে গেল। প্রচুর শস্য উৎপন্ন হওয়ার ফলে, মিশরের শস্য গোলাগুলি কানায় কানায় ভরে উঠল। এরপর দুর্ভিক্ষ এল। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ যোষেফের দ্বারা পরিচালিত শস্য ভাণ্ডার থেকে খাদ্য-শস্য কিনবার জন্য আসতে লাগল। একদিন তিনি দেখলেন, শস্য কিনবার জন্য আগত লোকদের মধ্যে তার দশজন ভাইও রয়েছে।

আপনি হলে কি করতেন? যারা আপনাকে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করেছিল, একটা কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, এবং দাসরূপে বিক্রি করেছিল, তাদের প্রতি আপনি কিরূপ ব্যবহার করতেন? আপনি কি তাদের শাস্তি দিতে চাইতেন? প্রতিশোধ নিতেন?

যোষেফ এই প্রকার চিন্তাকে মনেই স্থান দেননি। তার জীবন ছিল ঈশ্বরেরই হাতে।

তার অন্তরে ঈশ্বরের সহানুভূতি কাজ করছিল। অহংকার ও প্রতিশোধ নেবার চিন্তা তার মনে স্থান পায়নি।

ভাইয়েরা যোষেফকে চিনতে পারেনি। তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট জনকে চুরির দোষে দোষী করে তাদের পরীক্ষা করতে স্থির করলেন। তারা সবাই তাদের ভাইকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল এবং তার অপরাধের শাস্তি নিতে রাজি হল।

এতে যোষেফ বুঝতে পারলেন যে, তারা তাদের আগের পাপ থেকে মন ফিরিয়েছে এবং তাদের পথ পরিবর্তন করেছে। তখন তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "আমি যোষেফ, ঈশ্বর অনেক আগেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন যেন এক মহৎ উদ্ধারের দ্বারা তোমাদের জীবন রক্ষা পায়। এখন তোমরা ফিরে যাও! সমস্ত পরিবার নিয়ে এই দেশে চলে এস। আমি আমার বাবাকে সমাদর করতে চাই এবং তাকে প্রতিপালন করে একজন সন্তানের কর্তব্য করতে চাই।"

সুতরাং যোষেফ সমস্ত পরিবারকে মিশর দেশে আনবার বন্দোবস্ত করলেন ও তাদের বসবাসের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করলেন। তারা যাতে সম্মান জনক পদ ও ভাল জায়গা জমি পায়, সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখলেন। তারা যোষেফের প্রতি কৃতজ্ঞ হল ও তাকে প্রণাম করল।

যোষেফের স্বপ্ন সত্য হল। কিন্তু এখন তার পরিবারের এই অপমানে তিনি গর্ববোধ করেন নি। তিনি তাদের চাউনিকে একজন কড়া শাসন কর্তার মত গ্রহণ করেন নি। তিনি জানতেন তাঁর লোকদের রক্ষা করবার জন্যই ঈশ্বর সব কিছু আগে থেকে পরিকল্পনা করেছিলেন। যোষেফ ছিলেন একজন প্রেমময় ভাই ও ছেলে। ঈশ্বর কিভাবে অসহায় লোকদের উদ্ধার করেন, যারা তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি কিভাবে সব রকম অবস্থায় তাদের প্রয়োজন মেটান এবং তাঁর বিপথগামী সন্তানরা যখন তাঁর নামে ডাকে, তখন তিনি যে তাদের ক্ষমা করেন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ঈশ্বর তার জীবন ব্যবহার করছেন, একথা যোষেফ জানতেন।

আপনার করণীয়

১। আমরা যখন কোন ভাববাদীর জীবন কাহিনী পড়ি তখন আমরা এমন কতগুলি নীতি শিক্ষা পাই, যেগুলি আমরা নিজেদের জীবনে ব্যবহার করতে পারি। এখানে দুটি নীতি লিখে দেওয়া হয়েছে। আপনার নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অন্য নীতিগুলি লিখতে চেষ্টা করুন।

ক) ঈশ্বর আমার যত্ন নেন।

খ) আমি যদি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি তবে তিনি আমায় পথ দেখাবেন।

গ) .....

ঘ) .....

ঙ) .....

প্রার্থনা

হে ঈশ্বর প্রভু, যোষেফের রক্ষাকর্তা বন্ধু, তুমি সব কিছুই জান, তুমি সব জ্ঞানীদের জ্ঞানী। আমাকে সব রকম অবস্থায় ও অসুবিধায় তোমাতে আশ্রয় নিতে শিখাও। ব্যক্তিগত চরিত্রের যে গুণগুলি তুমি সবচেয়ে ভালবাস সেগুলি দেখাতে আমায় সর্বদা সাহায্য কর। এই পৃথিবীতে চলার পথের অভিজ্ঞতা গুলি সম্বন্ধে আমি যেন কোন সন্দেহ না করি, বরং তোমার নিখুঁত জ্ঞানের কাছে যেন আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিতে শিখি। কারণ তুমি, কেবল তুমিই আমার জীবনের প্রভু। তুমি যোষেফকে যেমন সাহায্য করেছ, তেমনি আমাকেও দয়া করে সাহায্য কর যেন, আমার কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে সর্বদা বাধ্যতা, নম্রতা এবং আমার চারপাশের লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

আমেন।

উত্তরমালা

৫। ক) একজন সহানুভূতিশীল ভাই।

গ) লাভের ইচ্ছা।

ঘ) একটা শূন্য কূপ।

ঙ) একদল বণিক।

১। অহংকার।

৬। ক) নম্র।

খ) প্রতিশোধ।

গ) ঈশ্বরকে সন্দেহ।

ঘ) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ।

২। অহংকার, হিংসা এবং ঘৃণা।

৭। ক) অভিজ্ঞতার, আশীর্বাদ।

খ) শয়তানের, প্রতিরোধ।

গ) অবস্থায়, বিশ্বস্ত।

ঘ) ভাগ্য (বা অদৃষ্ট), ঈশ্বরের।

৩। পাপ।

৮। ক) মিথ্যা। তার জেলখানায় থাকাকালীন সময় নষ্ট হয়নি।

খ) মিথ্যা। অন্যদের আশীর্বাদ ও শিক্ষা দেওয়ার জন্যও তার অভিজ্ঞতাগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল।

গ) মিথ্যা। ঈশ্বরই স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করেন।

ঘ) সত্য।

ঙ) সত্য।

৪। ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে নিজের খুশীমত কাজ করে।

৯। আপনার নিজের উত্তর।

পরীক্ষা—৩

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর বইটি** নিন এবং এর ৫ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। তৃতীয় পাঠটি কি আপনি ভালভাবে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আপনি করতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। যোষেফের অহংকার এবং তার ভাইদের হিংসা এটাই দেখায় যে ঃ—

ক) মানুষের পাপের উপর জয়লাভ করবার কোন পথ নাই।

খ) মানুষ মন্দতার অসহায় শিকার।

গ) মানুষের অন্তরেই পাপাবস্থা বিরাজ করছে।

৭। যোষেফ তার অতীত জীবন এবং জেলখানায় বন্দি হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা পরিস্থিতির কথা ভেবে বুঝতে পারলেন যে ঃ—

ক) ঈশ্বর এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তার জীবন রক্ষা করেছেন।

খ) তিনি অদৃষ্টের শিকার।

গ) কারও ভবিষ্যৎ উন্নতির স্বপ্ন খুব কমই সত্য হয়।

৮। যোষেফের কাহিনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা মানে ঃ—

ক) সব আশা আকাংখা ত্যাগ করে, ভাগ্যে লেখা আছে বলে মেনে নেওয়া।

খ) আবার উন্নতির আশা ত্যাগ করে নিজেদের ঘটনা ও অবস্থার হাতে সঁপে দেওয়া।

গ) আমাদের জীবনের জন্য তিনি যে বন্দোবস্ত করেছেন, তা পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া।

৯। যোষেফের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে ঃ—

ক) জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে অনেকগুলো মূল্যবান বছর নষ্ট হয়।

খ) পরীক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র পরীক্ষিত ব্যক্তিই উপকার পায়।

গ) ঈশ্বর অনেক সময় একজনের মধ্য দিয়ে কাজ করে অনেক লোককে আশীর্বাদ করেন।

১০। যোষেফ তার পদ গৌরবে অহংকারী হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতে পারতেন যদি না ঃ—

ক) তার মধ্যে কঠোর আত্ম-সংযম থাকত।

খ) ঈশ্বরের সহানুভূতি তার অন্তরে কাজ করত।

গ) তার মধ্যে কর্তব্য বোধ থাকত, যা তাকে এই প্রকার ভাবার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

সত্য-মিথ্যা

১১। ঈশ্বর যোষেফকে কষ্ট ভোগ করতে দিয়েছেন যেন, তাকে নিজের আরও কাছে আনতে পারেন এবং ভবিষ্যত কাজের জন্য তাকে প্রস্তুত করে তুলতে পারেন।

১২। যোষেফের জীবনের ঘটনাগুলি আলোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, তিনি ছিলেন ভাগ্য বা অদৃষ্টের শিকার।

১৩। যোষেফের জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের সামনে যখন প্রলোভন আসে, তখন একে প্রতিরোধ বা এর উপর জয়লাভের জন্য আমরা প্রায় কিছুই করতে পারিনা।

১৪। ঈশ্বর যোষেফের অভিজ্ঞতা গুলিকে অনেক লোকের উপকারের জন্য ব্যবহার করেছেন।

শূন্য স্থান পূরণ

১৫। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যোষেফের জীবনের.....পরিচালনা করেছেন, আর তা থেকে আমরা তাঁর লোকদের জন্য ঈশ্বরের যত্ন ও চিন্তাই দেখতে পাই।

১৬। মিশরের একজন ধনী রাজ কর্মচারীর বাড়ীর কাজে যোষেফের বাধ্যতার মনোভাব থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তার অহংকারের বদলে নম্রতা এসেছে আর তা এটাই প্রকাশ করে যে তিনি বিনা প্রশ্নে ঈশ্বরের .... মেনে নিয়েছেন।

১৭। তার ভাইয়েরা যদিও তাকে ঘৃণা করেছে, কিন্তু যোষেফ ..... নিতে চান নি।

১৮। রাজ কর্মচারীর বাড়ীতে এবং জেলখানায় যোষেফের যে মনোভাব ও পরিশ্রমী স্বভাব দেখা গেছে, তা ঈশ্বরের প্রতি তার ..... এবং ..... দেখিয়েছে।

১৯। ঈশ্বর অনেক সময় কষ্টকর ..... মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদের জন্য আশীর্বাদ আনেন।

৪র্থ পাঠ

মোশি-ঈশ্বরের বাক্য লাভ করেছিলেন

ঈশ্বর কি আপনার সাথে কথা বলেন ?

হ্যাঁ। যারা তাঁকে কথা বলবার সুযোগ দেয়, ঈশ্বর তাদের সবাইর সঙ্গেই কথা বলেন।

অবশ্য এখানে "কথা বলা" মানে "যোগাযোগ করা" বা "কাছে আসা।" এই কথা বলা বেশ কয়েক ধরণের হতে পারে। ঈশ্বর স্বপ্নের মাধ্যমে যোষেফের সঙ্গে কথা

বলেছিলেন তা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি। এর মানে ঈশ্বর নিজেকে ও তাঁর ইচ্ছাকে এই পথে যোষেফের কাছে প্রকাশ করেছেন।

আমাদের মনে আছে, ঈশ্বর নোহকে জল-প্লাবনের কথা বলেছিলেন। তিনি একজন পথ দেখানোর শিক্ষকের মতই তার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং জাহাজ নির্মাণের জন্য খুঁটি-নাটি সব নির্দেশ দিয়েছেন। ঈশ্বর খুব ঘন ঘন অব্রাহামের সাথে কথা বলেছেন। এক নূতন জাতি শুরু করবার জন্য ঈশ্বর অব্রাহামকে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা ছিল খুবই স্পষ্ট। বলি দেওয়া থামিয়ে তার প্রিয় পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য ঈশ্বর যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা অব্রাহামের কাছে কতই না আনন্দ বয়ে এনেছিল।

ভিন্ন ভিন্ন লোকদের সংগে কথা বলে ঈশ্বর তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। তিনি যে আছেন সে সম্পর্কে তিনি তাদের সজাগ করে তুলেছেন। জানিয়েছেন যে, তিনি তাদের সঙ্গ চান। বিশেষ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য তিনি তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঈশ্বর কেবল বিশেষ বিশেষ লোকদের কাছেই নয়, কিন্তু সব জায়গার সব লোকদের কাছেই কথা বলতে চান। তিনি যে কেবল বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দিতে চান তা নয়, কিন্তু সারা

পৃথিবীতে সবার কাছেই তাঁর ইচ্ছা জানাতে চান। এই জন্য তিনি চান যেন তাঁর কথা লিখে রাখা হয়। আর তাঁর প্রজাদের মধ্যে তাঁর কাজ করবার সাধারণ নিয়ম মত তিনি একজন মানুষকে বেছে নেন।

এই পাঠে আমরা সকল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির একটি আলোচনা করব। আমরা মোশির জীবন ও কাজ আলোচনা করব। তিনিই সর্ব প্রথম ঈশ্বরের দেওয়া লিখিত বাক্য লাভ করেছিলেন।

এই পাঠে আপনি যা পড়বেন—

ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন কেন ?
বাক্য থেকে আমরা যে সত্য জানতে পারি।
আমরা বাক্যকে সম্মান করি ও তার বাধ্য হয়ে চলি।

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ বলতে পারবেন ঈশ্বর কেন মোশিকে আহ্বান করেছিলেন।

★ ব্যবস্থা বা আইন-পুস্তকের সত্যগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের বাক্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখবেন।

★ ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে ও তার বাধ্য হয়ে চলতে শিখবেন।

ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন কেন?

ঈশ্বরের প্রজারা আবারও কষ্টে পড়েছিল। মহা প্লাবনের সময় ঈশ্বর নোহকে আহ্বান করে তাদের রক্ষা করেছিলেন। অব্রাহামকে আহ্বান করবার মাধ্যমে তিনি তাদের প্রতিমা পূজার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। যোষেফকে আহ্বান করে তিনি তাদের দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এমন এক নিষ্ঠুর ও পাপাচারে পূর্ণ দেশে দাস প্রথার হাত থেকে তাদের মুক্ত করবার প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করলেন।

> লোকেরা দাসের কাজ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ও কান্নাকাটি করল, আর তাদের এই আর্তনাদ ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছিল। তিনি তাদের দিকে তাকালেন ও তাদের জন্য চিন্তিত হলেন। তিনি মোশিকে বললেন, "আমি আমার প্রজাদের কষ্ট দেখেছি। তাই তুমি যাও, আমি তোমায় পাঠাচ্ছি।"

মোশি একজন শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি তার মায়ের কাছে শুনেছিলেন যে, শিশু অবস্থায় ঈশ্বর তার জীবন রক্ষা করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের পথ জানতেন আর তিনি তাঁর বাধ্য ছিলেন। তবুও তিনি যখন ঈশ্বরের আহ্বান পেলেন, তখন তিনি বিনীত ভাবে বললেন, "আমি কে, যে তোমার প্রজাদের নেতা হব? লোকেরা হয়তো আমার কথা শুনবে না, তখন আমি

তাদের কি করে বুঝাবো যে, আমার প্রভু তুমিই আমাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছ? তারা যদি আমার সদাপ্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করে, তখন কি উত্তর দিব?"

ঈশ্বর মোশিকে অব্রাহামের ঈশ্বরের নামে তাদের কাছে যেতে বললেন। তার পর ঈশ্বর তাকে আশ্চর্য কাজ করবার ক্ষমতা দিলেন, যাতে তারা তাকে বিশ্বাস করে।

আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বরের স্বার্থে বিশেষ বিশেষ কাজ করবার জন্য অন্য লোকদেরও আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর মোশিকে যে ধরণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, এর আগে তিনি আর কাউকেই কখনও তেমন দায়িত্ব দেন নি।

তার কাজ ছিল সাথে থেকে চালিয়ে নেওয়া ও সান্তনা দেওয়া। তাকে পাঠানো হয়েছিল যেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা তাদের জানান এবং ঈশ্বরের সাথে উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাদের পথ নির্দেশ দেন। ঈশ্বর তিন পথে তাকে তার কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর **নাম**, তাঁর **ক্ষমতা** ও তাঁর **ব্যবস্থা** প্রকাশ করবার মাধ্যমে।

পবিত্র বাইবেলের **নাম** কথাটি কোন ব্যক্তির চরিত্র এবং তার ভিতরের স্বভাবের প্রতিই ইংগিত করে। তা ব্যক্তির প্রতি এবং উদ্দেশ্যের প্রতি ইংগিত করে। সদাপ্রভু তার জন্য মোশিকে **"আমি আছি"** এই নাম ব্যবহার করতে বলেন। এই নাম ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় স্বভাব

এবং বিশ্বস্ততার প্রতিই ইংগিত করে। মোশির সব কাজ এবং তিনি যে সব কথা লিখবেন, সব কিছুরই ভিত্তি হবে ঈশ্বরের চরিত্র।

ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে যে সব চিহ্নকার্য ও মহামারী পাঠিয়েছিলেন, তার মাধ্যমে ঈশ্বরের **'ক্ষমতা'** প্রকাশ পেয়েছে। এর আগে ঈশ্বর আশ্চর্য কাজ করবার জন্য কখনও মানুষকে ব্যবহার করেন নি। তিনি মোশিকে এই আশ্চর্য কাজগুলি করতে বলেছিলেন যাতে, তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের কাছে অব্রাহামের ঈশ্বর উপস্থিত হয়েছেন। ঈশ্বরের শক্তিতে মোশির লাঠি সাপে পরিণত হয়েছিল। তার হাতে কুষ্ঠ হয়েছিল এবং পরে আবার সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। জল মাটিতে ঢাললে রক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই ক্ষমতার চিহ্ন গুলির দ্বারা মোশির কাজ স্ব-প্রমানিত হয়েছে। পরে সীনয় পর্বতে ঈশ্বর তাঁর লিখিত বাক্য অনুমোদন করবার জন্য শারিরীক ভাবে তাঁর ক্ষমতা দেখিয়েছেন।

ঈশ্বর নিজেই মোশিকে তাঁর **'ব্যবস্থা'** দিয়েছিলেন। মোশির কাজ ছিল লোকদের ঈশ্বরের পথে চালিত করা। তাই তাদের কার্য-কলাপ পরিচালনার জন্য ঈশ্বর মোশিকে কতগুলি নিয়ম-কানুন দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থার প্রতি বাধ্য জীবন যাপন করলে তা তাদের জীবনে সাফল্য বয়ে আনবে এবং ঈশ্বর ও অন্য লোকদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে সাহায্য করবে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে,

মোশির কাজ এবং কথার ভিত্তি হচ্ছে ঈশ্বরের চরিত্র, আর তা আশ্চর্য চিহ্ন কার্যের দ্বারা স্ব-প্রমাণিত হয়েছে, এবং ঈশ্বরের দেওয়া ব্যবস্থার দ্বারা তা মানুষের মাঝে কার্যকারী করা হয়েছে।

আপনার করণীয়

১। উপযুক্ত কথা বসিয়ে নীচের শূন্য স্থান গুলি পূরণ করুন ঃ—

ক) ঈশ্বর তাঁর .... প্রকাশের মাধ্যমে মোশিকে তার কাজের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন।

খ) মোশিই প্রথম মানুষ যাকে ঈশ্বর তাঁর বাক্য..... ..... বলেছিলেন।

গ) মোশিই প্রথম মানুষ যার মাধ্যমে ঈশ্বর .. .. সাধন করেছিলেন।

ঈশ্বর যখন লোকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদেরকে তাঁর ইচ্ছা সাধন করতে ডাকেন, তখন এ জন্য তাঁর একাধিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আমরা দেখেছি যে, তাঁর প্রজারা কঠিন দাসত্ব জীবনে সাহায্যের জন্য

কান্নাকাটি করছিল বলে, ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন। তাই মোশিকে আহ্বান করবার একটা কারণ হল, অব্রাহামের লোকদের উদ্ধার করা। তাদের এমন একজন নেতার প্রয়োজন ছিল, যিনি ফরৌণের রাজ্য থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে তাদেরকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসরণ করতে সাহায্য করবেন।

তবে এও পরিষ্কার যে, ঈশ্বরের অন্য আরও কতগুলি কারণ ছিল। তিনি মোশিকে বলেছিলেন, যেন তিনি ফরৌণের কাছে গিয়ে ঈশ্বরের সেবা করবার জন্য তাঁর প্রজাদের মুক্তি দাবী করেন। রাজা তার হৃদয় কঠিন করবে এবং লোকদের ছেড়ে দিতে চাইবে না। তখন মোশি ঈশ্বরের দেওয়া চিহ্নগুলি ব্যবহার করবেন। ঈশ্বর ঘোষণা করলেন, "আমি ফরৌণের রাজ্যের উপরে আপন হাত বিস্তার করে, সেখান থেকে আমার প্রজাদের বের করে আনলে মিশরীয়রা জানবে যে, আমিই সদাপ্রভু।" এ হল মোশির আহ্বানের দ্বিতীয় কারণটির একটি দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর যে কেবল মাত্র অল্প কয়েকজন লোকের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করতে চান তা নয়, কিন্তু তিনি চান সব জায়গার সব লোকেরা তাঁকে জানবে।

মোশিকে আহ্বান করবার তৃতীয় এবং অত্যন্ত বিশেষ কারণ ছিল, ঈশ্বর তার কাছে তাঁর লিখিত ব্যবস্থা দেবেন। এর পর ঈশ্বর তাঁর চরিত্র, ক্ষমতা, এবং তার উপাসনা ও মানুষের কার্য-কলাপ সম্পর্কে যা কিছু প্রকাশ করেছেন, তা

লিখে রাখবার জন্য তিনি মোশিকে ব্যবহার করবেন। তা হবে মানুষকে পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া বাক্য।

এ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, তখন দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ তাঁর লোকদের জন্যই নয়, কিন্তু আজ আমাদের সবাইর জন্য চিন্তা করেই ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন। মোশির মাধ্যমে ঈশ্বরের দেওয়া যে বাক্য আমরা পেয়েছিলাম, তা ব্যবস্থা পুস্তক নামে পরিচিত। ঈশ্বর আশ্চর্যভাবে রক্ষা করেছেন বলে আমরা অবিকল ভাবে সেই ঈশ্বরের বাক্য পেয়েছি। এই লিখিত বাক্যের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলেন। ঈশ্বরের কথা শোনা অর্থাৎ তার এই খবর পাঠ করা এবং আমাদের নিজ নিজ জীবনে এর সত্য মেনে নেওয়া যেমন আমাদের একটা কর্তব্য তেমনি একটা বিশেষ অধিকারও।

আপনার করণীয়

২। যে বাক্যগুলি সত্য সেগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) অব্রাহামের বংশধরগণ এক পাপাচারে পূর্ণ দেশে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

খ) লোকেরা নিজেদের রক্ষা করতে পারত না বলে, ঈশ্বর তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

গ) লোকদের একত্র করে, তাদের নেতা হবার জন্য ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন।

ঘ) মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর তার ক্ষমতা দেখিয়েছেন।

ঙ) মোশির আহ্বান ছিল লিখিত বাক্যের মাধ্যমে মানুষের সাথে ঈশ্বরের কথা বলবার ব্যবস্থারই অংশ।

ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই সব কিছু ঘটেছিল। মোশি ফরৌণের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, "লোকদের যেতে দিন।" কিন্তু ফরৌণ রাজী না হলে, মোশি ঈশ্বরের দেওয়া আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। ফরৌণের অবাধ্যতার ফলে দেশের উপর ভয়ানক মহামারী আনতে হয়েছিল। ব্যাঙ, ডাঁশ মাছি ইত্যাদিতে ঘর ভরে গিয়েছিল। তাদের পশুপাল মারা গিয়েছিল। লোকেরা যন্ত্রণাদায়ক ঘা-এর দ্বারা কষ্ট পেয়েছিল, শিলাবৃষ্টি আর পঙ্গপাল তাদের শস্য নষ্ট করে দিয়েছিল, সারা দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল।

শেষে ঈশ্বর মোশিকে ডেকে বললেন, "আমি ফরৌণের উপর আর একটি আঘাত পাঠাবো। তারপর সে তোমাদের যেতে দেবে।" এই আঘাতটি ছিল দেশের সর্ব প্রথম

জাত পুত্র সন্তান মারা যাবে। ঈশ্বর মোশিকে বললেন যে, এই আঘাতটি লোকদের কাছে একটি শিক্ষা এবং চিহ্ন স্বরূপ হবে। এ থেকে তারা পাপের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ এবং যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে ও তাঁর বাধ্য হয়ে চলে, তাদেরকে তাঁর রক্ষা করবার ক্ষমতা জানতে পারবে।

ঈশ্বর মোশিকে বললেন, "তোমাদের প্রতিটি পরিবার একটি করে মেষ বধ কর, আর তার রক্ত দরজার কপাটে লাগিয়ে রাখ। আমি দেশের মধ্য দিয়ে গমন করব এবং সমস্ত প্রথম জাত পুত্র সন্তানকে আঘাত করব, সমস্ত মিথ্যা দেবতাদের শাস্তি দেব। তোমাদের ঘরের দরজায় রক্ত দেখলে, আমি সে ঘর বাদ দিয়ে যাব। তোমাদের উপর কোন আঘাত আসবে না।" আবারও আমরা মানব জীবনের বদলে পশু বলিকে স্থান নিতে দেখি। একটি মেষের বদলে যেমন অব্রাহামের ছেলের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল, তেমনি মেষের রক্তের দ্বারা ঈশ্বরের প্রজাদের মরণ-আঘাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এসবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আসলে কি বলতে চেয়েছেন? এই রহস্যের মধ্যে এমন কি সত্য রয়েছে? আমরা দেখতে পাব যে, অনেক বছর পরে ঈশ্বর যে এক সিদ্ধ-বলির বন্দোবস্ত করেছিলেন, এটা তারই প্রতি ইংগিত করেছে।

মোশি এবং লোকেরা ঈশ্বরের কথামতই সব বন্দোবস্ত করেছিল। ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন, তেমনি এক ভয়ানক মরণ-রাত্রি এসেছিল। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের রক্ষা

করেছিলেন, কারণ তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল এবং তাঁর বাধ্য হয়েছিল। ফরৌণ ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, "যত তাড়াতাড়ি পার এই দেশ থেকে চলে যাও। তোমাদের যা যা আছে, সব নিয়ে মিশর থেকে দূর হও।"

এই ভাবে ঈশ্বর তাঁর লোকদের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে এমন এক দেশে নিয়ে যাবার জন্য মোশিকে ব্যবহার করলেন, যেখানে গিয়ে তারা তাঁর বাক্য লাভ করতে এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী জীবন যাপন ও তাঁর উপাসনা করতে পারবে।

হাজার হাজার লোকের পশু সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে মিশর ছেড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি আমরা কল্পনা করতে পারি। এমন সময় ফরৌণ হঠাৎ তার মন বদলে ফেললো, এবং তাদের ধরে ফিরিয়ে আনবার জন্য একদল সৈন্য পাঠালো। সৈন্যদের দেখে তারা অবশ্যই ভীত হয়ে ঈশ্বরকে ডেকেছিল। আবারও তারা এক অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল।

তাদের পিছনে সৈন্যরা ধাওয়া করে আসছে আর সামনে রয়েছে বিশাল সমুদ্র। তাদের রক্ষার কোন পথই খোলা ছিল না।

ঈশ্বর মোশিকে সমুদ্রের উপর তার লাঠি বিস্তার করতে বললেন। তাতে সমুদ্রের জল দু'ভাগ হল। তাতে শক্ত মাটির উপর দিয়ে অব্রাহামের প্রজারা সমুদ্র পার হয়ে

গেল। কিন্তু তাদের পিছু ধাওয়া করে ফরৌণের সৈন্যরা যখন সমুদ্রের শুক্‌না মাটিতে নামলো, তখন ঈশ্বর আবার সমুদ্রের জল প্রবাহিত করলেন। তাতে তারা সবাই ডুবে মরলো।

অবশেষে ঈশ্বরের প্রজারা সত্যিকার ভাবে মুক্ত হল। মোশি লোকদের সংগঠিত করেছেন এবং যাত্রাপথে সর্বদা তাদের পথ নির্দেশ দিয়েছেন, দৈনিক প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছেন। তারা ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে গমন করে সীনয় প্রান্তরে গিয়ে তাম্বু ফেলেছিল।

ঈশ্বর পর্বত থেকে মোশিকে ডাকলেন, তিনি ঈশ্বরের কাছে গেলেন। তিনি সরাসরি ঈশ্বরের মুখ থেকে কথা শুনে লোকদের কাছে ঈশ্বরের খবর নিয়ে এলেন। ঈশ্বর ঘন মেঘ, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ ও তুরীধ্বনির সাহায্যে তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করেছিলেন।

ঈশ্বর তাঁর সেবা ও উপাসনা এবং লোকদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য পূর্ণ নির্দেশ মালা ও নিয়ম মোশিকে দিলেন। মোশি পর্বত থেকে সাক্ষ্য ফলক নামে পরিচিত দু'টি প্রস্তর ফলক নিলেন। ঐ পাথরের উভয় পাশেই ক্ষোদিত লেখা ছিল। আর ঐ লেখা ছিল স্বয়ং ঈশ্বরেরই।

ফরৌণের কবল থেকে উদ্ধার এবং পর্বতের উপর মোশির ঐ সাক্ষ্য ফলক লাভের কাহিনী থেকে আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনটি সত্য জানতে

পারি। প্রথমতঃ মেষশাবক বধ করে দরজার কপাটে তার রক্ত লেপে রাখা হচ্ছে, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের কাজ। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্র পার হওয়ার ঘটনা ঈশ্বরের উদ্ধার ক্ষমতা দেখায়। তৃতীয়তঃ সাক্ষ্য ফলক দুটি এই নিশ্চয়তা দেয় যে, যারা ঈশ্বরের বাধ্য তিনি তাদের সুনির্দিষ্ট পরিচালনা ও পথ নির্দেশ দেন।

আপনার করণীয়

৩। তালিকা থেকে উপযুক্ত কথাগুলি বেছে নিয়ে নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ করুন।

মানুষের বিশ্বাসের	আঘাতের
ঈশ্বরের দ্বারা লেখা	বলি উৎসর্গ
যুক্তি	ঈশ্বরের ক্ষমতার

ক) ফরৌণ অনেক ..... পরে লোকদের যেতে দিয়েছিল।

খ) দরজার কপাটে রক্ত লেপন করা ছিল ....কাজ।

গ) সমুদ্রের জল দু'ভাগ হয়ে যাওয়া ছিল ....প্রকাশ।

ঘ) সাক্ষ্য ফলক দু'টি ছিল .....।

ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা যে সত্য জানতে পারি ঃ

মোশি পর্বত থেকে নেমে এলে পর কি হয়েছিল, তা আমরা পরে দেখব। কিন্তু ঈশ্বর মোশিকে যে খবর দিয়েছিলেন, তার মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা প্রথমে চিন্তা করব। এই কোর্সে এই সত্যগুলি খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাই আমরা এখানে কেবল মাত্র প্রধান বিষয়গুলিই উল্লেখ করব। এ থেকে আপনি কতগুলি দরকারী প্রশ্নের উত্তর পাবেন। তাছাড়া তা আপনাকে পরে ব্যবস্থা ও বাইবেলের অন্যান্য বইগুলি ভালভাবে পড়তে সাহায্য করবে। এইভাবে পড়তে আপনার ভালই লাগবে আর তাতে আপনি উপকৃত হবেন। ব্যবস্থা পুস্তক, গীতসংহিতা এবং সুসমাচারগুলি যদি আপনার কাছে না থাকে, তবে যোগাড় করতে চেষ্টা করুন।

ব্যবস্থা পুস্তকে প্রকাশিত সত্য ঃ

১। আমরা যেন ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার আরাধনা না করি। ঈশ্বর এক। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।

আমরা যেন কোন সাধু, স্বর্গদূত, অথবা অন্য যে কোন লোকের আরাধনা না করি। আমরা যেন কোন রকম প্রতিমাপূজা না করি। ব্যবস্থা পুস্তকে স্পষ্ট

ভাবে বলা হয়েছে ঃ "তুমি নিজের জন্য খোদিত প্রতিমা তৈরী কোর না। উপরে স্বর্গে, নীচে পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচে জলের মধ্যে যা কিছু আছে, তাদের কোন মূর্তি তৈরী কোর না। তুমি তাদের কাছে প্রণিপাত কোর না এবং তাদের সেবা কোর না।"

কোন কিছু যখন আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের স্থান দখল করে নেয়, তখন আমরা আসলে এক ধরণের প্রতিমা গড়ে তুলি। আমরা যদি ঈশ্বরের চেয়ে টাকা-পয়সা, জমি-জমা, বা অন্য কোন সম্পত্তিকে বড় স্থান দেই, তবে সেগুলিও আমাদের কাছে প্রতিমার মত হয়ে পড়ে।

২। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সাথে নূতন করে নিয়ম স্থাপন করেছিলেন এবং কথা দিয়েছিলেন যে, তারা যতদিন বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করবে, ততদিন তিনি তাদের আশীর্বাদ করবেন।

৩। ঈশ্বর পৃথিবীর মানুষ ও জাতিকে আহ্বান করেন যেন তারা তাঁর আদেশ বুঝে, বিশ্বাস করে এবং এর বাধ্য হয়ে চলে।

মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের সমস্ত সংবাদের একটা উপযুক্ত ভিত্তি প্রদানের জন্যই তিনি ব্যবস্থা বা আইন দিয়েছিলেন। এর মধ্যে আমরা তাঁর আইন-কানুন ও লোকদের সাথে তাঁর কাজের নিয়ম সম্পর্কে এক স্পষ্ট ও একত্র করা বর্ণনা পাই। তাই ব্যবস্থা হচ্ছে ঃ

আমরা বাক্যকে সম্মান করি ও এর বাধ্য হয়ে চলি ঃ

এখন আবার আমরা মোশির কথায় ফিরে আসি। সাক্ষ্য ফলক লাভের পর তিনি সেগুলি নিয়ে পর্বত থেকে নেমে আসছিলেন। লোকেরা যেখানে তাম্বু ফেলেছিল, তিনি তখনও সেখান থেকে বেশ কিছু দূরে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে লোকদের হৈ-হল্লা ও গান বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন। লোকেরা কি করছিল? তিনি যেন তা ধারণাই করতে পারছিলেন না! তারা একটা প্রতিমা—একটা সোনার বাছুর তৈরী করে দেবতা রূপে সেটিকে পূজা করছিল।

মোশি এতই নিরাশ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তার হাতের সাক্ষ্য ফলক দুটি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, ফলে সেগুলি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে কি ঈশ্বরের লিখিত নিয়ম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? কোন ভাবেই না! মোশি ছিলেন একজন সত্যিকার নেতা। তিনি লোকদের ফিরিয়ে এনেছিলেন। তারপর তিনি লোকদের ক্ষমা করে দেবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বর একটি আঘাত পাঠিয়ে লোকদের শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর দয়ালু। তিনি মোশিকে তার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন এবং লিখিত বাক্যের মাধ্যমে জগতকে তাঁর ইচ্ছা জানানোর পরিকল্পনা কার্যকরী করেছিলেন।

ঈশ্বর মোশিকে বললেন, "তুমি আগের মত দু'খানি প্রস্তর ফলক খুঁদ। আগে যা যা লেখা ছিল, এই দুই ফলকে আমি আবার সে সব লিখব।" এইভাবে ঈশ্বর দেখালেন যে, তাঁর বাক্য ধ্বংস করা বা পরিবর্তন করা যায় না। আবার নিজ হাতে তিনি ঐ প্রস্তর ফলকে লিখলেন। ঈশ্বর মোশিকে আরও বললেন যে, তিনি তার মুখের সহায় হবেন। অর্থাৎ তিনি তাকে ভুল করা থেকে রক্ষা করবেন। তাই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, ঈশ্বরের বাক্যে কোন রকম ভুল নাই।

মোশি অনেকবার বলেছেন যে, ঈশ্বরের লিখিত বাক্য তাঁর প্রজাদের এক অমূল্য সম্পদ। ঈশ্বরই তা দিয়েছেন, আর তিনিই তা চিরদিন রক্ষা করবেন। যে ঈশ্বর তা দিয়েছেন, তিনি সর্বশক্তিমান এবং সব রকম অবস্থায় তা রক্ষা করতে সক্ষম। আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর নানা আশ্চর্য চিহ্ন এবং অলৌকিক্ কাজের মাধ্যমে তাঁর বাক্য সপ্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "এগুলি সব যুগের সব লোকদের জন্য পালনীয় আমার চিরস্থায়ী বিধি।"

এখন ইতিহাসের দিকে চেয়ে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর সত্যিই তাঁর বাক্যকে রক্ষা করেছেন। একে ধ্বংস করবার বহু চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ভাবে আমরা তা পেয়েছি।

অনেক লোক খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রের অর্থকে বিকৃত করতে ও কোন কোন সত্যকে গোপন করতে চেয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরকে উপেক্ষা করা যায় না। তিনিই সব কিছুর উপরে বিজয়ী, আর তাঁর বাক্য চির অপরিবর্তনীয়।

আজ আমরা যখন মোশির খবর পড়ি, তখন এর মধ্যে আমরা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির একই খবর পাই। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন যে, ব্যবস্থা পুস্তক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটা, ঈশ্বরের দ্বারা তা মোশিকে দেওয়ার মতই এক অলৌকিক্ ব্যাপার, আর তা শাস্ত্রের সত্যতা এবং ঈশ্বরের ক্ষমতাই প্রকাশ করে।

আপনার করণীয়

৫। ব্যবস্থা পুস্তক যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, নীচের যে বাক্যগুলিতে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) ব্যবস্থা পুস্তকের কোন কোন অংশ ঈশ্বরের নিজের হাতে লেখা।

খ) সকল ব্যবস্থা পুস্তক প্রস্তর ফলকে ক্ষোদিত হয়েছিল।

গ) অলৌকিক্ কাজের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য প্রমাণিত হয়েছে।

ঘ) ব্যবস্থার খবর আজও অপরিবর্তনীয় রয়েছে।

মোশি তার জীবনের অধিকাংশ সময় লোকদের ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করতে, বুঝতে, এবং তার বাধ্য হয়ে চলতে সাহায্য করবার কাজে ব্যয় করেছেন। তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর এই সব আদেশ, বিধি-নিষেধ ও আইন দিয়েছেন যেন, আমি সেগুলি তোমাদের পালন করতে শিখাই। যেন তোমাদের সন্তানরা এবং তাদের সন্তানরা এই সব আদেশের বাধ্য হয়ে চলে ও দীর্ঘ জীবন লাভ করে। যত্নের সাথে এসব পালন কর, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে।"

মোশি ঈশ্বরের লিখিত বাক্য যাজকদের হাতে দিলেন যেন, তারা লোকদের পড়ে শোনায় ও শিক্ষা দেয়। মোশি যখন তার জীবনের শেষ সীমায় পেঁছিলেন, তখন এটাই ছিল তার একমাত্র আশা। আজ এটা সব মানুষেরই আশা। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা যেমন একটা কর্তব্য, তেমনি তা এক বিশেষ সুযোগও বটে।

কেন? কোন একটা পবিত্র বই পড়বার মধ্যে এমন বিশেষ কি মূল্য আছে? অনেক লোক মনে করে যে, এক ধরণের ধর্মানুষ্ঠানের মতই ধর্মীয় বইগুলি তাদের পাঠ করা উচিৎ। অনেকে আবার ধর্মীয় জিনিষ রূপে

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পবিত্র শাস্ত্র ঘরে রাখে, কিন্তু কখনও পড়ে না। কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করবার কারণ আলাদা। আমরা জানি যে, ঐ বইগুলি নিজেরা আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু বইগুলির মধ্যে যে খবর আছে, তাই'ই দরকারী এবং শক্তিশালী। আমরা একটা ধর্মীয় কাজ হিসাবে বাইবেল পড়ি না, কিন্তু সেখানে যে খবর আছে, তা শোনবার জন্যই পড়ি। এইভাবে আমরা ঈশ্বরকে তাঁর লিখিত বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলবার সুযোগ দেই।

স্মরণ করুন, মোশি যখন দেখলেন তার লোকেরা একটা প্রতিমার পূজা করছে, তখন তিনি সাক্ষ্য ফলক দু'টি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। ঐ ফলক গুলিতে স্বয়ং ঈশ্বর লিখেছিলেন, আর ঐগুলি মোশির কাছে খুবই মূল্যবান ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন যে, ঈশ্বরের আদেশ লেখা পাথর গুলির চেয়ে বরং ঐ আদেশ গুলির প্রতি বাধ্যতাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষ্য ফলক ভাঙ্গার মাধ্যমে মোশি যেন চিৎকার করে এই কথাই বলেছেন, "এগুলির উপর যে বাণী লেখা আছে, লোকেরা যদি তা-ই পালন না করল তবে এগুলির মূল্য কোথায় ?"

এ সত্বেও ঈশ্বর তাঁর লিখিত বাক্য তুলে নেন নি। তিনি চান যেন আমরা তাঁর লিখিত বাক্য আমাদের সাথে রাখি। তিনি চান যেন আমরা তা পড়ি, মোশির মত

আমরাও যেন একে ভালবাসি, এবং সম্মান করি। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি আমাদের জানতে চান যে, তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তিনি আমাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। তিনি চান যেন, তাঁর শিক্ষা বুঝবার জন্য আমরা প্রার্থনা করি এবং বুঝবার পরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তা পালন করে চলি।

আপনার করণীয়

৬। ঈশ্বরের বাক্য থেকে সবচেয়ে বেশী উপকার লাভের জন্য আমরা কি করতে পারি? তিনটি ছোট উত্তর লিখুন ঃ

.....

.....

.....

.....

.....

পরীক্ষা—৪

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর বইটি** নিন এবং এর ৬ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। চতুর্থ পাঠটি কি আপনি ভালভাবে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আপনি করতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন, তাঁর প্রজাদের উদ্ধার করবার জন্য, তাঁর নাম জানানোর জন্য এবং ঃ—

ক) ফরৌণকে শাস্তি দেবার জন্য।

খ) তাঁর লিখিত ব্যবস্থা প্রদান এবং উপাসনা ও সেবা করা সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা প্রকাশ করবার জন্য।

গ) মোশির বংশকে শাস্তি দেওয়া জন্য।

৭। ঈশ্বর মোশিকে তার কাজের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন, তাঁর নাম, ব্যবস্থা এবং তাঁর ঃ—

ক) ব্যবস্থার অর্থ বলবার ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে।

খ) অতুলনীয় অন্তদৃষ্টি প্রকাশ করবার মাধ্যমে।

গ) ক্ষমতা প্রকাশ করবার মাধ্যমে।

৮। সবাইর কর্তব্য এবং তেমনি বিশেষ সুযোগ হল ঈশ্বরের কথা শোনা অর্থাৎ তাঁর খবর পাঠ করা এবং ঃ—

ক) এর সত্য গ্রহণ করে সেইভাবে জীবন গড়ে তোলা।

খ) এতে প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক উপাসনার সাথে পরিচিত হওয়া।

গ) এর প্রয়োজনীয় শর্তগুলি স্বীকার করে নেওয়া।

৯। ব্যবস্থা থেকে প্রতিমাপূজা সম্পর্কে এই ধারণা পাওয়া যায় যে ঃ—

ক) তা' জগতের যে কোন কিছুর পূজা করা বুঝায়।

খ) এর সাথে কোন লোকের আসক্তি জড়িত, আর যা কিছু কারও জীবনে ঈশ্বরের স্থান দখল করে নেয়, তা-ই প্রতিমা।

গ) পুরাতন নিয়মের সময়কার একটা প্রথা, এখন এর কোন প্রচলন নাই।

১০। মোশি প্রথম সাক্ষ্য ফলক দুটি ভেঙ্গে ফেললেও ঈশ্বর আবারও অন্য প্রস্তর ফলকে সেগুলি লিখেছিলেন। আর তা দেখায় যে ঃ—

ক) তাঁর বাক্য ধ্বংস করা যায় না।

খ) লোকেরা ব্যর্থ হলেই তিনি এক নূতন বাণী দেবেন।

গ) মানুষের ব্যর্থতার ফলে ঈশ্বরের মানদণ্ডের পরিবর্তন করা দরকার হয়।

সত্য-মিথ্যা

১১। ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন যেন, তিনি তার কাছে তাঁর লিখিত ব্যবস্থা দিতে পারেন, যা তাঁর চরিত্র, ক্ষমতা এবং কিভাবে তাঁর সেবা করতে হবে তা প্রকাশ করেছে।

১২। ঈশ্বর যখন ফরৌণের উপর আঘাত পাঠালেন, তখন মোশি দেখলেন যে, রক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে মিশর ছেড়ে চলে যাওয়া।

১৩। ব্যবস্থা পুস্তকে আমরা স্পষ্টরূপে এই শিক্ষা পাই যে পূজা করবার জন্য কাঠ, পাথর, ধাতু বা অন্য জিনিষ দিয়ে তৈরী যে কোন মূর্তিই প্রতিমা।

১৪। ঈশ্বরের বাক্য যেমন অলৌকিক্ ভাবে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি আশ্চর্য জনক ভাবে তা রক্ষা করা হয়েছে। ফলে আমাদের বাইবেল আজও মানুষের কাছে ঈশ্বরের এক অবিকল আত্মপ্রকাশ, আমাদের বিশ্বাস, সেবা ও আচরণের এক দলিল যা আমাদের পথ নির্দেশক গ্রন্থ।

শূন্য স্থান পূরণ

১৫। মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর যে.....বাক্য দিয়েছিলেন, তা যেন ঈশ্বরেরই কণ্ঠ যা আজও আমাদের কাছে কথা বলছে।

১৬। ব্যবস্থা পুস্তকে প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে, তা এটাই দেখায় যে, কোন কিছু যখন .....স্থান দখল করে তখন তা একটা .....হয়ে পড়ে।

১৭। যতদিন লোকেরা বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের .... হয়ে চলবে, ততদিন তারা তাঁর নিয়মের আশীর্বাদগুলি ভোগ করবে।

১৮। ঈশ্বরের বাক্য বুঝলে ও পালন করে চললে তা আমাদের জন্য.....আশা ভরসা বহন করে আনে।

১৯। ব্যবস্থা এই সত্য প্রকাশ করে যে ঈশ্বর .... এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন দেবতা নাই।

৫ম পাঠ

দায়ূদ - অনুতাপ করেছিলেন এবং ক্ষমা পেয়েছিলেন

রাজা দায়ূদ প্রার্থনা করেছেন, "হে ঈশ্বর, রক্ত পাতের দোষ থেকে আমাকে উদ্ধার কর, হত্যার অপরাধ থেকে আমাকে মুক্ত কর।"

একজন রাজা নরহত্যার দোষ স্বীকার করছেন। এখানে দায়ূদ এমনভাবে তার দোষ স্বীকার করছেন যে, সবাই তা শুনতে পাচ্ছে। এমন কি তিনি তার দোষ লিখে রেখেছেন, যার ফলে তা চিরদিন স্থায়ী হয়ে থাকবে।

মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট। তাই তার বাবা তাকে সবচেয়ে সাধারণ কাজ দিয়েছিলেন। তার ভাইয়েরা সৈন্যদলে যোগদান করলে পর তিনিই মেষপাল দেখা-শোনার ভার নেন। তাছাড়া তিনি তার বাবা ও ভাইদের মধ্যে সংবাদ আনা নেওয়ার কাজও করতেন। তার বিবরণ পড়ে আমরা জানতে পারি যে, তিনি বিশ্বস্ত, বাধ্য এবং তার কাজে দক্ষ ছিলেন। এছাড়া তার বিশেষ সংগীত প্রতিভা ছিল। তিনি বীণা বাজাতেন এবং গান লিখতেন। কিন্তু নিজ পরিবারের কাছে তিনি একজন সাধারণ ছেলে ছিলেন। গ্রামে সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের যে পদ থাকে তারও সেই পদ ছিল।

সুতরাং ঈশ্বর যখন তাঁর প্রজা অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের বংশধরদের নেতৃত্ব দেবার জন্য দাম্নুদকে মনোনীত করলেন তখন তার পরিবার ও পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই আশ্চর্য্য হয়েছিল। ঈশ্বরের যে দাস নূতন রাজাকে অভিষেক করতে এসেছিলেন তাকে ঈশ্বর বললেন, "আমি দাম্নুদকে চাই। সে যে ঈশ্বরের দ্বারা রাজ পদের জন্য মনোনীত হয়েছে তার চিহ্ন হিসাবে তাকে তেল দিয়ে অভিষেক কর।"

লোকেরা কেন আশ্চর্য্য হয়েছিল তা আমরা বুঝতে পারি। একজন তরুণ মেষ-পালক কি করে রাজা হতে পারে? অব্রাহাম যোষেফ ও মোশির মত মহান নেতারা

যে জাতিকে অতীতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সে কি তাদের নেতৃত্ব দিতে পারবে ? আগের পাঠগুলিতে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের পরিচালনা দিয়েছেন ও রক্ষা করেছেন। ভাববাদী হিসাবে তিনি মহান লোকদের মনোনীত করেছেন ও তাদের বিশেষ বিশেষ কাজ দিয়েছেন। তাদের মাধ্যমে তিনি নিজেকে, তাঁর ভালবাসা, ক্ষমতা, ও প্রজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।

আমরা দেখেছি যে প্লাবনের সময় জীবন রক্ষার জন্য ঈশ্বর নোহকে মনোনীত করেছিলেন। ঈশ্বর অব্রাহামকে প্রতিমাপূজার এক দেশ থেকে আহ্বান করে আনেন এবং তার বংশকে এক মহান জাতিতে পরিণত করবার প্রতিশ্রুতি দেন। ঈশ্বর যোষেফকে মিশরের উপরে শাসন কর্তা করবার দ্বারা এই লোকদেরই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এরপর লোকদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার এবং তাঁর লিখিত প্রত্যাদেশ গ্রহণ করবার জন্য ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন।

এখন আমরা এমন এক সময়ে আসি যখন ঈশ্বরের প্রজারা সত্যিই এক মহান জাতিতে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বর অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের বংশকে আশীর্বাদ করেছিলেন, আর যাকোবের ছেলেরা বিভিন্ন শক্তিশালী বংশের প্রধান হয়েছিলেন। আশে-পাশের যে সব জাতি প্রতিমাপূজা করত এবং ঈশ্বরকে উপহাস করত তাদের সঙ্গে তারা পবিত্র যুদ্ধ করেছিল। এখন আবার একজন শক্তিশালী

এবং জ্ঞানী নেতার প্রয়োজন হয়েছিল। এই জন্যই ঈশ্বর যখন একজন মেষপালক ছেলেকে রাজা হওয়ার জন্য মনোনীত করলেন তখন তারা আশ্চর্য্য হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই তারা এর কারণ বুঝতে পেরেছিল। তারা দেখলো যে, দায়ূদ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেন ও তাঁকে ভালবাসেন, আর ঈশ্বর তাকে শক্তি ও জ্ঞানে পূর্ণ করেছিলেন। হ্যাঁ, অল্প কালের মধ্যেই এই মেষপালক ছেলেটি দেশের সবচেয়ে সাহসী ও সফল সৈনিক বলে পরিচিত হলেন।

রাজা হিসাবে অভিষেক করা হলেও ঈশ্বর তার জন্য সিংহাসনের পথ প্রস্তুত না করা পর্য্যন্ত দায়ূদকে তার পরিবারের সঙ্গেই থাকতে হল। তিনি মেষপাল চরাণো এবং তার বাবার জন্য সংবাদ আনা নেওয়ার কাজই করে যেতে লাগলেন। একদিন তার বাবা সৈন্য দলে তার বড় ভাইদের জন্য তাকে খাবার দিয়ে আসতে বললেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে তিনি দেখলেন যে, কোন যুদ্ধই হচ্ছে না। সৈন্যরা একটা ছোট উপত্যকায় পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শত্রু সৈন্যদের একেবারে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে এক দৈত্যাকার সৈনিক। সে বিদ্রূপ করছে, চিৎকার করে এগিয়ে আসার আহ্বান করছে।

"আয়, সাহস থাকে তো আমার সাথে যুদ্ধ কর। আমার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দে"—সেই সৈনিক বললো। সে লম্বায় প্রায় তিন মিটার এবং ভারী পিতলের যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত ছিল, হাতে বিরাট এক

বর্শা। সে একই ভাবে ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে অপমান করে যাচ্ছিল। তাতে সব সৈন্যরা ভয়ানক ভীত হয়ে পড়েছিল।

দায়ূদ বললেন, "এই অধার্মিক লোকটা কে যে, জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যদের টিট্‌কারী দিচ্ছে? আমি ওর সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

সবাইর মনে হয়েছে ঐ দৈত্যাকৃতি লোকটার সঙ্গে যুদ্ধ করবার ব্যাপারে দায়ূদ খুবই ছোট। তবুও তিনি জেদ্ করে বলতে লাগলেন যে, ঈশ্বরই তাকে শক্তি যোগাবেন। "একবার একটা সিংহ আর একটা ভল্লুক আমার মেষপাল আক্রমণ করলে তাদের বধ করতে ঈশ্বর আমায় সাহায্য করেছিলেন, আর আমি জানি এই দৈত্যটাকে পরাস্ত করতেও তিনি আমায় সাহায্য করবেন।" শুধুমাত্র তার মেষপালকের ফিংগা এবং কয়েকটা পাথর নিয়ে তিনি সেই দৈত্যাকৃতি গলিয়াতের দিকে অগ্রসর হলেন।

গলিয়াতের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দায়ূদ বললেন, "তুমি তরোবারি ও বর্শা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে আসছ, কিন্তু তুমি যে ঈশ্বরকে টিট্‌কারী দিয়েছ, আমি তাঁরই নামে তোমার সাথে যুদ্ধ করতে আসছি। তাই মনে রেখো—এটা ঈশ্বরেরই যুদ্ধ।" এই বলে তিনি তার ফিংগা থেকে পাথর ছুড়ে মারলেন, আর সেই দৈত্যাকৃতি গলিয়াৎ

মাটিতে পড়ে গেল। ভয়ে সব শত্রু সৈন্যরা দৌড়ে পালালো, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, দায়ূদ একমাত্র সত্য ঈশ্বরের শক্তিতে যুদ্ধ করছে।

আপনার করণীয়

১। দায়ূদকে রাজা হওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল কারণ ঈশ্বর তাঁর বিশেষ কাজের জন্য যাদের আহ্বান করেন তাদের মধ্যে যে সব গুণ দরকার দায়ূদের তা ছিল। আমরা দেখতে পাই যে, সব ভাববাদীদের মধ্যেই এই গুণগুলি ছিল। ঈশ্বরের খুব কাছে থাকবার জন্য এবং আমাদের জীবনের জন্য তাঁর ইচ্ছা জানবার জন্য আমাদেরও এইগুলি দরকার। নীচের যে বাক্যগুলি দায়ূদ এবং অন্যান্য ভাববাদীদের বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করে সেগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) তারা ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন।

খ) তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন ও তাঁর উপর নির্ভর করেছেন।

গ) তারা কাব্য লিখেছেন।

ঘ) তারা কাজের মধ্যে তাদের বিশ্বাস দেখিয়েছেন।

ঙ) তারা বিনয়ী কিন্তু সাহসী ছিলেন।

গলিয়াতকে বধ করবার পরে দায়ূদকে সেনাবাহিনীর এক উঁচু পদে নিয়োগ করা হল। যে সব প্রতিমাপূজক জাতিরা তাদের পরাজিত করতে চেষ্টা করছিল, দায়ূদ একে একে তাদের উপর জয়লাভ করতে লাগলেন। এই ভাবে ঈশ্বর তার রাজা হওয়ার পথ প্রস্তুত করেছিলেন। ঈশ্বরের শক্তিতে তিনি চল্লিশ বছর কাল রাজত্ব করেছিলেন। তিনি প্রতিমা ধ্বংস করে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি পবিত্র যিরূশালেম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ঈশ্বরের নামের গৌরব করা হত। দলে দলে মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা করবার জন্য সেখানে মিলিত হত। এই পবিত্র নগরী ছিল তাদের তীর্থ ক্ষেত্র।

দায়ূদ তার সমস্ত বিজয়ে সাফল্যের গৌরব সর্বদা ঈশ্বরকেই দিয়েছেন। তিনি শক্তিশালী ও সুমধুর ভাষায় ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করেছেন, গীতসংহিতা পুস্তকে আমরা যেগুলি পাই।

দায়ূদ তার একটা গীতে বলেছেন, "সব জাতিরা আমায় ঘিরিয়াছে ; সদাপ্রভুর নামে আমি তাদের উচ্ছেদ করব। তারা আমায় ঘিরিয়াছে, হ্যাঁ আমায় ঘিরিয়াছে, সদাপ্রভুর নামে আমি তাদের উচ্ছেদ করব। তুমি আমায়

রাজ প্রাসাদের ছাদে একটা জায়গা ছিল, যেখানে বিকালের ঠাণ্ডা বাতাসে পায়চারী করে মুক্ত বায়ু সেবন এবং নগরের দৃশ্য উপভোগ করা যেত। একদিন বিকালে এইভাবে ছাদে পায়চারী করবার সময় দায়ূদ একজন স্ত্রীলোককে স্নান করতে দেখলেন। সে দেখতে সুন্দরী ছিল। তাকে দেখে দায়ূদের মনে তাকে পাওয়ার ইচ্ছা জাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ স্ত্রীলোকটি কে?"

রাজার পরিচারক উত্তর করল, সে বৎশেবা, উরীয় নামে এক সৈনিকের স্ত্রী।"

এখন শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে দায়ূদের মনে ঐ স্ত্রীলোকটিকে পাওয়ার ইচ্ছা আরও প্রবল হল। তিনি উরীয়কে বধ করতে স্থির করলেন। তাহলে বৎশেবাকে তিনি নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন। দায়ূদ ভাবলেন উরীয় তো একজন সৈনিক মাত্র, যুদ্ধে তার মৃত্যু হতে পারে। যে কোন সৈনিকেরই মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধে উরীয়ের মৃত্যু হতেও পারে দায়ূদ এই আশার উপর নির্ভর করে থাকতে চাইলেন না। তিনি ব্যাপারটাকে নিশ্চিত করতে চাইলেন। তিনি তার সেনা বাহিনীর সেনাপতিকে বললেন যেন উরীয়কে সম্মুখভাবে সবচেয়ে বিপদজনক স্থানে পাঠানো হয়। এই পরিকল্পনা সফল হল। উরীয় যুদ্ধে মারা গেল।

কিছু কাল পর্য্যন্ত দায়ূদকে ভান করতে হয়েছে যেন তিনি কোন অন্যায় করেন নি। যে সৈনিক দায়ূদকে

উরীয়ের মৃত্যুর খবর দিয়েছিল তাকে দায়ূদ বললেন, "সেনাপতিকে এই বলে আশ্বাস দাও, "তুমি এতে কিছু মনে কোরো না। তরবারি যেমন একজনকে তেমনি আর একজনকেও গ্রাস করে।"

কিন্তু দায়ূদ নিজেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তিনি নিজেকে সাহস দিতে চেষ্টা করছিলেন। তিনি জানতেন যে, তিনি অন্যায় করেছেন আর ঈশ্বর তার উপর অসন্তুষ্ট। তিনি ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু পাপের ফলে তার মনে হল যেন তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। এই সময় তিনি এক ভয়ানক সত্য শিখলেন ঃ পাপ মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে। আমরা যদি আমাদের চিন্তা ও কাজকে খারাপ প্রলোভনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাপ কাজ করতে দেই তবে আমরা ঈশ্বরের কাছে থাকতে ও তাঁর সহভাগিতা অনুভব করতে পারি না। পাপ আমাদের জীবনকে কলঙ্কিত করে, আর ঈশ্বর যিনি পবিত্র ও বিশুদ্ধ, তিনি যা অপবিত্র তার সঙ্গে থাকতে পারেন না। দায়ূদের চোখ থেকে ঘুম দূর হল। তিনি বললেন যে, তিনি দিন রাত্রি তার উপর ঈশ্বরের হাত অনুভব করেছেন, "আর গরম কালের প্রখর তাপে যেন আমার শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল।"

ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়াটা কেমন বোধ হয় তা আমরা অনেকেই জানি। অনেক সময় আমরাও দায়ূদের মত নিজেদের ভুলাতে চেষ্টা করি যে,

কোন অন্যায়ই হয়নি। কিন্তু অন্তরে আমরা একটা অতৃপ্ত আকাঙ্খা, একটা শূন্যতা, একটা বিচ্ছেদ অনুভব করি। এই ভাবেই ঈশ্বর পাপের সত্যতা এবং তাঁর পবিত্রতার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলেন।

আপনার করণীয়

৩। **সত্য** উক্তিগুলির পাশে দাগ দিন। **মিথ্যা** উক্তিগুলি শুদ্ধ করে লিখুন।

ক) ধর্মীয় কাজ-কর্ম দায়ূদকে প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

খ) দায়ূদ শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু পাপ তাকে দুর্বল করে ফেলেছিল।

গ) দায়ূদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর কখন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট, তা আমরা জানতে পারি।

ঘ) পাপের ফলে দায়ূদ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেছেন।

.....

.....

অনুতাপ ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত করে ঃ

কোন লোক যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন সে অসুখী এবং ভীতি বোধ করে। ঈশ্বরও অবশ্য অসুখী হন। স্মরণ করুন, তাঁর সাথে বন্ধুত্ব বা সহভাগিতার জন্যই ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। আরও স্মরণ করুন, নোহের সময়ে পৃথিবীর পাপাবস্থা দেখে ঈশ্বর কি রকম অসন্তোষ ও দুঃখ বোধ করেছিলেন। দায়ূদের পাপও ঈশ্বরকে দুঃখ দিয়েছিল। ঈশ্বর দায়ূদকে ভালবাসতেন, তাকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না। মানুষকে কেবল শাস্তি দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি তাদের পাপ থেকে শুচি করতে চান যেন ঈশ্বর এবং মানুষ আবারও একত্রে ঘনিষ্ট ভাবে চলতে পারে এইভাবে যেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

এই কারণেই ঈশ্বর তাকে আঘাত করে শারিরীক শাস্তি না দিয়ে তার অন্তরে এমন ভাবে কথা বলেছেন যাতে দায়ূদ সত্যিকার ভাবে অনুতপ্ত হয়। তিনি দায়ূদের কাছে এমন একটা গল্প বলার বন্দোবস্ত করলেন, যা দায়ূদকে তার নিজ জীবনের পাপ স্মরণ করিয়ে দেবে।

গল্পটা একজন ধনী লোক ও একজন গরীব লোকের সম্বন্ধে। ধনী লোকটির অনেক মেষ ও গো-সম্পদ ছিল, কিন্তু গরীব লোকটির শুধু-মাত্র একটা মেষশাবক ছিল। সে ঐ মেষটিকে আপন সন্তানের মতই ভালবাসত ও লালন-পালন করত।

একদিন ধনী লোকের বাড়ীতে একজন অতিথি এলেন। অতিথির জন্য খাদ্যের আয়োজন করবার দায়িত্ব ধনী লোকটির। কিন্তু সে তার নিজের কোন মেষ না নিয়ে গরীব লোকটির মেষশাবকটি বধ করে তা দিয়ে অতিথির জন্য ভোজ প্রস্তুত করল।

গল্প শুনে দায়ূদ বললেন, "কি সাংঘাতিক, যে লোক এই কাজ করেছে সে মৃত্যুর যোগ্য। সে কিছু মাত্র দয়া না করে এই কাজ করেছে বলে সে অবশ্যই গরীব লোকটাকে ঐ মেষশাবকটির চার গুণ ফিরিয়ে দেবে।"

তখন দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হল, "তুমিই সেই লোক! আমি তোমাকে রাজ-পদে অভিষেক করেছি, শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি। তুমি অনেক স্ত্রীলোক পেতে পারতে, কিন্তু তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে তরবারির আঘাতে উরীয়কে বধ করেছ এবং তার স্ত্রীকে নিজে গ্রহণ করেছ।"

দায়ূদ গভীর দুঃখ ও বিনয়ের সাথে স্বীকার করলেন, "আমি পাপ করেছি, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

দায়ূদ একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তাই তিনি বলতে পারতেন, সুন্দরী বৎশেবা সহ এই রাজ্যের সব কিছুই ন্যায় সংগত ভাবে তারই। কিন্তু দায়ূদ জানতেন যে, ঈশ্বরই আসলে সেই মহান রাজা, যিনি সব কিছুর অধিকারী।

দায়ূদ বুঝতে পারলেন যে, তিনি কেবল তার চেয়ে অনেক দুর্বল ও গরীব একজন অসহায় লোকের বিরুদ্ধেই পাপ করেন নি, এর দ্বারা তিনি তার প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বড় পাপ করেছেন। তিনি আর ভান করবার চেষ্টা করলেন না যে, তার কোন অন্যায় হয়নি। তিনি তার নিজের অন্তরের অবস্থা জানতেন। তাই তিনি পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ধনী লোকটির সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সেই মৃত্যু দণ্ড তারই প্রাপ্য। তার বিবেকের তরবারি দিন রাত তাকে তাড়া করেছে। তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছেন, "আমি পাপ করেছি, মৃত্যুই আমার পাওনা।"

দায়ূদ জানতেন যে, তার জীবনকে পাপ থেকে শুচি করবার জন্য নিজের ক্ষমতায় তিনি কিছুই করতে পারেন না। ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছেদের চিন্তা তাকে ভয়ানক কষ্ট দিচ্ছিল। তিনি তার সব দোষ স্বীকার করে বললেন, "আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। আমাকে ধৌত কর, আমাকে শুচি কর, আমাকে এক নূতন অন্তঃকরণ দাও।" এইভাবে তিনি প্রার্থনা করেছেন এবং ঈশ্বরের ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছেন।

দায়ূদ ঈশ্বরের উদ্দেশে হোম বলি উৎসর্গ করবার কথা ভাবলেন। মোশির বিধান মত আনুষ্ঠানিক বলি উৎসর্গ করা তার একটা প্রথা ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন যে, পশুবলি উৎসর্গ করা একটা ধর্মীয় কর্তব্য সাধনে

শেষে তিনি শুধুমাত্র ঈশ্বরের দয়ার উপরই নির্ভর করলেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। তার বিশ্বাস ছিল যে, কেবলমাত্র এই পথেই তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং পরিত্রাণের নিশ্চয়তা ভোগ করতে পারেন। তিনি প্রার্থনা করে বলেছেন, "তোমার দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর।"

দায়ূদের অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা যে কেবল ঐতিহাসিক বিচারে সত্য বলে স্বীকৃত ঘটনাগুলিই পেয়েছি তা নয়, অধিকন্তু আমাদের জন্য দায়ূদ ঐ ঘটনাগুলির ব্যাখ্যাও রেখে গিয়েছেন। ঐগুলি সম্বন্ধে তিনি আমাদের কাছে তার হৃদয়ের অনুভূতি বর্ণনা করেছেন। অনুমান করবার বা আশ্চর্য হবার অবকাশ আমাদের নাই। পাপ এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হওয়া সম্পর্কে তিনি কি প্রকার বোধ করেছেন তা আমরা জানি। আমরা অপরাধের, মানে পাপের দায়িত্ব, পাপ স্বীকার, অনুতাপ এবং ঈশ্বরের করুণাপূর্ণ ক্ষমার বিষয় জানি। ঈশ্বর আমাদের জন্য দায়ূদের এই আশ্চর্য গীতগুলি রক্ষা করেছেন বলেই আমরা তা জানি।

আপনার করণীয়

৪। উরীয়ের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভের পর দায়ূদ নীচের কথাগুলি লিখেছিলেন। এই কথাগুলি পড়ুন এবং চিন্তা করুন। এগুলি মুখস্থ করুন। নিজের একটা প্রার্থনা হিসাবে আপনি হয়তো পরে এগুলি ব্যবহার করতে চাইবেন।

হে ঈশ্বর, তোমার দয়ানুসারে আমার
প্রতি কৃপা কর,
তোমার মহান করুণাবলে আমার সব
অপরাধ ধুয়ে ফেল,
আমার পাপ থেকে আমাকে শুচি কর।
হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে বিশুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর,
তোমার সম্মুখ থেকে আমায় দূর করে দিও না,
তোমার পবিত্র আত্মাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও না।
তোমার পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে আবার দাও।

ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা, আনন্দ আনে ঃ

পরিষ্কার কথার মধ্য দিয়েই দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের ক্ষমার বার্তা এসেছিল ঃ ঈশ্বর তোমার পাপ তুলে নিয়েছেন। তুমি মরবে না। দায়ূদ কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরকে তাঁর করুণা ও দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাকে স্তবের উপহার দিব, কারণ তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ উদ্ধার করেছ।"

কিন্তু এখানেই দায়ূদের অভিজ্ঞতার শেষ হয়নি। ঈশ্বর দয়ালু ও ক্ষমাশীল, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, পাপের শাস্তি পেতে হবে না। পাপের জন্য শাস্তি পেতে হবেই। বৎশেবার সাথে পাপপূর্ণ মিলনের মাধ্যমে দায়ূদ যে সন্তান লাভ করেছিলেন, সে মারা গেল। দায়ূদ গভীর দুঃখ পেলেন। তবুও তিনি ঈশ্বরের পথ বুঝতে পারলেন এবং এই শাস্তি মাথা পেতে নিলেন। এর পর ঈশ্বর তাকে আর এক সন্তান দিলেন যিনি ইতিহাসের সবচেয়ে জ্ঞানী লোকদের একজন হয়েছিলেন। সুতরাং দায়ূদের জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলেন ও আমাদের দেখিয়ে দেন যে, পাপ কত ভয়ানক, এর জন্য শাস্তি পেতে হবেই এবং ঈশ্বরের দয়া কত মহান।

দায়ূদ আবার ঈশ্বরের সাথে তার পূর্ণ সহভাগিতা ফিরে পেলেন। তিনি তার অতুলনীয় গীতগুলি লিখতে লাগলেন, যেগুলির মধ্যে আমরা মানব জাতির কাছে ঈশ্বরের সবচেয়ে দরকারী বার্তাগুলির কয়েকটি জানতে পারি। এখানে আমরা ঐ বার্তাগুলির আরও একটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই বার্তাটি থেকে আমরা প্রার্থনার স্বরূপ ও মূল্য জানতে পারি। এই বার্তাটি আমাদের বলে যে, ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা আমাদের অন্তরে আনন্দ বয়ে আনে। তা আমাদের বলে যে, ঈশ্বর আমাদের চান, তাঁকে আমাদের প্রয়োজন, আর যারা

তাঁকে ডাকে তাদের জন্য রয়েছে মহান আশা। যারা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঈশ্বরের সেবা করতে চায় তাদের সবার জন্যেই এখন এবং ভবিষ্যতে রয়েছে এক মহান আশা।

দায়ূদের লেখা থেকে আমরা এটাই দেখতে পাই যে, প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের সাথে সত্যিকার সহভাগিতা করতে পারে। ঈশ্বর যেমন তাঁর লোকদের সঙ্গে কথা বলতে চান, তেমনি তিনি চান লোকেরাও তাঁর কাছে কথা বলবে। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার সহ-ভাগিতা পিতা-পুত্রের প্রেমপূর্ণ সম্পর্কের মত। তারা পরস্পরের সঙ্গ থেকে আনন্দ লাভ করে। একজন প্রেমময় পিতার মত ঈশ্বর সব সময়ই আমাদের কথা শুনতে প্রস্তুত। তিনি চান আমরা আমাদের সব সমস্যা ও চিন্তা তাঁকে খুলে বলি। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁর সাথে সহভাগিতা করি, তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁকে ভালবাসি।

প্রার্থনা যেন এক তীর্থ ভ্রমণ। মানুষ ঈশ্বরকে আরও গভীরভাবে জানতে চায়। সৃষ্টিকর্তার সাথে ক্রমে ক্রমে তার আরও গভীর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দায়ূদ তার গীতগুলিতে প্রায়ই এই ধারণা প্রকাশ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, "হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্খা করে, তেমনি, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্খা করছে। ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত। আমি কখন গিয়ে ঈশ্বরের সাথে

সাক্ষাৎ করব ?" দায়ূদ এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বর তার এবং সব বিশ্বস্ত লোকদের ডাকেই সাড়া দেবেন। "তারা পূর্ণরূপে তৃপ্ত হবে। তাদের তুমি তোমার আনন্দ-নদীর জল পান করাবে, কারণ তোমার কাছে জীবন-জলের ঝর্ণা আছে।"

গীতসংহিতার গীতগুলি আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করবার উৎসাহ দেয়, যেমন দায়ূদ ক্ষমার জন্য এবং ঈশ্বরের সাথে গভীরতর সম্পর্কের জন্য প্রার্থনা করেছেন। "সব সময় তাঁর উপর নির্ভর কর, মনের সব কথা তাঁকে খুলে বল।"

আমরা সত্যিই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি কিনা, প্রার্থনা তাই প্রকাশ করে। তা একটা ধর্মানুষ্ঠান মাত্র নয়। এটা সত্যিকার একটা কাজ যা দেখায় যে, সত্য ও আনন্দ পেতে হলে আমাদের ঈশ্বরকে এবং তাঁর উপর নির্ভর করা প্রয়োজন। এটা এমন এক তীর্থ ভ্রমণ যা আমাদের জীবনের উৎস মূলে নিয়ে যায়।

দায়ূদ গান গেয়ে বলেছেন, "তুমি আমায় জীবনের পথ জানিয়েছ, তুমি আমাকে তোমার সামনে তৃপ্তিকর আনন্দে পূর্ণ করবে।"

আপনিও হয়তো স্বীকার করতে প্রস্তুত যে, আপনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছেন। কিছুই ঈশ্বরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না, একথা জেনে আপনি ভিতরের

অপরাধ ও যাতনার সাথে সংগ্রাম করেছেন। রাতে আপনি শান্তি খুঁজেও পাচ্ছেন না। আপনি সব ধর্মীয় নিয়ম-কানুন পালন করেছেন, কিন্তু শান্তি পাননি। অপরাধের তীব্র অনুশোচনা নিয়ে আপনি ঘুমাতে চেষ্টা করেন। আপনার হৃদয় অনুশোচনায় ভেঙ্গে গেছে, আর অন্য দিকে ঈশ্বরের হৃদয়ও আপনার জন্য কাতর হয়েছে।

আপনার কষ্ট ভোগের প্রয়োজন নাই। আপনি জেনে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, ঈশ্বরই আপনার স্বর্গীয় পিতা। ভালবাসায় তিনি আপনাকে ক্ষমা করতে চান এবং আপনার হৃদয়কে আনন্দে ভরে দিতে চান। আপনি তাঁর কাছে আপনার পাপ স্বীকার করুন। তাঁর কাছে ক্ষমা চান। বিশ্বাস করুন যে, তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন, তিনি তাঁর নিজস্ব পথে পাপের ন্যায় বিচারের বন্দোবস্ত করবেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন এবং আরও সত্যে নিয়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভর করুন। সমগ্র মানব জাতির কাছে তিনি যে ঐশ্বরিক ভালবাসা প্রকাশ করেছেন, তার সুন্দর রহস্য তিনি আপনাকে জানাবেন।

এখন গীতসংহিতা থেকে দেওয়া নীচের কথাগুলি আপনার ব্যক্তিগত প্রার্থনার মত করে নিজের ভাষায়, মঙ্গলময় ও দয়ালু, বিশ্বজগতের প্রভু, ঈশ্বরের কাছে বলুন ঃ—

পরীক্ষা—৫

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর পুস্তিকা** নিন এবং এর ৭ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। পঞ্চম পাঠটি কি আপনি ভালভাবে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যে আপনি করতে পারেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। ভাববাদীরা যে সব গুণের জন্য ঈশ্বরের সহভাগিতা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন, সেগুলি হল ঃ—

ক) সাহস, বীরত্ব, রাজকীয় পদ-মর্যাদা এবং শক্তি।

খ) ঈশ্বর ভক্তি, কোমলতা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন।

গ) বাধ্যতা, বিশ্বাস, নম্রতা, বীরত্ব এবং বিশ্বাসের কাজ।

৭। দায়ূদের মধ্যে পাপ প্রবণতা ছিল। প্রলোভন এলে তিনি ব্যর্থ হলেন এবং পাপের জন্য দায়ী হলেন কারণ তিনি ঃ—

ক) যথেষ্ট ধার্মিকতার কাজ করেন নি।

খ) প্রলোভনের বশীভূত হয়েছিলেন।

গ) পাপের স্বরূপ বুঝতে পারেন নি।

৮। কোন লোক, এমন কি কোন ভাববাদীও যখন পাপ করেন, তখন তিনি দেখতে পান যে ঃ—

ক) পাপ তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে।

খ) বন্ধুত্ব ফিরে পাওয়ার কোন পথ নাই।

গ) ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা রক্ষা করা আরও কঠিন হয়।

৯। ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে দায়ূদ খুব কষ্ট বোধ করছিলেন, তিনি আবার ঈশ্বরের সহভাগিতা ফিরে পেতে চাইলেন। আর তাই তিনি ঃ—

ক) বলি উৎসর্গ করলেন এবং আবারও প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলেন।

খ) তার লোকদের কাছ থেকে নিজের পাপ গোপন করতে চেষ্টা করলেন।

গ) তার পাপ স্বীকার করলেন এবং এর জন্য পূর্ণ দায় গ্রহণ করলেন।

১০। মানুষের সাথে ঈশ্বর যে প্রকার সম্পর্ক চান, তা হল ঃ—

ক) প্রজাদের সাথে রাজার সম্পর্কের মত।

খ) ছাত্রের সাথে শিক্ষকের সম্পর্কের মত।

গ) সন্তানের সাথে একজন প্রেমময় পিতার সম্পর্কের মত।

সত্য-মিথ্যা

১১। দায়ূদ পাপ করবার পর তার বিবেক যদিও তাকে খুব পীড়া দিচ্ছিল, কিন্তু তার অন্যায়ের ফলে ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট হয়নি দেখে তিনি কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন।

১২। একটা গল্পের মাধ্যমে দায়ূদের কাছে যখন ঈশ্বরের বার্তা উপস্থিত হল, তখন তিনি তার দোষ স্বীকার করলেন, অনুতাপ করলেন এবং তাকে শুচি করবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন।

১৩। দায়ূদ জানতেন পাপ প্রযুক্ত তার যে দুঃখভোগ করতে হয়েছে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী ছিল।

১৪। পাপের জন্য সত্যিকার ভাবে দুঃখিত হয়ে এবং ঈশ্বর তা ক্ষমা করেছেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েও পাপের পরিণাম অর্থাৎ দণ্ড থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না।

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। মানুষের মধ্যে পাপ প্রবণতা আছে। তাই সে যখন প্রলোভনের.....হয়, তখন সে পাপের জন্য.....হয়।

১৬। দায়ূদ তার অন্তরের অবস্থা জেনে তার পাপের জন্য সব.....গ্রহণ করলেন এবং স্বীকার করলেন যে, তিনি এজন্য.....যোগ্য।

১৭। কোন লোক যখন তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, তখন সে ভবিষ্যতে আর পাপ..... এবং উৎসর্গ চিত্তে ঈশ্বরের সেবা করতে চায়।

১৮। ক্ষমা লাভের জন্য দায়ূদকে ঈশ্বরের..... .....বিশ্বাস করতে হয়েছিল।

৬ষ্ঠ পাঠ

যিশাইয়-পরিত্রাণের বিষয় ভাববাণী করেছিলেন

পৃথিবী কান পেতে শোন !

কারণ সদাপ্রভু বলেছেন ।

ঈশ্বর আমাদের কাছে কথা বলবার জন্য যে ভাববাদীদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই শুনেছি। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, ভাববাদীদের জীবন ও আদর্শ থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখেছি। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর এই দাসদের মাধ্যমে যে খবর আমাদের জানিয়েছেন, তা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ্বর কথা বলেছেন। তিনি তাঁর বাক্য পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর বাছাই করা লোকদের মাধ্যমে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি আমাদের কাছে নিজেকে পবিত্র ঈশ্বর হিসাবে প্রকাশ করেছেন, যিনি অবশ্যই পাপের শাস্তি দিবেন। কিন্তু তবুও তিনি একজন বাবার মতই দয়ালু ঈশ্বর। তিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি কোমল ব্যবহার করেন। আমরা দেখেছি যে, তিনিই আমাদের কাছে এগিয়ে আসেন ও আমাদের সাহায্য করতে চান। পথ দেখিয়ে নেবার জন্য তিনি আমাদের তাঁর বাক্য দিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর কাছে আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাঁর বাধ্য হয়ে চলি এবং তাঁর দেওয়া সত্য গ্রহণ করি তবে তিনি আমাদের পাপের অপরাধ থেকে উদ্ধার করবেন।

ভাববাদীদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই শুনেছি, কিন্তু আরও অনেক শুনবার আছে। এই পাঠে আমরা যিশাইয় ভাববাদীর কাছ থেকে শুনব। তার নামের অর্থঃ **ঈশ্বরের কাছ থেকেই পরিত্রাণ আসে বা ঈশ্বরই পরিত্রাণের আসল কর্ত্তা।** আমাদের কাছে তার বিশেষ খবর হল, আমরা নিজেদের শক্তিতে, বা ধর্ম-কর্ম করার দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারিনা, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তার দেওয়া ক্ষমতার দ্বারাই আমরা পরিত্রাণ পাই।

এই পাঠে আপনি যা পড়বেন ঃ—

দর্শন ও আহ্বান।
হুঁশিয়ারী ও প্রতিজ্ঞা।
মুক্তিদাতা এবং নিমন্ত্রণ।

এই পাঠ পড়ে আপনি ঃ—

★ যিশাইয় ভাববাদীর বিষয় জানতে পারবেন।
★ বলি উৎসর্গের অর্থ বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
★ প্রকৃত মুক্তিদাতার বর্ণনা করতে পারবেন।
★ যিশাইয়ের ভাববাণীগুলির সত্য ও আপনার জন্য তাদের ব্যক্তিগত অর্থ বুঝতে পারবেন।

দর্শন ও আহ্বান ঃ

ঈশ্বর ভাববাদী হিসাবে কত জনকে বাছাই করেছিলেন, তা আমরা ঠিক জানিনা। এমন কয়েকজন ভাববাদী আছেন যাদের নাম আমরা জানিনা। কিন্তু যিশাইয়ের বিষয়ে কোন রকম সন্দেহের কারণ নাই। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভাববাদীদের একজন, মানব জাতির কাছে আশার এবং পরিত্রাণের খবর বলবার জন্যই ঈশ্বর তাকে বিশেষ ভাবে বাছাই করেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ শাসন কার্যে ক্ষমতাশালী কোন পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল, কারণ তার জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি রাজসভায় কাজ করেছেন। তিনি কয়েকজন রাজার জীবন কাহিনী রচনা করেছেন। তিনি একজন প্রতিভাবান

সুলেখক ছিলেন। তার লেখায় মার্জিত সুরুচি ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তার ভাষা কবিতার মত এবং লেখার ভঙ্গি মনোমুগ্ধকর। প্রকৃতির প্রেমিক ছিলেন, এবং মানব স্বভাবকে তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য করতেন বলে তিনি এমন ভাষায় লিখতে পেরেছেন যে, সাধারণ লোকেরাও তা পড়ে বুঝতে পারে। আবার একজন সুশিক্ষিত রাজনীতিবিদ্ হিসাবে তিনি এমন ভাবে লিখেছেন যে, তার লেখা ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি প্রায় ষাট বছর যাবত কথায় ও লেখায় ঈশ্বরের খবর ঘোষণা করেছেন, এবং নিজ জীবন কালেই তার অনেক ভাববাণী পূর্ণ হতে দেখেছেন।

আমরা জানলাম যে, অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় ঈশ্বর তাঁর বাছাই করা লোকদের কাছে কথা বলেন এবং অন্যদের জীবনকে জয় করবার জন্য তাদের ব্যবহার করেন। পাপ ও প্রতিমাপূজা হেতু তাঁর প্রজারা যখন ধ্বংসের মুখে তখন ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের মাধ্যমে কথা বলেন। যিশাইয় এইরূপ অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তার লোকেরা ভয়াবহ শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধ করেছিল। তাছাড়া তাদের অনেকে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে প্রতিমাপূজা আরম্ভ করেছিল। তারা অন্য লোকদের প্রতি অবহেলা ও খারাপ ব্যবহার করত।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, তারা নিজেদের পাপ ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিতে চায়নি। তারা ধর্মের

নামে পশুবলি উৎসর্গ, ধরাবাধা কাজ-কর্ম্ম এবং উপবাস ইত্যাদি পালন করত। তারা ছিল অহংকারী এবং এমন ব্যবহার করত যেন, ঈশ্বর তাদের বিশেষ বিশেষ অধিকার দিয়েছেন। যিশাইয় সবই বুঝেছেন, তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "পৃথিবী, কান পেতে শোন।"

এর পর ঈশ্বর তাকে এক আশ্চর্য্য দর্শন দিয়েছিলেন। যিশাইয় এর বর্ণনা করেছেন ; "আমি প্রভুকে এক উচ্চ ও উন্নত সিংহাসনে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁর উপরে উজ্জ্বল সরাফগণ ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের ছ'টি পাখা। দুই পাখা দিয়ে তারা মুখ ঢেকে রাখেন, দুই পাখা দিয়ে তারা তাদের পা ঢেকে রাখেন, এবং দুই পাখা দিয়ে তারা উড়ছিলেন। তারা একে অন্যকে বলছিলেন ঃ পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু ; সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পূর্ণ।"

যিশাইয় অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলেন। এর পর দরজার খুঁটি এবং গোবরাট কাঁপতে লাগলো এবং ঘর ধোঁয়ায় পূর্ণ হল। যিশাইয় বুঝতে পারলেন যে, তিনি পবিত্র ঈশ্বরের সামনে রয়েছেন। তিনি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "হায়, আমি নষ্ট হলাম! কারণ আমি অশুচি মুখের মানুষ, আর অশুচি কথা বলা জাতির মধ্যে বাস করছি। আর আমার চোখ রাজাকে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুকে দেখতে পেয়েছে।"

তারপর সরাফদের একজন বেদীর কাছে উড়ে গেলেন এবং সেখানে রাখা আগুনের মধ্য থেকে চিমটা দিয়ে একখানা জলন্ত কয়লা নিলেন এবং যিশাইয়ের জিহ্বায় সেটি স্পর্শ করালেন।

সরাফ বললেন, "দেখ এটা তোমার মুখকে স্পর্শ করেছে। এখন তোমার অপরাধ ঘুচে গেল, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল।"

তারপর ঈশ্বর বললেন, "আমি কাকে পাঠাব? আমাদের পক্ষে কে যাবে?"

যিশাইয় বললেন, "এই যে আমি, আমাকে পাঠাও।"

"যাও", ঈশ্বর বললেন, "তুমি গিয়ে লোকদের আমার খবর বল।" তাদের পাপাচারের জন্য যে শাস্তি আসছে, সে বিষয়ে তাদের সতর্ক করে দাও। কিন্তু এ-ও তাদের বল যে, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যারা কান খুলে ঈশ্বরের সত্য শুনবে ও চোখ খুলে তা দেখবে তাদের কাছে তিনি মুক্তি পাঠাবেন। তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন, যার নাম হবে **"ইম্মানুয়েল"**, এই নামের অর্থ "আমাদের মধ্যে ঈশ্বর।"

আপনার করণীয়

১। নীচের তালিকা থেকে উপযুক্ত কথাটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

পাপ	সংবাদদাতা	মুক্তিদাতা
পবিত্রতা	ঈশ্বরের	শাস্তির (বিচার)
ক্রোধ	স্বর্গদূতগণ	যুদ্ধ
রাজা	যিশাইয়	দর্শন

ক) যিশাইয় তার দর্শনের সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি.....সামনে রয়েছেন।

খ) সরাফের কথাগুলি যিশাইয়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, ঈশ্বরের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে তাঁর.....।

গ) এই বিষয়টি তাকে তার নিজের ও তার জাতির.....সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ করে তুলেছিল।

ঘ) ঈশ্বরের প্রশ্ন এটাই দেখায় যে, তিনি কোন একজনকে তাঁর.....হিসাবে চেয়েছেন।

ঙ) ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে ভবিষ্যৎ .....বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া।

চ) ঈশ্বর একজন ..... পাঠাবার কথা দিয়েছিলেন।

সতর্কবাণী এবং প্রতিশ্রুতি ঃ

যিশাইয় যখন বললেন, 'এই যে আমি, আমাকে পাঠাও", এই কথা দ্বারা তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি আসলে বলেছেন, "আমি ঈশ্বরের সংবাদদাতা হতে ইচ্ছুক।" ঈশ্বর তার এই বাধ্যতা ও আগ্রহকে পুরস্কৃত করেছেন। তিনি তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর তাকে শ্রেষ্ঠ ভাব বাদীদের একজন করেছেন।

যিশাইয়ের দর্শন ও তার আহ্বান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। প্রথমতঃ তাঁর লোকদের জন্য ঈশ্বরের যত্ন সম্বন্ধে আমরা আরও জানতে পারি। তিনি তাদের পাপ ও দুঃখ-কষ্ট দেখেন। তাদের অবাধ্যতায় তিনি দুঃখ পান। তিনি তাদের সাহায্য করবার জন্য একটা পথের পরিকল্পনা করেন, আর স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিকল্পনার জন্য এমন একজন লোক দরকার যার মাধ্যমে তিনি কাজ করতে পারবেন। ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "কে যাবে?" তিনি একজন আগ্রহী লোককে চেয়েছেন। ঈশ্বর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লোকদের আহ্বান করেন না। তিনি আমাদের যা দেন, তা যদি আমরা গ্রহণ করতে আগ্রহী হই তবে তিনি আমাদের সাহায্য করবেন ও পথ দেখিয়ে নেবেন।

আমাদের জন্য ঈশ্বর যে এত যত্ন ও চিন্তা করেন তাঁর প্রতি আমরা কিরূপে সাড়া দিতে পারি যিশাইয়ের কাছ

থেকে আমরা তাও জানতে পারি। যিশাইয়ের দর্শন তাকে প্রথমতঃ ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং এর সাথে তার পাপের বিরাট পার্থক্য সম্বন্ধে সজাগ করে তুলেছিল। তিনি জানতেন যে কোন উপায়েই তিনি নিজেকে শুচি করতে ও ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত করতে পারেন না। তাই তিনি কেবল নিজের পাপ স্বীকার করলেন এবং তাকে শুচি করবার জন্য সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করলেন। তিনি নিজে কিছুই করেননি, কিন্তু ঈশ্বরের দেওয়া শুচিতায় বিশ্বাস করেছেন ও তা গ্রহণ করেছেন।

যিশাইয় ঈশ্বরের সংবাদদাতা হতে চেয়েছেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে ভালবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন ও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন। এর আরও একটা কারণ ছিল। তাহলো তিনি যখন এই নূতন পথে ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ভালবাসা দেখলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তার জাতির পাপের জন্য দুঃখ পেয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তারা তাদের ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে অন্ধ ও বধির হয়েছে। যিশাইয় বলেছেন যে, তারা বিদ্রোহী সন্তানদের মত আচরণ করছিল। তারা এমন সন্তানদের মত যারা তাদের বাবার বাধ্য হয়ে চলবেনা বা তাকে সম্মানও করবেনা।

যিশাইয় তাদের সতর্ক করতে চেয়েছেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে।

তারা পাপের ফাঁদে পড়েছে, আর এ অবস্থায় তারা অসহায়। যিশাইয় ঈশ্বরের সংবাদদাতা হতে আগ্রহী হয়েছিলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে ও তাঁর প্রজাদের ভালবাসতেন। ভাববাদী হিসাবে তার কাজ ছিল তাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসা।

আপনার করণীয়

২। সঠিক উত্তরগুলির পাশে দাগ দিন। যিশাইয় ঈশ্বরের একজন সংবাদদাতা হতে আগ্রহী হয়েছিলেন কারণ তিনি ঃ—

ক) ঈশ্বরকে ভালবাসতেন ও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন।

খ) জাতিকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন যে, পাপের ফলে তাদের উপর শাস্তি আসবে।

গ) জানতেন যে, ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের ভালবাসেন আর তিনি তাদের শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে চান।

ঘ) জানতেন যে, জাতির ধর্ম-কর্ম তাদের রক্ষা করবে না।

"অধর্মচারী ও পাপী সকলের বিনাশ এক সঙ্গে হবে, আর যারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে তারা বিনষ্ট হবে।"

"তোমরা পাতা ঝরা ওক্ গাছের মত ও জল ছাড়া বাগানের মত হবে। শক্তিশালী ব্যক্তি পাটখড়ির মত, ও তার কাজ আগুণের ফুল্‌কির মত হবে, উভয়ে একসাথে জ্বলবে, কেউ সে আগুণ নিভাবে না।"

যিশাইয় আরও বলেছেন যে, ঈশ্বর দুঃখ পেয়েছেন ও নিরাশ হয়েছেন, কারণ লোকেরা তিন দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে ঃ—

১। তারা অহংকারের সাথে কাজ করেছে, তারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেনি ; কিন্তু নিজেদের খুশীমত চলেছে।

২। তারা লোভী ও স্বার্থপরের মত গরীব ও অসহায় লোকদের ঠকিয়ে সব ভাল জিনিষ নিজেদের জন্য নিয়ে নিয়েছে।

৩। এই সব পাপ কাজের জন্য তারা পশুবলি উৎসর্গ এবং ধর্ম-কর্ম করে রক্ষা পাবার চেষ্টা করেছে। তারা বলি উৎসর্গ ও প্রার্থনার অর্থ বুঝতে পারেনি।

যিশাইয়ের কাছে ঈশ্বরের এই সতর্কবাণী আসল, "এই লোকেরা আমার কাছে আসে আর আপন আপন মুখে ও ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু তারা তাদের অন্তরকে

আমার কাছ থেকে দূরে রেখেছে। আর তারা যে আমার উপাসনা করে, তাও মানুষের শেখানো আদেশ মুখস্থ করা মাত্র।"

আপনার করণীয়

৪। নীচের শূন্য স্থান গুলি পূরণ করুন।

ক) "..... সকলের বিনাশ এক সঙ্গে হবে, আর যারা .... তারা বিনষ্ট হবে।

খ) "তোমরা পাতা ঝরা ওক্ গাছের ও .... মত হবে।"

গ) "এই লোকেরা আপন আপন মুখে ও ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু ....

তোমার প্রতি আমার দয়া কখনও বিচলিত হবে না।" সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সতর্কবাণীর সাথে ঈশ্বর অনেক কথাও দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরের সাহায্যে যিশাইয় ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, লোকেরা ঘাসের মতই। "তাদের সমস্ত গৌরব ক্ষেতের ফুলের মতই। ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুলের রং নষ্ট হয়ে ঝরে যায়; কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকবে।"

এইবার ঈশ্বর তাঁর খবরের মাধ্যমে লোকদের এই কথা দিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের মুক্তিদাতা হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন। কেবল পশুবলি তাদের রক্ষা করবে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও তাদের রক্ষা করতে পারবে না। ঈশ্বর তাদের পাপ দেখিয়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করেছেন। হ্যাঁ, লোকেরা বাতাসে দোলায়মান ঘাসের মতই দুর্বল, আর তাদের অন্তর ভয়ে পূর্ণ।

তবুও ঈশ্বর যিশাইয়কে তাদের বলতে বলেছেন, "শক্ত হও! ভয় কোরো না। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আসবেন। তিনি তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আসবেন।"

আমরা যেন যিশাইয়কে আনন্দের সাথে জোরে জোরে ঈশ্বরের এই কথাগুলি বলতে শুনি ঃ—"সবলে উচ্চৈঃস্বর কর, উচ্চৈঃস্বর কর, ভয় কোরো না! দেখ তোমাদের ঈশ্বর! দেখ, প্রভু সদাপ্রভু স্বপরাক্রমে আসছেন!"

যিশাইয় ব্যাখ্যা করেছেন যে, ঈশ্বর এমন এক বিজয়ী শাসনকর্তার মত যিনি বিনাশকারী শক্তির হাত থেকে তাঁর লোকদের রক্ষা করবেন। কিন্তু একই সময়ে তিনি এমন একজন সহানুভূতিশীল মেষপালকের মত যে, যত্নের সঙ্গে তার মেষদের দেখাশোনা করে। যাদের সাহায্য প্রয়োজন, তিনি তাদের কোলে তুলে নেন যেন, হৃদয়ের কাছে তাদের বহন করতে পারেন। ঈশ্বর জানেন যে, তাদের একজন শক্তিশালী শাসনকর্তা প্রয়োজন। কিন্তু তাদের ভালবাসাও প্রয়োজন, আর এই জীবনের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য প্রয়োজন সান্ত্বনার। তাদের জানা দরকার যে, ঈশ্বর একজন ব্যক্তি এবং দয়ালু ঈশ্বর। ঈশ্বর কাউকেই উপেক্ষা বা অবহেলা করেন না। আর আমাদের সাহায্য করে তিনি কখনও ক্লান্ত হন না।

তিনি বলেছেন, "যারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তারা উত্তরোত্তর নূতন শক্তি পাবে। তারা ঈগল পাখীর মত পাখায় ভর করে উড়বে, তারা দৌড়াবে কিন্তু ক্লান্ত হবে না, হাঁটলেও তারা ক্লান্ত হবে না।

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক থেকে এই আশ্চর্য প্রতিজ্ঞা-গুলির কথা শুনুন, যেগুলি এই ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর বলেছিলেন ঃ—

আমি তোমাকে শক্তি দিব, আমি তোমার সাহায্য করব। আমি আপন ধর্মশীলতার ডান হাত দিয়ে তোমায় ধরে রাখব।

কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, তোমার ডান হাত ধরে রাখব, আমি তোমার সাহায্য করব।

ভয় কোরো না, সদাপ্রভু তোমার মুক্তিদাতা বলেন, আমি তোমায় সাহায্য করব।

ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমায় মুক্ত করেছি। আমি তোমাকে নাম ধরে ডেকেছি ; তুমি আমার।

আপনার করণীয়

৫। এই পাঠে ঈশ্বরের যে প্রতিজ্ঞাগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আবার পড়ুন। এগুলি আপনার পক্ষে মুখস্থ করে নেওয়া ভাল, কারণ এগুলি আপনার অন্তরে থাকলে তা আপনার জন্য এক বিরাট সান্ত্বনা হবে। এই প্রশ্নগুলির উত্তরে যে প্রতিজ্ঞাগুলি চাওয়া হয়েছে, সেগুলি লিখুন।

ক) যারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে তাদের জন্য কি কথা দেওয়া হয়েছে ?

.....

.....

.....

খ) তাঁর লোকেরা যাতে ভীত না হয় সে জন্য ঈশ্বর কি কি কথা দিয়েছেন ?

....

....

....

....

মুক্তিদাতা এবং নিমন্ত্রণ ঃ

যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের যে প্রতিজ্ঞাগুলি পেয়েছি তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলির একটি হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর আমাদের **মুক্তিদাতা**। যিশাইয় ভাববাদীর লেখায় এই কথাটি অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। তখনকার সময়ে আইন এবং চলতি নিয়মে এর এক বিশেষ অর্থ ছিল।

তখনকার আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ঋণ শোধ করতে অক্ষম হতো, কিম্বা কোন গুরুতর সমস্যায় পড়তো, তাহলে কোন আত্মীয়কে তার **মুক্তি-দাতা** হতে হতো। এই মুক্তিদাতা ব্যক্তিকে তার জ্ঞাতির হয়ে ঋণ শোধ করতে কিম্বা জরিমানা দিতে হতো। যেমন কোন লোককে যদি দাস হিসাবে বিক্রি করা হতো, তবে মুক্তিদাতার কাজ হবে মূল্য দিয়ে তাকে কিনে সেই দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। কোন লোক যদি অভাবের জন্য তার পৈত্রিক ভিটা বিক্রি করতে বাধ্য হয়, তবে মুক্তিদাতা ঐ

আনন্দগান কর, কারণ সদাপ্রভু আপন প্রজাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। তিনি তাদের মুক্ত করেছেন। আর পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পাবে।"

যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন যে, ঈশ্বর আর একজন সংবাদদাতার মাধ্যমে মুক্তি দাতার পরিচয় জানাবেন। এই ব্যক্তি হবেন ঘোষণাকারী। তিনি হবেন সেই কণ্ঠ যা মরুভূমিতে ঘোষণা করবে, 'তোমরা সদাপ্রভুর পথ সরল কর।" তিনি লোকদের অন্তর মশীহের আগমনের জন্য প্রস্তুত করে তুলবেন।

আপনার করণীয়

প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটির পাশে দাগ দিন ঃ

৬। কোন ব্যক্তির একজন মুক্তিদাতার প্রয়োজন হয় যখন সে ঃ—

ক) অনেক ঋণে আবদ্ধ থাকে।

খ) এমন ঋণে আবদ্ধ থাকে যা শোধ করবার ক্ষমতা তার নাই।

৭। একজন মুক্তিদাতা এমন এক ব্যক্তি যিনি ঃ—

ক) লোকদের ঋণ মাফ করে দেন।

খ) অন্যদের ঋণ পরিশোধ করে দেন।

৮। পশু বলি উৎসর্গের উদ্দেশ্য হল ঃ—

ক) তা পাপ থেকে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্ত।

খ) তা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

ঈশ্বর যিশাইয়কে বলেছিলেন যে, তিনি, অর্থাৎ ঈশ্বর যে তাঁর প্রজাদের মুক্তির বন্দোবস্ত করবেন—এ কথা সমস্ত মানুষ জানুক, তাই তিনি চান। এই জন্য তিনি মুক্তিদাতার প্রয়োজন ও কাজ সম্পর্কে অনেক বিষয় যিশাইয়কে বলেছিলেন।

যিশাইয় এমন এক সময়ের দর্শন পেয়েছিলেন যখন, যে লোকেরা অন্ধকারের মধ্যে চলছিল, তারা মহান আলো দেখতে পাবে। অর্থাৎ তাঁর প্রজাদের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের রহস্য ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সকালের সূর্যের আলোতে প্রকৃতি-জগৎ যেমন পরিষ্কার দেখা যায়, তেমনি ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং ইচ্ছাও ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। ঈশ্বর অব্রাহাম, মোশি এবং দায়ূদের সাথে যে নিয়ম করেছিলেন, তা গৌরবময় এক নূতন পথে পূর্ণ হবে। যে লোকেরা হতাশার অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল, তাদের কাছে আশার আলো আসবে।

যিশাইয় দেখেছিলেন যে, কুমারীর গর্ভে এক শিশুর জন্মের মাধ্যমে আলোর সেই নূতন যুগ শুরু হবে। সেই শিশুকে আশ্চর্য মন্ত্রী, পরাক্রমশালী, অনন্তকালীন এবং শান্তিরাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যিশাইয় আরও দেখেছিলেন যে, এই উদ্ধারকর্তা, কোন কোন ভাববাণীতে যাকে দাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি অত্যন্ত দীন অবস্থায় এই জগতে আসবেন। তাঁকে একজন মহান রাজারূপে নয়, কিন্তু একজন দীন শিশু এবং একজন অবহেলিত নেতারূপে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে যিশাইয় কি বলেছেন, এখন আমরা তাই দেখব।

মানুষ তাকে অবহেলা করেছে ও ফিরিয়ে দিয়েছে। তিনি দুঃখভোগকারী, তিনি কষ্টের সাথে পরিচিত। তাঁর মধ্যে দৌরাত্ম বা প্রতারণা নাই। তিনি ধার্মিক, কিন্তু তিনি অন্যদের পাপের মূল্য পরিশোধ করবার জন্য, নিজে বলি হতে ইচ্ছুক। তিনি আমাদের সবাইর পাপের বলিস্বরূপ। অন্যদের জন্যই তিনি দুঃখভোগ করেছেন।

তিনি অন্যদের জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য দুঃখভোগ করবেন ; যিশাইয় বলেন যে, তিনি **আমাদের** জন্য দুঃখভোগ করবেন। এর পর ভাববাদীর মাধ্যমে সেই আশ্চর্য সত্যটি প্রকাশ করা হয়েছে তা হল, সেই প্রকৃত মুক্তিদাতা আমাদের সবাইর পাপ নিজে

বহন করবেন। তিনি বলির মেষ শাবকের মত আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করে, আমাদের বদলে শাস্তি গ্রহণ করবেন।

সিদ্ধ ও নিখুঁত ঈশ্বর নিজেই পাপী মানব জাতির বদলে স্বেচ্ছায় বলি হতে চান বলেই ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার শান্তি আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব। তিনি আমাদের জন্য নিজেকে অবনত করবেন। এইভাবে বিনামূল্যে আমাদের পাপের ঋণ থেকে আমরা মুক্তি পাব। পাপের বিচার হয়েই গেছে। আমরা এখন মুক্ত! ঈশ্বরের দয়াই আমাদের জন্য আত্মিক বিশ্রাম ও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছে। তিনি আমাদের যা দেন, তা যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে অনিশ্চয়তা ও অতৃপ্তির বদলে আমাদের অন্তর নিশ্চয়তা ও আনন্দে ভরে উঠবে।

আপনার করণীয়

১। নীচের বাক্যগুলি পূর্ণ করুন। যিশাইয় ভাববাদী দাসের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা সেই দাসের কাছ থেকে আমরা কি কি আশা করতে পারি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। যেমন তাঁকে আশ্চর্য

মন্ত্রী বলা হয়েছে, সুতরাং আমরা তাঁর কাছ থেকে পথ নির্দেশ লাভের আশা করতে পারি।

ক) আমরা শক্তি লাভের আশা করতে পারি কারণ তাঁকে .....বলা হয়েছে।

খ) আমরা আশা করতে পারি যে, তিনি আমাদের দুঃখ বুঝতে পারবেন, কারণ তাঁকে .....বলা হয়েছে।

গ) আমরা আশা করতে পারি যে, তিনি আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন, কারণ তিনি স্বেচ্ছায় .....।

প্রকৃত মুক্তি দাতার বর্ণনা এবং তাঁর কাছ থেকে যে মুক্তি আশা করা যেতে পারে তা লোকদের বোঝানোর পরে যিশাইয় তাদের এক মহান নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। "ওহে তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে এসো!" তিনি তাদের বললেন, যে পরিত্রাণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে তা ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করবার দায়িত্ব তাদেরই।

এজন্য তিনি একটা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে বলেছেন যে, তৃষ্ণার্ত লোকেরা যেমন জল নিতে যায়, ক্ষুধার্ত লোকেরা যেমন খাদ্য কিনতে যায়, তেমনি ঈশ্বরের কাছে আমাদের যা দরকার, তা আমাদের তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। আমরা জানি যে, দেহের জন্য জল ও খাদ্য দরকার, কিন্তু আমাদের অন্তরে আর এক তৃষ্ণা, আর এক ক্ষুধা রয়েছে।

যিশাইয় বলেছেন ঃ—

"সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, যাবৎ তাঁহাকে পাওয়া যায়,
তাঁহাকে ডাক যাবৎ তিনি নিকটে থাকেন ;
দুষ্ট আপন পথ, অধার্মিক আপন সংকল্প ত্যাগ করুক ;
এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক ।
তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করিবেন ;
আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক ।
কেননা তিনি প্রচুর রূপে ক্ষমা করিবেন ।"

আর মহান নিমন্ত্রণের পরে ভাববাদী আর একটা সুন্দর প্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন ঃ—

কারণ তোমরা আনন্দের সাথে বাইরে যাবে,
আর শান্তিতে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে ।

পরীক্ষা—৬

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর পুস্তিকা** নিন এবং এর ৮ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। ষষ্ঠ পাঠ কি আপনি ভাল করে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যে আপনি করতে পারেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। যিশাইয় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের যে দর্শন পেয়েছিলেন, তা দেখিয়েছে ঃ—

ক) ঈশ্বরের শক্তি ও মানুষের দুর্বলতা।

খ) ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং মানুষের অশুচিতা।

গ) ঈশ্বরের ন্যায়পরতা এবং মানুষের অন্যায়।

৭। আংগুর ক্ষেতের দৃষ্টান্তটি দেখায় যে, ঈশ্বর চান, লোকেরা ঃ—

ক) তাঁর যত্নের বিনিময়ে তাঁকে ভালবাসবে ও তাঁর বাধ্য হয়ে চলবে।

খ) ভাল কাজ করবার দ্বারা তাঁর সন্তান হওয়ার অধিকার পাবে।

গ) তাঁর যত্নের জন্য এক প্রকার সাড়া দেবে।

৮। যে লোকেরা পাপের প্রলোভনের কাছে দুর্বল, তাদের কাছে ঈশ্বরের ঃ—

ক) দয়া প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, যা তাঁর কোমলতা দেখায়।

খ) সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, যা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

গ) ন্যায়পরতা প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, যা পাপের শাস্তি দেয়।

৯। পবিত্র ও ন্যায়বান ঈশ্বর যদিও পাপ সহ্য করতে পারেন না, তবুও ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি অনুতপ্ত পাপীর ক্ষমা লাভের একটি উপায় করেছিলেন, এজন্য ঃ—

ক) বার বার ধর্মানুষ্ঠান করবার প্রয়োজন হয়।

খ) পাপের দেনা শোধ হওয়ার চিহ্ন রূপে তিনি একটি পশু বলি মেনে নিলেন।

গ) উপযুক্ত জরিমানা পরিশোধ করতে হয়।

১০। ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে, পশু বলি হচ্ছে ঃ—

ক) মানুষের দুরারোগ্য পাপ-রূপ ব্যাধির জন্য একটি বন্দোবস্ত।

খ) পাপের জন্য চূড়ান্ত বলি উৎসর্গ।

গ) ভবিষ্যতের উপযুক্ত বলির এক আপাততঃ চিহ্ন মাত্র।

সত্য-মিথ্যা

১১। শ্রেষ্ঠ ভাববাদীদের একজন যিশাইয়, বেশীর ভাগ লোকদের মনে আবেদন জাগাতে পেরেছিলেন, কারণ খুব গরীব পরিবারে তিনি বড় হয়েছিলেন।

১২। যিশাইয় সদাপ্রভুর যে দর্শন পেয়েছিলেন, তা তাকে গভীরভাবে সাড়া দিয়েছিল, কারণ ঈশ্বরের পবিত্রতার সাথে তিনি মানুষের অশুচিতার বিরাট পার্থক্য দেখলেন, যে জন্য শাস্তিই ছিল তার প্রাপ্য।

১৩। যিশাইয় যে শাস্তির খবর ঘোষণা করেছিলেন, তা একজন পিতা হিসাবে ঈশ্বরের স্বভাবই প্রকাশ করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বিপথগামী সন্তানদের শাস্তি দেওয়া।

১৪। পশু বলি উৎসর্গ করা ছিল একটা আপাততঃ চিহ্ন, যা এক সত্যিকার মহান বলি আমাদের মুক্তিদাতার প্রতিই ইংগিত করেছে, যিনি মানুষের মাঝে আসবেন এবং সমগ্র মানব জাতিকে পাপের কলঙ্ক থেকে উদ্ধার করবেন।

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। ভবিষ্যৎ বিচার সম্বন্ধে তাঁর প্রজাদের সতর্ক করে দেবার জন্য ঈশ্বরের একজন..... ..... দরকার ছিল।

১৬। যিশাইয় বলেন যে, ঈশ্বরের মুক্তি তারাই পাবে যারা..... .....গ্রহণ করবে।

১৭। যিশাইয় জানতেন যে, লোকদের ধর্ম-কর্ম তাদের ....করবে না।

১৮। পশু বলি উৎসর্গের উদ্দেশ্য ছিল, তা হবে পাপ থেকে..... .....একটি দৃষ্টান্ত।

১৯। যিশাইয় ভাববাণী বলেছেন যে, মুক্তিদাতার আগমনের ফলে, হতাশার অন্ধকার দূর হয়ে আশার আলো দেখা দেবে একজন..... .....গর্ভে যাঁর জন্ম হবে।

২০। সেই দাস স্বেচ্ছায় বলি হবেন বলে আবারও..... ....ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হতে পারবে।

৭ম পাঠ

বাপ্তিস্মদাতা যোহন-প্রকৃত বলিকে চিহ্নিত করেছিলেন

জাগো! আমার কথা শোন! কান দাও!

যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে, তাদের সকলের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ, পাপের শাস্তি, বিচার দণ্ড নেমে আসবে। তোমরা মন ফিরাও! মন ফিরাও! ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসো!

লোকেরা বেশ কয়েকজন ভাববাদীর মুখে এই সতর্ক-বাণী শুনেছিল। তবুও আরও একজন এলেন, তিনি

সেই ছেলের নাম রাখা হবে যোহন, আর তার কাজ অনেক লোকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। তার কর্তব্য হবে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের পথ প্রস্তুত করা। অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ গ্রহণ করবার জন্য তিনি লোকদের অন্তরকে প্রস্তুত করে তোলবেন।

স্বর্গ-দূতের কথা মতই যোহনের জন্ম হয়েছিল। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মা-বাবা তাকে ঈশ্বরের একজন একনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত এবং বাধ্য সেবক হতে শেখালেন। জীবনের শুরুতেই তিনি জানলেন যে, ঈশ্বর এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করবেন। "উঠ এবং লোকদের সতর্ক কর," ঈশ্বরের এই আহ্বান তিনি গ্রহণ করলেন। তার সেবা, কাজের সময় না হওয়া পর্যন্ত তিনি একাকী নির্জন মরুভূমিতে বাস করেছেন। তিনি সাধারণ দেশীয় খাদ্য খেতেন, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে সময় কাটাতেন এবং সব দিক দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে নিবেদিত দিলেন।

তারপর ঈশ্বর তাকে দিয়ে প্রচার কাজ আরম্ভ করলেন, নদীর তীরে আমরা যেমন দেখেছি। তার জীবন এত গভীরভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত ছিল, আর তার খবর এত স্পষ্ট ও জোড়ালো ছিল যে, অনেক লোক তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা বলত, "চল ওনার কথা শুনি। দেখি উনি কি বলেন। উনিই হয়তো সেই মশীহ।"

আপনি দেখতে পাচ্ছেন অধিকাংশ লোকই তাদের বংশ পরম্পরায় চলে আসা ধর্মকে ধরাবাঁধা পথে গ্রহণ করেছিল। ধর্মীয় প্রথার সম্বন্ধে তাদের মনে কোন প্রশ্ন না জাগলেও তারা সত্যিকার ভাবে সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের নিজ নিজ অন্তরে যেন মরুভূমির শূন্যতা বিরাজ করছিল। তাদের জীবন পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সন্তোষজনক নয় বুঝতে পেরে তারা অপরাধী বোধ করছিল। যোহনের খবর তাই তাদের মনকে নাড়া দিল।

তাদের নেতাদের কয়েকজন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে? আমরা যে মশীহের আশায় আছি, আপনি কি সেই? আপনি কি পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠা কোন ভাববাদী?"

"না", যোহন বিনীত ভাবে তাদের উত্তর করলেন, "আমি সে রকম কেউ নই। আমি প্রান্তরে একজনের রব, যে ঘোষণা করছে ঃ- তোমরা প্রভুর পথ সরল কর। আমি মশীহের জুতার ফিতা খুলবারও যোগ্য নই।"

আপনার করণীয়

১। যে উক্তিগুলি **সত্য** সেগুলির পাশে দাগ দিন। কোন উক্তি **মিথ্যা** হলে সেটি এই প্রশ্নের শেষে দেওয়া খালি জায়গায় শুদ্ধ করে লিখুন।

ক) একজন স্বর্গদূতের দ্বারা যোহনের জন্ম সম্বন্ধে পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছিল।

খ) তাকে লোকদের সতর্ক করবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।

গ) তার জীবন সব দিক দিয়েই ছিল সরল ও পবিত্র।

ঘ) তার বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই মশীহ।

ঙ) লোকেরা তাদের পুরুষানুক্রমে চলে আসা ধর্ম নিয়ে সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল।

.....

.....

.....

.....

যোহনের কাজ পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হলে, এখানে আমাদের কিছু থেমে, মনে মনে আরও একটু চিন্তা করতে হবে। সমস্ত ভাববাদীদের কাছ থেকে আমরা যা যা শুনেছি, তা নিয়ে চিন্তা করি, আসুন।

নোহের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি যে, মানুষের পাপ দেখে ঈশ্বর অন্তরে গভীর দুঃখ পান এবং তা মানুষের উপর ন্যায় সংগত শাস্তি নিয়ে আসে। আমরা জেনেছি, সেই লোকেরা যেমন মহাপ্লাবনের হাত থেকে নিজেরা

নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি তাদের উপর যে শাস্তি আসবে, মানুষ তা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে অক্ষম। কিন্তু তবুও ঈশ্বর তাঁর ভালবাসা হেতু তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষার একটা উপায় করে দিয়েছেন।

অব্রাহামের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি যে, ঈশ্বর বাধ্যতা চান। বলি উৎসর্গের অর্থ আমরা আরও ভাল-ভাবে বুঝতে পেরেছি। আমরা দেখেছি যে, অব্রাহামের ছেলের বদলে ঈশ্বর নিজেই এক উপযুক্ত বলি যোগাড় করে দিয়েছিলেন।

এর পরে আমরা মহান ভাববাদী মোশির মাধ্যমে ঈশ্বরের কথা শুনেছি। তাঁর প্রজাদের উদ্ধার করার পরিকল্পনা এবং তাদের পরিচালনা দেবার বিষয় ঈশ্বর তাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন। মোশি ঈশ্বরের এই নির্দেশ পেলেন যে, প্রতি পরিবারের জন্য একটা করে মেষশাবক বধ করা হোক ও তার রক্ত দরজার কপাটে লাগিয়ে রাখা হোক। এ থেকে আমরা দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে বলি উৎসর্গের ভূমিকা কি, তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। পরে মোশি ঈশ্বরের কাছ থেকে উপাসনা ও বলি উৎসর্গ করা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ নির্দেশ লাভ করেছিলেন। এই পথে প্রত্যেকেই পাপের প্রকৃতি ও মুক্তির বিষয় বুঝতে পেরেছিল। তাছাড়া মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করেই আমাদের পক্ষে সমস্ত সত্য জানা সম্ভব।

দায়ূদের কাছ থেকে আমরা অপরাধ, অনুতাপ এবং বলি উৎসর্গ করা সম্বন্ধে আরও কিছু শিক্ষা পেয়েছি। তার কাছ থেকে আমরা এই বিশেষ খবর পেয়েছি যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছ থেকে পশুর রক্তের চেয়েও বেশী কিছু চান।

"হোমে তোমার সন্তোষ নাই, হে ঈশ্বর" বলে অনুতপ্ত অন্তরে দায়ূদ চিৎকার করেছেন, "ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণই তোমার গ্রাহ্য বলি।" তাই দায়ূদ নিজেকে ঈশ্বরের দয়ার হাতে সঁপে দিয়েছেন, নিজের পাপ স্বীকার করে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

সবশেষে আমাদের আগের পাঠে যিশাইয়ের খবর থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কোন ধর্ম-কর্ম, এমন কি সরল অন্তরের অনুতাপও আমাদের পাপ থেকে শুচি করতে পারে না। যিশাইয় আমাদের কাছে পূর্ণ সত্য প্রকাশ করেছেন। তা হল বলির প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু পশুর রক্ত যথেষ্ট নয়। আগের পাঠগুলিতে আমরা যেমন দেখেছি, ঈশ্বর যে দিন সিদ্ধ বলি অর্থাৎ একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন, যিনি সমগ্র মানব জাতির পাপের জন্য দুঃখ ভোগ করবেন—তাঁর কথা লোকদের মনে করিয়ে দেবার জন্য একটা চিহ্নস্বরূপ ছিল, এই পশুবলি উৎসর্গ। এর ফলে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের ক্ষমা ও তাঁর দয়া লাভ করতে পারবে। কিন্তু যিশাইয় আমাদের জানিয়েছেন যে, লোকদের প্রয়োজন হল; নিজেরা মন পরিবর্তন করে

ঈশ্বর যে বলির বন্দোবস্ত করেছেন, তা গ্রহণ করা। ঈশ্বরের কাছে বল প্রয়োগের কোন স্থান নাই। তিনি চান মানুষ ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁকে ও তাঁর দেওয়া পথ গ্রহণ করে।

যিশাইয়ের মহান আহ্বানের খবরটি স্মরণ করুন। আপনি সম্ভবতঃ এই কথাগুলি উল্লেখ করতে পারেন ঃ—

সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, যাবৎ তাঁহাকে পাওয়া যায়...
দুষ্ট আপন পথ, অধার্মিক আপন সংকল্প ত্যাগ করুক
এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক,
তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করিবেন,
আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক,
কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন।

ঈশ্বর যিশাইয়কে এই কথাগুলি বলবার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর চেয়েছেন যেন লোকেরা তাদের ক্ষমা লাভের সুযোগ চিনতে পারে। যেহেতু তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাদের জন্য একজন প্রকৃত মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন, তাই সেই মুক্তিদাতা যখন আসবেন, তখন তারা যেন তাঁকে চিন্‌তে পারে, সে জন্য একটা উপায়ও তিনি করবেন। এই জন্যই তিনি বাপ্তাইজকারী যোহনকে পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর পথ সরল করেন, বা অন্য কথায়, পথ পরিষ্কার এবং সহজ করেন।

আমরা লক্ষ্য করি যে, যোহনের কথাগুলি ঠিক যিশাইয়ের কথার মতই। তিনি লোকদের সতর্ক করে দিয়ে পাপ ও অধর্ম থেকে পালাতে বলেছেন, পাপের জন্য অনুতাপ করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে বলেছেন, যেন তারা ক্ষমা লাভ করতে পারে। যোহনের কাজ হচ্ছে, তার আগেকার সমস্ত ভাববাদীদের কাজ ও কথার সার বা চূড়ান্ত রূপ। যিনি সমস্ত ভাববাণী পূর্ণ করবেন তাঁর পরিচয় প্রকাশ করে দিয়ে, তিনি এই কাজ করবেন। এই জন্যই যোহনকে চিহ্নদানকারী বলা হয়েছে। তাহলে এখন আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তাঁর উপযুক্ততা এবং তাঁর কথা আমাদের শোনা উচিৎ কেন, তা দেখতে পাচ্ছি।

আপনার করণীয়

২। ভাববাদীদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমরা অনেক কিছু শিখেছি। তবে প্রত্যেক ভাববাদীই আমাদের এক একটা বিশেষ সত্য দেখিয়েছেন। এদের কয়েকটা সত্য এখানে দেওয়া হল। সত্য-গুলির বাম পাশের খালি জায়গায় সেই ভাববাদীর নামের সংখ্যাটি বসান, যার জীবন ও শিক্ষা থেকে ঐ সত্যটির সবচেয়ে ভাল উদাহরণ পাওয়া যায়।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন-প্রকৃত বলিকে চিহ্নিত করেছিলেন

১। নোহ	৫। দায়ূদ
২। অব্রাহাম	৬। যিশাইয়
৩। যোষেফ	৭। বাপ্তাইজকারী যোহন
৪। মোশি	

……ক) পাপ, মানব জাতির উপর ভয়ানক শাস্তি ডেকে আনে।

… খ) আমাদের পথ-নির্দেশ দেবার জন্য ঈশ্বর তাঁর লিখিত বাক্য দিয়েছেন।

……গ) ঈশ্বর আমাদের এই ভাবে চালাচ্ছেন কেন, তা না বুঝলেও আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলব।

…… ঘ) ঈশ্বর একজন সিদ্ধ মুক্তিদাতা দেবার কথা বলেছেন।

…… ঙ) ঈশ্বর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেয়ে ভগ্ন হৃদয়ই বেশী পছন্দ করেন।

… চ) অনেক ভাববাণী পূর্ণ করে মশীহের আগমন হবে।

৩। বাপ্তাইজকারী যোহনের সম্বন্ধে তিনটি সত্য উক্তি দেওয়া হয়েছে। যে উক্তি তার বিশেষ কাজটির বর্ণনা দেয়, সেটির পাশে দাগ দিন।

ক) তিনি লোকদের সতর্ক করে দেন যে, যারা পাপে জীবন যাপন করবে ঈশ্বর তাদের সবাইকে শাস্তি দেবেন।

খ) তিনি অন্যান্য ভাববাদীদের কথার সার প্রকাশ করেছেন, তা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মশীহের পরিচয় প্রকাশ করেছেন।

গ) তিনি সরল ও পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত জীবন যাপন করে, নিজেকে শুচি ও নিষ্কলঙ্ক রেখেছেন।

আমাদের জন্য তিনি কি সংবাদ এনেছিলেন?

যোহন ভবিষ্যৎ শাস্তির বিষয় বলেছেন। তিনি উচ্চরবে প্রচার করে বলেছেন, "তোমরা তোমাদের প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভর কোরো না। তোমরা একটা বিশেষ পরিবার অথবা ধর্মের মধ্যে জন্ম নিয়েছ বলে, নিজেদের নিরাপদ ভেবো না।" এগুলি ছিল **সতর্কবাণী**। লোকেরা যাতে তার খবরের গুরুত্ব বুঝতে পারে, সে জন্য তিনি নাটকীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। ঈশ্বরের বিচারকে তিনি একটা কুড়াল দিয়ে গাছ কেটে ফেলা বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, "যে কোন গাছে ভাল ফল না ধরে, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।"

এছাড়া তিনি ফসল মাড়াই করবার দৃষ্টান্তও ব্যবহার করেছেন। "তাঁর ফসল মাড়াবার জায়গা তিনি ভাল করেই পরিষ্কার করবেন। তিনি তাঁর ফসল গোলায় জমা করবেন, কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে না, সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"

এই সব হুঁশিয়ারীর উদ্দেশ্য ছিল লোকদের মন পরিবর্তনের পথে নিয়ে আসা। তিনি বলেছেন, "তোমরা পাপ থেকে মন ফিরাও কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।"

তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ঈশ্বর নূতন ভাবে এবং পুরোপুরি ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চান। তিনি লোকদের অনুনয় করেছেন, যেন তারা মন পরিবর্তনের এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের সাথে এক সত্যিকার এবং সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলে।

"আমার পরে একজন আসছেন; যিনি আমার চেয়ে মহান"—যোহন ঘোষণা করেছেন। তার খবরের এই অংশটি ছিল ঘোষণার মত। মনে রাখবেন যে, লোকেরা অব্রাহাম, মোশি, যিশাইয় এবং অন্যান্যদের ভাববাণীর কথা জানত। তারা তাদের ভাববাণীর পূর্ণতার অপেক্ষা করছিল। তারা উদ্ধারকর্তা মশীহকে দেখবার আশা

করছিল। আর নদীর তীরে যোহন যে সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন, তা ছিল ঃ "সময় এসে গেছে। তোমরা অব্রাহামকে নিয়ে গর্ব করতে পার, আমাকে একজন ভাববাদী বলতে পার, কিন্তু আরও মহান একজন তোমাদের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছেন।"

লোকদের জানা সব ঘটনা থেকে একেবারে আলাদা একটা ঘটনার জন্য, তাদের প্রস্তুত করে তোলবার জন্য, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এই ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। যোহনের কথা সবাইর কাছে রহস্যময় মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার আগে ছিলেন। আমি এসেছি যেন তাঁকে প্রকাশ করি।" এ কথার মানে কি? তিনি আমার পরে আসছেন, কিন্তু **আমার আগে ছিলেন**। এটাই হল তার ঘোষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমনটি কি হতে পারে না যে, স্বয়ং ঈশ্বর যিনি যোহনের আগে ছিলেন, মশীহের মধ্য দিয়ে তিনিই নিজেকে প্রকাশ করবেন? কারণ একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর তো আত্মা, তাঁকে কিভাবে স্বচক্ষে দেখা যেতে পারে, যাতে লোকেরা সত্যি সত্যি জানতে পারবে যে, তিনিই মুক্তিদাতা, দয়ালু ও করুণাময় ঈশ্বর?

মানব ইতিহাসের এক বিশেষ সময় এসেছে বলতে, আমরা এটাই বুঝিয়েছি। অধিকাংশ লোকেরাই বুঝতে পারেনি যে, সমস্ত ভাববাদীরা যে খবর শুনবার জন্য

অধীর ভাবে অপেক্ষা করেছিলেন, তারা সেই অমূল্য খবরই শুনতে পাচ্ছে, যা পরে সমগ্র মানব জাতির জন্য **সুখবর** নামে পরিচিত হবে।

এরপর সতিকার সেই মহাদান উপস্থিত হল। যোহনের খবরের এই অংশটির জন্যই এর বাদবাকী অংশগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল। তিনি কথা থামিয়ে উপরের দিকে চাইলেন, দেখলেন, যীশু নামের একজন নদীর দিকে আসছেন।

স্বর্গ থেকে এক রব শোনা গেল, তাতে বুঝা গেল যে, এই যীশুই সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ। তিনি মানব দেহে আগত মুক্তিদাতা-যাঁকে জগৎ এখন সিদ্ধ বলিরূপে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে।

"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন। ইনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম।" যোহন নদীর তীরে জড়ো হওয়া লোকদের কাছে এবং পৃথিবীতে যারাই খ্রীষ্টের **সু-খবর** শুনবে তাদের সবাইর কাছে এই কথাগুলির দ্বারা মশীহের পরিচয় দিয়েছেন। এর পরে যোহন ব্যাখ্যা করেছেন যে, ঈশ্বরই তাকে বলেছেন, যেন এঁকেই তিনি সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি, মুক্তিদাতারূপে সনাক্ত করেন। তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত মেষশাবক। যোহন বলেছেন, "আমি দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি।"

যারা যোহনের কথা শুনেছিল, তাদের অনেকেই হৃদয়ে অনুভব করেছে যে, তার কথা সত্য। অনেকে যীশুর অর্থাৎ মশীহের শিষ্য হল ও তাদের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করল। তারা বন্ধু-বান্ধবদের সুখবর দিল, "আমরা মশীহের দেখা পেয়েছি।"

আপনার করণীয়

৪। এখানে বাপ্তাইজকারী যোহনের প্রচার থেকে চারটি বাক্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বাক্য তার খবরের কোন্ অংশের দৃষ্টান্ত, তা প্রত্যেকটির নীচে যে লাইন দেওয়া আছে, সেখানে লিখুন।

ক) "স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে। তোমরা পাপ থেকে মন ফিরাও ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর।"

....

খ) "যে গাছে ভাল ফল ধরে না, তা কেটে ফেলা হবে।"

....

গ) "যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার আগে ছিলেন।"

....

ঘ) "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন।"

৫। বাপ্তাইজকারী যোহনের খবর থেকে আপনি নিজের জন্য কি কি সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা পান? নীচের অংশগুলি পড়ুন এবং যেগুলি আপনার নিজের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেগুলির পাশে দাগ দিন।

ক) ঈশ্বর চান তার দাসেরা নম্র এবং বাধ্য হবে।

খ) বংশ-পরম্পরায় চলে আসা ধর্মীয় প্রথা পাপের ক্ষমা দেয় না।

গ) ঈশ্বর মশীহের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

ঘ) খ্রীষ্টের সু-খবর আমি এবং আমার পরিবারসহ সবারই জন্য।

এর সত্যতা সম্বন্ধে কিভাবে নিঃসন্দেহ হতে পারি?

ভাববাণীর প্রমাণ ঃ

"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু!" আপনি যখন প্রথমে যোহনের এই কথাগুলি পড়েছেন, তখন আপনার কি মনে হয়েছিল? মোশির শিক্ষামালা আপনার মনে পড়েছিল কি? যিশাইয় ভাববাদীর কথা আপনার কি

মশীহ, যীশু যখন এই প্রশ্ন শুনলেন, তখন তাঁর অন্তর ভালবাসা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হল। তিনি জানতেন যে, সত্য জানবার প্রকৃত আগ্রহ নিয়েই এই প্রশ্ন করা হয়েছে। তখন তিনি সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তর বলে পাঠালেন।

তিনি যোহনের সংবাদদাতাকে বললেন, "আমার সঙ্গে থেকে তোমরা যা যা দেখেছ ও শুনেছ, যোহনের কাছে গিয়ে তা বল। তাকে বল, অন্ধেরা দেখছে, বিকলাংগ লোকেরা হাঁটছে, কুষ্ঠীরা ভাল হচ্ছে, বধিরেরা শুনছে, মৃতেরা উত্থাপিত হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, স্বর্গ রাজ্যের সু-খবর প্রচারিত হচ্ছে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল মাত্র বাপ্তাইজকারী যোহনের কথার মধ্যেই নয়, কিন্তু যীশুর কাজের মধ্যেও ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে। আমরা আরও দেখি যে, সন্দেহ প্রকাশ করবার জন্য যীশু যোহনকে বকেন নি। তিনি বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে তর্ক করেন নি। তিনি কেবল সত্যগুলিই তুলে ধরেছেন। আমাদের নিজেদের অনেক প্রশ্নের উত্তরও এইভাবে দেওয়া যায়। আমরা যদি আমাদের হৃদয় ও মন খুলে রাখি, বাইবেল পড়ি, অন্যদের সাক্ষ্য শুনি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবেন।

বাপ্তাইজকারী যোহনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা আরও কিছু জানতে পারি। সন্দেহ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রশ্ন করা আমাদের সবাইর পক্ষেই স্বাভাবিক।

ধর্ম একটা খুব গুরুতর ব্যাপার, প্রত্যেকটি লোকের কাছেই তা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আত্মা সত্য জানতে চায়। আমাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। যোহন কি রকম বোধ করেছেন, তা ঈশ্বর বুঝেছিলেন ; আমাদেরও তিনি বুঝেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য তিনি যোহনকে বকেন নি, তিনি উত্তর দিয়েছেন। সহানুভূতির সাথে তিনি যোহনকে সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত করেছেন। আমরা যখন সরলভাবে প্রশ্ন করি, তখন তিনি আমাদেরও উত্তর দেবেন।

যোহনের শিষ্যরা মশীহ যীশুর কাজ সম্পর্কে তাকে জানাতে লাগলেন। এটা খুবই পরিষ্কার যে, ভাববাণীর সবকিছুই পূর্ণ হচ্ছিল। মশীহ যীশু তাঁর ভিতরের পবিত্র আত্মার শক্তিতে আশ্চর্য কাজ করছিলেন এবং মশীহ যীশুর মাধ্যমেই ঈশ্বরের করুণাপূর্ণ মুক্তি পরিকল্পনা সবার চোখের সামনে প্রকাশিত হচ্ছিল। তাতে সব সন্দেহ দূর হলো।

জেলখানায় তাকে হত্যা করবার ফলে বাপ্তাইজকারী যোহনের পরিচর্যা কাজের দুঃখজনক সমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু যে জন্য তার জন্ম হয়েছিল, তিনি তা সম্পন্ন করেছিলেন। ঈশ্বর তাকে যে কাজ দিয়েছিলেন, তিনি তা নিখুঁত ভাবে করেছিলেন।

তিনি ঈশ্বরের গোপন রহস্য প্রকাশের পথ প্রস্তুত করেছিলেন, আগামী পাঠে আমরা তা দেখতে পাব।

তিনি মশীহের পরিচয় প্রকাশ করেছেন।
"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন"—এই একটি বিজয় সংবাদের মধ্য দিয়ে তিনি আর সমস্ত ভাববাদীদের ভাববাণীর পূর্ণতা ঘোষণা করেছেন।

আপনার করণীয়

৬। শূন্যস্থানে উপযুক্ত কথা বসিয়ে নীচের বাক্যগুলি পূর্ণ করুন।

ক) আমরা যোহনের খবর যে সত্য তার প্রমাণ পাই, ...কথার মধ্যে এবং .....কাজের মধ্যে।

ক) যোহনের শিষ্যদের বলা হয়েছিল, যেন তারা গিয়ে যোহনকে বলে যে,.....
.....
.....
.....
.....

৭। এখানে একটা প্রার্থনা দেওয়া হল। দায়ূদের প্রার্থনা থেকে এটা তৈরী করা হয়েছে। একবার সবটা প্রার্থনা পড়ুন। তারপর আপনি হয়তো ঈশ্বরের কাছে আপনার হৃদয়ের সত্যিকার প্রার্থনা হিসাবেই এটা আবার পড়তে চাইবেন।

হে ঈশ্বর, তুমি মহান ও দয়ালু, তোমার বাক্য অন্তরে থেকে আলো দেয়, তা সরল লোকদের জ্ঞান দেয়।

তোমার বাক্য অনুসারে আমাকে চালাও,
আমার উপরে কোন পাপকে কর্তৃত্ব করতে দিও না।

তোমার দাসের উপর তোমার মুখ উজ্জ্বল কর।
আর আমায় তোমার আদেশমালা শিক্ষা দাও।

আমাকে জ্ঞান দান কর যেন আমি বাঁচি।

আমেন।

উত্তরমালা

৭। সম্পূর্ণ প্রার্থনাটি মন দিয়ে পড়ুন।

১। ক) সত্য।

খ) সত্য।

গ) সত্য।

ঘ) মিথ্যা। আপনার উত্তর। এই ধরণের উত্তর হবে ঃ তিনি বলেছেন যে, তিনি মশীহ নন। তিনি হলেন মরুভূমিতে একজনের রব, মশীহকে সনাক্ত করে দেবার জন্য তিনি এসেছেন।

ঙ) মিথ্যা। আপনার উত্তর। এই ধরণের উত্তর হবে ঃ লোকেরা সন্তুষ্ট ছিল না। তারা অন্তরে নিজেদের অপরাধী এবং ক্ষুধার্ত মনে করছিল।

৬। ক) ভাববাদীদের, যীশুর।

খ) অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে. বিকলাংগরা হাঁটছে, কুষ্ঠীরা ভাল হচ্ছে, বধিরেরা শুনতে পাচ্ছে, মৃতেরা জীবিত হয়ে উঠছে, স্বর্গরাজ্যের সুখবর প্রচারিত হচ্ছে।

২। ক) ১। নোহ ঘ) ৬। যিশাইয়

খ) ৪। মোশি ঙ) ৫। দায়ূদ

গ) ২। অব্রাহাম চ) ৭। বাপ্তাইজকারী যোহন

৫। আপনার নিজের উত্তর।

৩। খ) তিনি অন্যান্য ভাববাদীদের কথার সার প্রকাশ করেছেন, তা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও মশীহের পরিচয় প্রকাশ করেছেন।

৪। ক) মনপরিবর্তন।

খ) সতর্কবাণী।

গ) ঘোষণা।

ঘ) উপস্থিত।

পরীক্ষা—৭

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর পত্র** নিন এবং এর ৯ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। সপ্তম পাঠ কি আপনি ভাল করে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যে আপনি করতে পারেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় বাপ্তাইজকারী যোহনের কাজ ছিল ঃ—

ক) অন্যান্য ভাববাদীদের কথা ও কাজের আসল বিষয় প্রকাশ করা।

খ) এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলবার জন্য লোকদের আহ্বান করা।

গ) ঈশ্বরের সম্পূর্ণ নূতন এক আত্ম প্রকাশের পথ আরম্ভ করা।

৭। বাপ্তাইজকারী যোহন ভাববাদীদের খবরের আসল বিষয় প্রকাশ করবার দ্বারা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ পালন করেছেন। কিন্তু তার সব-চেয়ে দরকারী খবর ছিল ঃ—

ক) তার লোকদের উদাসীনতা।

খ) তার পরে যাঁর আগমন হবে তাঁর বিষয়ে ঘোষণা।

গ) তার জাতির বিশ্বস্ত লোকদের জন্য একটা প্রতিজ্ঞা।

৮। ঈশ্বরের মেষ-শাবক কথাটি এই ধারণা বহন করে যে, ঈশ্বর মানুষের পাপের মুক্তির জন্য একটা স্থায়ী সুব্যবস্থা করেছেন। আর তিনি তা করেছেন।

ক) আরও উপযুক্ত বলি উৎসর্গ প্রথার মাধ্যমে।

খ) কতিপয় আইনের মাধ্যমে, যা পাপের ফলকে ঢেকে রাখবার ব্যবস্থা করে।

গ) তাঁর নিজ বলির মাধ্যমে, যা মানুষের পাপের ঋণ পূর্ণরূপে শোধ করে।

৯। সব ভাববাদীদের মধ্যেই আমরা একটা খবর পাই, তা হল ঃ—

ক) যারা তা গ্রহণ করে, তাদের সবাইর জন্যই ঈশ্বর পরিত্রাণের বন্দোবস্ত করছেন।

খ) মানুষের একটা বিশেষ মূল্য পরিশোধ করবার দ্বারা পাপের সাজা থেকে রেহাই পেতে পারে।

গ) ধর্মীয় বলি উৎসর্গের মাধ্যমে পাপ করা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

১০। সব ভাববাদীদেরই এমন একটা সাধারণ লক্ষ্য ছিল, আমরাও যার ভাগী হতে পারি, তারা সবাই মনে প্রাণে ঃ—

ক) তাদের পাপী জাতির সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন।

খ) তাদের চারপাশের পাপ পরিবেশের মধ্যেও সিদ্ধ হতে চেয়েছেন।

গ) যাঁর আগমন হবে তাঁর এবং তাঁর পরিত্রাণ সম্বন্ধে আরও বেশী জানতে চেয়েছেন।

সত্য-মিথ্যা

১১। যিশাইয় ভাববাদী ভাববাণী বলেছিলেন যে, ঈশ্বর এমন একজনকে পাঠাবেন, যিনি এসে মুক্তিদাতার আগমন ঘোষণা করবেন; আর বাপ্তাইজকারী যোহনই হলেন সেই একজন।

১২। যোহনের প্রচার খুব কম লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল, কারণ তিনি অন্যান্য নেতাদের মতই প্রচার করতেন।

১৩। বাপ্তাইজকারী যোহন ব্যাখ্যা করেছেন যে, ঈশ্বর তাকে বলেছেন, যেন তিনি যীশুকে তার সেই প্রতিজ্ঞাত আত্মপ্রকাশ, সেই মুক্তিদাতারূপে ঘোষণা করেন।

১৪। যোহন তাঁর বিষয়ে সন্দেহ করায়, যীশু তাকে কঠোর বকুনি দিয়েছিলেন এবং শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তিনিই সেই মশীহ।

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। যোহনের কাজ ছিল ঈশ্বরের ..... পথ প্রস্তুত করা।

১৬। "যাঁর আগমন হবে" তাঁর সম্বন্ধে যোহনের প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল অপেক্ষমান লোকদের জানতে দেওয়া যে, সেই সব ভাববাণী ..... হচ্ছে।

১৭। যোহন লোকদের কাছে যীশুকে ..... রূপে পরিচয় দিয়েছেন ; আর তা ছিল যিশাইয়ের এই ভাববাণীর পূর্ণতা যে, মানুষের পাপ ও দুঃখ-কষ্ট বহন করে তার.....অর্জন করবার জন্য একজনের আগমন হবে।

১৮। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈশ্বরের মেষ-শাবক, যিশাইয়ের ভাববাণীর দুঃখভোগকারী দাস..... জন্যই জন্মেছিলেন এবং মানুষের পাপের মূল্যরূপে তাঁর প্রাণ দিয়েছিলেন।

৮ম পাঠ

যীশু - মানুষের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছেন

আপনি এই কোর্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠটিতে এসে পেঁৗছেছেন। প্রতিটি পাঠেই আমরা ঈশ্বরের সেবায় সঁপে দেওয়া একজন মহান লোকের খবর শোনবার ও তার জীবন পাঠ করার সুযোগ পেয়েছি। এই মহান লোকদের কথা এবং কাজই তাদের সাক্ষ্য বহন করে। আমরা সত্যি সত্যিই ভাববাদীদের কথা শুনেছি।

আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ, পাপের প্রকৃতি, বিচারের প্রয়োজন, আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্ন এবং আমাদের রক্ষা করবার জন্য তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে সত্য শুনেছি। আমরা শুনেছি যে, ভাববাদীরা সত্যিকার মহান একজনের আগমনের জন্য লোকদের অপেক্ষা করতে বলেছেন। তারা তাকে **মশীহ** নামে পরিচয় দিয়েছেন।

আমরা তো শুনেছি। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি খোলা মন ও খোলা অন্তর দিয়ে শুনেছি? অনেক সময় আমরা শুনি, কিন্তু আমাদের মন অন্য ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকে যে, সত্যিকার ভাবে আমরা শুনি না। ভাববাদীদের খবরগুলি আমাদের নিজেদের জন্য কি বলতে চায়, তা সত্যি সত্যি শুনতে ও বুঝতে সাহায্য করাই, এই কোর্সের প্রধান উদ্দেশ্য। এই পাঠগুলি নিয়ে চিন্তা করা এবং এখানে আমরা যা শিখেছি, সেই মত চলা ও কাজ করা আমাদেরই দায়িত্ব।

পবিত্র বাইবেলের একজন লেখক বলেছেন ঃ আমরা যা শুনেছি, তা পালন করবার দিকে আমাদের আরও মনযোগ দেওয়া উচিৎ, যেন তা থেকে আমরা দূরে সরে না যাই। যা শুনেছি, আমরা যেন তার অবহেলা না করি। অনেকদিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে নানাভাবে অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখন ঈশ্বর এমন একজনের মধ্য দিয়ে

কথা বলেছেন, যিনি ঈশ্বরের ভালবাসার সত্যিকার প্রকাশ, যিনি সমগ্র মানব জাতির কাছে ঈশ্বরের বাক্য।

ঈশ্বরের এই সত্যিকার আত্ম প্রকাশ, যাঁর বিষয় ভাববাদীরা বলে গেছেন, তিনিই সেই আকাংখিত মশীহ। তিনি যখন নিজের বিষয়ে বলতে শুরু করলেন, তখন তাঁর কথা শুনে, সবাই অবাক্ হয়েছে। তারা বলেছে "উনি ক্ষমতার সাথে কথা বলেন!" যীশু নামে পরিচিত এই ব্যক্তির রহস্য সম্বন্ধে আমরা এই পাঠের আরও শিক্ষা করব। তাঁর কথা, কাজ ও প্রকাশিত সত্যের মাধ্যমে আমরা তাঁকে আমাদের কাছে কথা বলবার সুযোগ দেব।

এই পাঠে আপনি যা পড়বেন—

তাঁর বিষয় ভাববাদীরা বলেছেন।

তিনি ক্ষমতার সাথে কথা বলেন।

তিনিই পথ ও সত্য।

এই পাঠ পড়লে আপনি ঃ—

★ যীশু কোন্ কোন্ পথে ভাববাণী পূর্ণ করেছেন, তা বলতে পারবেন।

★ যীশুর কয়েকটি মূল শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ এক নিষ্পাপ বলির প্রয়োজন হয়েছিল কেন, তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের প্রেম পূর্ণ ডাকে সাড়া দিতে পারবেন।

তাঁর বিষয় ভাববাদীরা বলেছেন ঃ

"সদাপ্রভু কহেন ঃ আহা! পর্বতগণের উপরে তাদের চরণ কেমন শোভা পাচ্ছে, যারা মঙ্গলের সুসমাচার প্রচার করে, পরিত্রাণ ঘোষণা করে .....

শোনো, আমার কথা শোনো .....
কর্ণপাত কর, আমার কাছে এসো, আমার কথা শোনো, তাতে তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে।"

যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর এই ধরণের যে সব কথা বলেছিলেন, তাতে অনেক আগেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, মানব জাতি **সুখবর** লাভ করবে। এই সুখবর কোন বংশ বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য নয়, কিন্তু তা হবে সমগ্র জগতেরই জন্য। আমরা জেনেছি যে, একজন শিশুর জন্মের মধ্যদিয়ে এই সুখবরের আরম্ভ হবে। আমরা দেখেছি যে ভাববাদীরা এই জন্ম এবং যিনি অন্ধকার জগতে আলো আনবেন তার চরিত্র ও কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু বলে গিয়েছিলেন।

একরাতে যিহুদা দেশের বৈৎলেহম নামক গ্রামে যখন কুমারী মরিয়ম এক ছেলের জন্ম দিলেন, তখন এই ভাববাণীগুলিই পূর্ণ হচ্ছিল। স্বর্গীয় আলোয় আকাশ আলোকিত হয়েছিল এবং একজন স্বর্গদূত জন্ম ঘোষণা করে বললেন, "আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের **সুখবর** এনেছি। এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য।

তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন। তিনি মশীহ।" ঈশ্বর মরিয়মের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, এই শিশুই সেই **ইম্মানুয়েল** (আমাদের মাঝে ঈশ্বর) যার কথা ভাববাদীরা বলে গেছেন, আর তাঁর নাম হবে যীশু, যার মানে "সদাপ্রভুর পরিত্রাণ।"

আমরা ভাববাদীদের অভিজ্ঞতা এবং কথা থেকে যেমন তাদের সম্বন্ধে জেনেছি, এখন আসুন তাদের কথা দিয়ে আমরা যীশুর বিষয় বিবেচনা করি। তা করতে গিয়ে প্রথমেই যে সত্যটি আমাদের নজরে আসে তা হলো, তাঁর জীবনের প্রায় প্রতিটি ঘটনাই ভাববাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কোন ব্যক্তির সম্বন্ধেই তাঁর মত জন্ম, জীবন বৈশিষ্ট্য এবং কাজ সম্পর্কে এরূপ বিশদ ও নির্ভুল ভাববাণী বলা হয়নি।

মশীহ যীশুর সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ভাববাণীর উদাহরণ ঃ

তাঁর বংশ-সূত্র। হবাকে বলা ঈশ্বরের নিজের কথা দিয়ে শুরু করে প্রথমে সাধারণভাবে নোহের মাধ্যমে এবং আমরা যেমন দেখেছি, অব্রাহাম ও দায়ূদের মাধ্যমে মশীহ যীশুর বংশ-নমুনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

তাঁর জন্ম। বৈৎলেহমে একজন কুমারীর গর্ভে তাঁর জন্ম হবে। তাঁর জন্মের সময় অলৌকিক্ চিহ্ন দেখা যাবে।

তাঁর পৃথিবীর জীবন। তাঁর আগমনের আগে মরুভূমিতে একজনের রব হিসাবে এক সংবাদদাতার আগমন হবে। তাঁকে একজন রাজা এবং একজন ভাববাদী বলে গ্রহণ করা হবে। তিনি অলৌকিক্ কাজ করবেন। তিনি পাপশূন্য জীবন যাপন করবেন। তিনি ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হবেন।

তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি হবেন নারীর বংশ। তাঁর মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশিত হবেন। তিনি হবেন তাঁর প্রেম ও মুক্তির কাজে পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়া একজন দুঃখভোগ-কারী দাস। তিনিই সেই মুক্তিদাতা, সিদ্ধ প্রেম-বলি, যাঁর মধ্যে সমস্ত পশু বলির চিহ্ন পূর্ণ হবে।

তাঁর বাধ্যতা এবং পুনরায় মহিমা অর্জন। তাঁকে ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়ে নিজেকে অবনত করতে হবে এবং তাঁকে আবার বিজয়ী করা হবে ও স্বর্গীয় মহিমা দেওয়া হবে। তাঁকে আঘাত সহ্য করতে হবে নীরবে দুঃখভোগ করতে হবে। তাঁকে হতে হবে ঈশ্বরের মেষ-শাবক, মানুষকে পাপের শাস্তি থেকে উদ্ধার করবার জন্য যাকে সিদ্ধ-বলি রূপে উৎসর্গ করা হবে। ঈশ্বর অব্রাহামকে যে বলির মেষ-শাবক যুগিয়ে দিয়েছিলেন, তা যেমন তার ছেলেকে মুক্ত করে-ছিল, তেমনি এই সিদ্ধ-বলি, মশীহ হবেন সমগ্র মানব জাতির মুক্তির মূল্য স্বরূপ। তিনি হবেন মানুষের

কাছে প্রকাশিত ঈশ্বরের দয়া। তিনি নিরপরাধ হয়েও মিথ্যা অভিযোগে তাকে অপরাধীদের সাথে শাস্তি ভোগ করতে হবে। একজন বন্ধুই তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তিনি সব কিছুর উপরেই বিজয়ী হবেন এবং তাঁর অনন্তকালীন আবাস স্বর্গে তাঁর পূর্ব গৌরব ফিরে পাবেন।

আমরা যে মহান ভাববাদীদের কথা শুনেছি, কেবল তাদের মাধ্যমেই মশীহ যীশুর বিষয়ে ভাববাণী বলা হয়নি, ঈশ্বর তাঁর অন্যান্য দাসদের মাধ্যমেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন।

যেমন স্বর্গদূত যোষেফকে বলেছিলেন, "তার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"

স্বর্গদূত কুমারী মরিয়মকে বলেছিলেন, "শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন। তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।"

মরিয়ম বলেছেন, তিনি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই মতই তিনি তাঁর দাস ইস্রায়েলকে সাহায্য করেছেন। অব্রাহাম ও তার বংশের লোকদের উপরে চিরকাল দয়া করবার কথা তিনি মনে রেখেছেন।"

শিশু যীশুকে মন্দিরে আনা হলে, শিমিয়োন তাঁকে কোলে নিলেন। ঈশ্বর তাঁর অন্তরে যে সত্য প্রকাশ করেছেন, তা তিনি এইভাবে বলেছেন, "মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য সমস্ত লোকদের চোখের সামনে ঈশ্বর যে ব্যবস্থা করেছেন, আমি তা দেখতে পেয়েছি।"

ঈশ্বরের পরিকল্পনা কত না বিস্ময়কর! তিনি অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবকে (ইস্রায়েল) আহ্বান করেছিলেন এবং এই বংশের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে আশীর্বাদ করবার কথা দিয়েছিলেন। তারা ছিলেন ঈশ্বরের মনোনীত, কারণ ঈশ্বরের ভাববাণীর শিক্ষা অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের বংশের মাধ্যমেই মশীহ মানব জাতিকে পাপে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করতে আসবেন। একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার যে, মশীহ যীশু যে বংশে জন্ম নেবেন, সেই বংশের প্রধানদের নামের সাথে "যোষেফকে যীশুর বাবা বলে উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মশীহ যীশু অলৌকিক্ পথে কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। এই রহস্যময় জন্ম মানুষের থেকে হয়নি, তা ঈশ্বরেরই এক আশ্চর্য কাজ।

আমরা ভাববাদীদের কথা শুনেছি।

ভাববাণীগুলির পূর্ণতার সপক্ষে এত প্রমাণ আছে যে, সত্য জানতে আগ্রহী পণ্ডিত ও সাধারণ লোক সবাই এগুলির পূর্ণতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ভাববাদীদের সমস্ত কথারই মূল বিষয় হচ্ছে মশীহ যীশু ও তাঁর কাজ। তাঁকে বাদ দিলে ভাববাদীদের অধিকাংশ কথাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটা বিষয় অতি সুস্পষ্ট যে, অব্রাহাম, মোশি, দায়ূদ এবং যিশাইয়ের মত মহান ভাববাদীদের পক্ষে এমন সব বিষয়ের কথা বলাই সাজে, যা আমাদের জন্য সবচেয়ে দরকারী বলেই তারা জানতেন। ঈশ্বরের কোন এক ভাববাদী যদি বলেন যে, তিনি আমাদের জন্য সুখবর এনেছেন, তাহলে আমরা অবশ্যই তা গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করব না।

আপনার করণীয়

১। প্রতিটি **সত্য** উক্তির পাশে দাগ দিন।

ক) স্বয়ং ঈশ্বর একজন মুক্তিদাতার আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

খ) ঈশ্বরই দায়ূদকে গীতসংহিতার বাক্যগুলি দিয়েছিলেন, যার মধ্যে মশীহ যীশু ও তাঁর কাজ সম্পর্কে ইংগিত আছে।

গ) যিনি এসে ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনা পূর্ণ করবেন, সেই কষ্টভোগকারী দাসের সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলবার জন্য ঈশ্বর, যিশাইয় ভাববাদীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

ঘ) ঈশ্বর কুমারী মরিয়ম, যোষেফ এবং শিমিয়োনের কাছে মশীহ যীশুর সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি ক্ষমতার সাথে কথা বলেছেন।

মশীহ যীশুর মধ্যে এক রহস্যময় পার্থক্য ছিল। তিনি দেখতে অন্যান্য লোকদের মতই ছিলেন। মানে তিনি শিশু রূপে জন্ম নিয়েছেন, বেড়ে উঠে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন, অন্যান্যদের মতই জীবন যাপন ও কাজকর্ম করেছেন। শারিরীক বিচারে তাঁর আগের অন্যান্য ভাববাদীদের সাথে তাঁর পার্থক্য ছিল না। কিন্তু তাঁর আত্মাই তাকে অতুলনীয় করে তুলেছিল। তাঁর আত্মা ঈশ্বর-সৃষ্ট মানুষের আত্মা ছিল না। ঈশ্বরই তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের বাক্য কিন্তু ঈশ্বরের অন্যান্য আত্ম-প্রকাশের মত একটা বইয়ের আকারে নয়, কিন্তু একজন মানুষ হিসাবে, যাঁকে দেখা যাবে,

ছোঁয়া যাবে, মানুষ যাঁর কাছে সাহায্যের জন্য যেতে পারবে। এঁরই শিক্ষা, নানা অলৌকিক্ কাজ এবং নম্রতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অন্তরের এই আত্মাই ঐশ্বরিক ক্ষমতার সাথে কথা বলেছেন।

মশীহ যীশু শিশু অবস্থা থেকে বেড়ে ওঠার পথে, মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠেছেন, যাতে লোকেরা দেখতে পায় যে, তিনি তাদের প্রয়োজন ও দুর্বলতা বুঝেন। তারা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রসারিত হাত ও ভালবাসাই দেখতে পেয়েছে।

যর্দন নদীর তীরে যোহনের দ্বারা প্রকাশ্যে ঘোষণা পাবার পর, মশীহ যীশু তাঁর শিক্ষাদান ও সত্য প্রচারের কাজ আরম্ভ করলেন। কিভাবে জীবন যাপন করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন, তিনি তাই লোকদের শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁর আগের ভাববাদীদের মতই শিক্ষা দিতেন যে, ঈশ্বর পাপের শাস্তি দেবেন, কিন্তু পরিত্রাণের একটা উপায়ও করবেন; আর যারা তা গ্রহণ করবে, তারা সবাই রক্ষা পাবে। আসুন আমরা সংক্ষেপে যীশুর কয়েকটি শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। আমরা দেখতে পাব যে, তাঁর শিক্ষাগুলি ভাববাদীদের কাছ থেকে আমরা যা শুনেছি, তারই নিখুঁত পূর্ণতা।

ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্ব।

আমরা সবাই সাধারণতঃ যে ধরণের সমস্যায় পড়ে থাকি, যীশু তাঁর সেবা জীবনের শুরুতেও সেই রকম একটা সমস্যায় পড়েছিলেন ; শয়তান তাকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল। আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচেনা, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।"

যে খাদ্য দেহের ক্ষুধা দূর করে, তাকে আমাদের আকাংখিত জাগতিক বস্তুর চিহ্ন ধরা যায়। শয়তান আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায় এবং আমাদের মনকে এই জীবনের বিষয়-সম্পত্তি বা জাগতিক ভোগ লালসার দিকে নিয়ে যেতে চায়। মশীহ যীশু ঈশ্বরের দেওয়া বাক্য গ্রহণ ও তা মেনে চলার দ্বারা বিশ্বস্ত থাকবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, তিনি তাঁর পৃথিবীর সেবা জীবনের শুরুতেই একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই বাক্যটি আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিৎ, মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।

যীশু পবিত্র শাস্ত্রের রহস্য প্রকাশ করে চলেছেন এবং তাঁর শিক্ষায় সে সবের উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে সেই সব শাস্ত্রাংশের কথা বলেছেন যেগুলি দেখায় যে, তাঁর নিজের জীবন ও কথার মধ্যে ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে। মানুষকে জানানো হয়েছে যে তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে, আর এই বাক্যই হবেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের পথ প্রদর্শক।

ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ও শাস্তি।

যীশু খুব পরিষ্কারভাবেই ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও তাঁর পবিত্র ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। যারা পাপের অধীনে জীবন যাপন করে, তিনি কঠোর ভাষায় তাদের শাস্তি দেবার কথা বলেছেন। ঈশ্বর ধার্মিক ও ন্যায়বান। তাই যারা তাকে অগ্রাহ্য করে, তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। যারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত না হবে ও ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ না করবে, অনন্ত নরকের আগুনে তাদের শাস্তি পেতে হবে। যীশু দায়ূদ ও যিশাইয়ের কথা উল্লেখ করে লোকদের সতর্ক করেছেন ও মনপরিবর্তন করে শাস্তি এড়াতে বলেছেন।

ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্ন।

যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বর একজন প্রেমময় পিতার মতই তাঁর প্রজাদের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করেন

ও তাদের জীবনের সব ব্যাপারেই তিনি আগ্রহী। মানুষ হল তাঁর সেরা সৃষ্টি, তারা যখন তাঁর পরিকল্পনা মত জীবন যাপন করে, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। যখন তারা তাঁকে অগ্রাহ্য করে ও তাঁর অবাধ্য হয়, তখন তিনি গভীর দুঃখ পান এবং তিনি চান যেন, তারা আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে। যীশু বলেছেন যে, ঈশ্বর লোকদের চান। তিনি তাদের খোঁজ করেন, আহ্বান করেন এবং তাদের পরিত্রাণ দেন। যীশু তাঁর পৃথিবীর জীবনে এটা দেখিয়েছেন, তিনি পাপীদের এড়িয়ে চলেন নি। তিনি তাদের খোঁজ করেছেন। তিনি তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেছেন, কথা বলেছেন এবং নানা পথে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্ন দেখিয়েছেন।

পাপের শাস্তি এবং পুনর্মিলন।

বিভিন্ন উপদেশ, গল্প ও দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে যীশু এই সত্যটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, পাপের অবশ্য শাস্তি হ'ল, ঈশ্বরের কাছ থেকে অনন্ত বিচ্ছেদ ও কষ্ট ভোগ। যেহেতু সব মানুষ পাপ করেছে, তাই সব মানুষেরই এই শাস্তি প্রাপ্য। কোন দয়া না করে যদি এই শাস্তি কার্যকরী করা হোত, তাহলে সব মানুষকেই অনন্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হোত। ঈশ্বর পশুবলি উৎসর্গের নিয়ম ঠিক করলেন, যেন এর দ্বারা দেখাতে পারেন, কিভাবে ভালবাসা ও ন্যায় বিচারের মিলন ঘটানো

যায়। এই দৃষ্টান্তে পাপ পশুটির উপর অর্পণ করা হয়। পাপী ব্যক্তির বদলে পশুটিকে বধ করা হয়, আর এই ভাবে পাপের ঋণ পরিশোধ হয় এবং ঈশ্বরের ভালবাসাই মানুষকে রক্ষা করে। যীশু নিজেকে সিদ্ধ বলিরূপে ভবিষ্যদ্বাণী করবার দ্বারা, এই বিষয়টির উপর তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। তিনি জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। তিনি অনেকের বদলে নিজের প্রাণ মুক্তির মূল্য রূপে দান করবেন। এই রহস্য সম্বন্ধে তিনি তার শিষ্যদের যথেষ্ট খবর বলেছিলেন যেন তারা বুঝতে পারে তিনি কেন কষ্টভোগ করলেন এবং পরে অন্যদের এই পরিত্রাণের খবর দিয়ে শিক্ষা দিতে পারবে।

অন্তরের সত্যিকার উপাসনা।

আমরা যিশাইয় ভাববাদীর কথা স্মরণ করি, তিনি সদাপ্রভুর এই কথা বলেছিলেন, "এই লোকেরা মুখে আমার সম্মান করে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর আমার কাছ থেকে দূরে রয়েছে। তাদের উপাসনা আসলে মানুষের আদেশ মুখস্থ করা মাত্র।"

মশীহ যীশু আবারও বলেছেন যে, উপাসনা অবশ্যই সরল ভাবে অন্তরের গভীর থেকে আসবে। তিনি লোক দেখানো ধর্মের বিষয়ে তাদের সাবধান করেছেন, তাতে সত্যিকার ঈশ্বর ভক্তি ও তাঁর প্রশংসা থাকে না। একবার তাকে বিশেষ বিশেষ উপাসনা স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন

করা হয়েছিল। তিনি উত্তর করেছিলেন যে, উপাসনার স্থানটিই বড় বিষয় নয়। তিনি বলেছেন, 'ঈশ্বর আত্মা ; যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মায় ও সত্যে তাদের সেই উপাসনা করতে হবে।

মানুষের বিশ্বাস ও বাধ্যতা আবশ্যক।

ঈশ্বরের সিদ্ধ মেষ-শাবকের বলি সমগ্র মানব জাতিকে উদ্ধার করবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু পাপের ক্ষমা কেবল তারাই পেতে পারে, যারা বিশ্বাসে গ্রহণ করে এবং সরল অন্তরে মেনে নেয় যে, ঐ বলি তাদেরই জন্য। মানুষ নিজে পছন্দ করেই পাপে পড়েছিল আবার পছন্দ করেই সে পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে আমন্ত্রণ জানান, যেমন যিশাইয় ভাববাদীর কাছ থেকে আমরা শুনেছি, "আমার কাছে এসো, আমার কথা শোন।" তিনি মানুষের উপর জোর খাটান না। তিনি অনিশ্চিত-ভাবে তাদের গ্রহণ ও ফিরিয়ে দেন না। যে কোন লোকই ঈশ্বরের ভালবাসা ও দয়া পেতে পারে। এজন্য দরকার বিশ্বাস ও বাধ্যতা। যীশু বলেছেন, "তোমরা যদি বিশ্বাস করে প্রার্থনা কর, তবে তোমরা যা চাইবে তা-ই পাবে।"

এই উদাহরণগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, যীশুর শিক্ষাগুলি ছিল সমস্ত ভাববাদীরা যা শিক্ষা দিয়েছেন, তারই সার, উপসংহার এবং পূর্ণতা। যারা তাঁর কথা শুনেছে, তারাই বুঝতে পেরেছে তিনি কি ক্ষমতায়

কথা বলেন। মশীহ যীশুর ক্ষমতা ছিল ঈশ্বরেরই ক্ষমতা, কারণ তিনি বলেছেন, "আমি মোশির আইন-কানুন ও নবীদের লেখা পূর্ণ করতে এসেছি।

আপনার করণীয়

২। নীচে যীশুর যে শিক্ষাগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ও ভাববাদীদের সম্বন্ধে আপনি যা পড়েছেন তা থেকে তাদের প্রতিটির জন্য একটা করে দৃষ্টান্ত লিখুন। যেমন, যীশু ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। ভাববাদীদের মধ্য থেকে এর একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ মোশি ঈশ্বরের নিজের হাতে লেখা আদেশ পেয়েছিলেন। প্রতিটি শিক্ষার জন্যই আপনার কয়েকটি দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়তে পারে।

ক) ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজনীয়তা.....
.....
.....

খ) ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ও শাস্তি.....
.....
.....

গ) ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্ন .....
.....
.....

ঘ) পাপের দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত.....
.....
.....

ঙ) অন্তরের সত্যিকার উপাসনা .....
.....
.....

চ) মানুষের বিশ্বাস ও বাধ্যতা আবশ্যক.....
.....
.....

তিনিই পথ এবং সত্য।

যারা সব চেয়ে ঘনিষ্টভাবে যীশুকে অনুসরণ করেছে, তারা একেবারে শুরু থেকেই অনুভব করেছে যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মশীহ, যাঁর মধ্যে অবস্থান করে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করবেন। বুদ্ধি খুলে গেলে, অন্যেরাও পরে এই সত্য বুঝতে পেরেছিল। তারা যীশুর জীবনের সব ব্যাপারেই ভাববাণী পূর্ণ হতে দেখেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যর্দন নদীতে স্বর্গীয় রব ও বাপ্তাইজকারী যোহনের ঘোষণা শুনেছিল। তারা

তাঁর আশ্চর্য শিক্ষাগুলি মনদিয়ে শুনেছে, তাঁকে বড় বড় অলৌকিক্ কাজ করতে দেখেছে। যে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর জগৎকে নিজের সাথে যুক্ত করছিলেন, তাঁরই মাধ্যমে তারা নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও ভালবাসা অনুভব করেছিল।

কিন্তু যীশুর এই শিষ্যরা আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন। তাদের মনেও নানা প্রশ্ন ছিল। যীশু বলেছেন, যে মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি দুঃখভোগ ও মৃত্যু বরণ করলেন। এ বিষয়টা বুঝা খুব কঠিন। যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর কিভাবে মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। ঈশ্বর দুঃখভোগ, অপমান ও মৃত্যু ঘটতে দেবেন কেন? সমগ্র মানব জাতির সব পাপের দণ্ড কিভাবে একবারে চিরদিনের জন্য শোধ করা সম্ভব?

যীশু প্রচার, শিক্ষাদান, আশ্চর্যকাজ এবং ভাববাদীদের লেখা উল্লেখ করে ক্রমে ক্রমে শিষ্যদের কাছে তাঁর আসল রূপ প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর সব সময় কাজ করছেন, আর আমিও করছি।" মানে, এক বিশেষ কাজ সাধন করবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাঁর মধ্যে বাস করছিলেন। যীশু সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জীবন যাপন দ্বারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার সব কিছুই পূর্ণরূপে পালন করেছেন। পবিত্র, বাধ্য এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশীভূত হওয়ায় তাঁর নিজের মধ্যে কোনই পাপ ছিল না, যা ঢাকবার প্রয়োজন হতে পারে। ধার্মিক

জীবন-যাপনের সমস্ত শর্তই তিনি পূর্ণ করেছেন। সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ব্যক্তি হিসাবে তিনি মানুষের পাপের জন্য এক সিদ্ধ বলি, ঈশ্বরের মেষ-শাবক হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এই-ই ছিল যিশাইয় ভাববাদীর দ্বারা প্রতিজ্ঞা করা মানুষের উদ্ধার সাধনের কাজ। ঈশ্বর মশীহ যীশুর মধ্যে থেকে মানুষকে নিজের সাথে যুক্ত করছিলেন। যীশু ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁকে মৃত্যু ভোগ করতে হবে এবং পরিত্রাণ পরিকল্পনা পূর্ণ করবার জন্য তিনি আবার মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হবেন।

তিনি বলেছেন, "আমার উপর বিশ্বাস রাখ, আমিই পথ, সত্য ও জীবন।"

তাঁর জীবনের ঘটনাবলী থেকে তাঁর কথা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল। প্রধান ধর্মীয় নেতারা মশীহ যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনলো এবং তাঁকে ক্রুশে দিয়ে মারবার ব্যবস্থা করল। মশীহ যীশুর রহস্য যা ছিল, তা ঈশ্বরের দয়ারই প্রকাশ এবং তা এই নেতাদের অহংকারী ও বিদ্রোহী হৃদয় মেনে নিতে চায়নি। তারা তাঁকে একজন সাধারণ লোক বলে ধরে নিয়েছে এবং তাই মানব জাতির উদ্ধারকর্তা বলে দাবী করায়, তারা তাঁকে ঈশ্বর নিন্দা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, ধর্মীয় নেতারা কেবল বাইরের, জাগতিক আকৃতি-প্রকৃতি ও অবস্থা নিয়ে চিন্তা করত। আত্মার অবস্থা পরিবর্তনের বিষয়টি তাদের

কাছে বোকামী বলে মনে হয়েছে, আর তা করবার সময় তাদের ছিল না। আসলে তাদের মন তাদের নিজেদের তৈরী প্রথা ও ধর্মীয় বিধি নিষেধের শিকলে আবদ্ধ ছিল। তাই এই মশীহ, যিনি তাদের ভণ্ডামী তুলে ধরেছেন, তাঁকে তারা চিরতরে ধ্বংস করতে স্থির করল।

অবশ্য যীশু তাঁর অলৌকিক্ ক্ষমতা বলে রক্ষা পেতে পারতেন, কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তা করেছিলেন, আর প্রতিটি ঘটনাই ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা আনুযায়ী ঘটেছিল। ভাববাদীদের কথা মতই বলির মেষশাবক যেমন নীরবে বলি হয়ে যায়, তিনিও ঠিক সেই ভাবে গিয়েছেন।

যারা সরকারের পক্ষে জল্লাদের কাজ করত, তারা মশীহ যীশুকে ক্রুশে দিয়ে বধ করল, কারণ তখনকার দিনে অপরাধীকে এই ভাবেই হত্যা করবার নিয়ম ছিল। দুইজন দস্যুকে তাঁর দুই পাশে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল' আর তাতে এই ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে যে, তিনি নিরপরাধ হয়েও অপরাধীদের মধ্যে মৃত্যু বরণ করবেন। দস্যুদের মধ্যে একজন মনপরিবর্তন করে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিল। মশীহ যীশু নিজে কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও সেই অনুতপ্ত দস্যুটিকে তিনি শান্তির বাণী শুনিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি তাকে ক্ষমা ও ভালবাসার কথাও বলেছিলেন। তারা আত্ম-বলিদান এবং এর সাথে অন্যান্য যেসব অলৌকিক্

চিহ্ন সাধিত হয়েছিল, তা প্রতিটি ভাববাণীকেই পূর্ণ করেছিল। একজন ধনী লোক তার দেহ চেয়ে নিয়েছিল এবং একটা পাথরের কবরে তা রেখেছিল। বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা এসে কবরটি ভালভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল।

সিদ্ধ বলি-রূপে মশীহ যীশু তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করবার পর তৃতীয় দিন সকালে তিনি যেমন বলেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে তাঁর দেহ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয় নেতারা ভেবেছিল, তারা যীশুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। মশীহ যীশু যদিও বলি-রূপে উৎসর্গীকৃত হয়েছিলেন, তবুও বিজয়ীরূপে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং চিরদিন বিজয়ীরূপে থাকবেন। তাঁর দেহের মৃত্যু ছিল নিজেকে অবনত করা হেতু ঈশ্বরের আত্মার কষ্টভোগ, কারণ তাঁর শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি মানবজাতি, যাকে তিনি গভীরভাবে ভালবেসেছেন, তাঁর মুক্তির জন্য এই বলি উৎসর্গ করা হয়েছিল। এখন উদ্ধার কাজ সম্পূর্ণ হল। মহান সিদ্ধবলি উৎসর্গীকৃত হয়েছেন। এমন এক অলৌকিক্ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা চিরদিনের জন্য মানব জাতির অবস্থা পাল্টে দিয়েছে।

শূন্য-কবর আবিষ্কৃত হওয়ার পরে মশীহ যীশুর কয়েক জন শিষ্য, পুনরুত্থিত দেহে যীশুর দেখা পেয়েছিল। তিনি তাদের সঙ্গে পথ চলেছেন এবং ভাববাদীদের বিষয় আলোচনা করেছেন। "ভাববাদীরা যে সব কথা

বলেছেন, তা বিশ্বাস করতে উদাসীন হইয়ো না,"—তিনি বলেছেন, "এইভাবে দুঃখ ভোগ করে আপন মহিমা লাভ করা মশীহ যীশুর আবশ্যক ছিল।" এর পর মোশি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ভাববাদীরা তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, তা ব্যাখ্যা করে বললেন।

যে লোকেরা তাঁর কথা শুনেছিল, তারা অন্তরে একটা সত্য অনুভব করতে পেরেছিল। তারা আরও পরিষ্কার-ভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, ভাববাদীরা ঈশ্বরের যে উদ্ধার পরিকল্পনার কথা বলেছেন, মশীহ যীশুর কষ্টভোগ ও পুনরুত্থান ছিল আসলে তারই পূর্ণতা। তারা তাদের এই নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে এতই উত্তেজিত হয়েছিল যে, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের বলবার জন্য তারা তক্ষুণি শহরে রওনা হল। তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, "মশীহ সত্য সত্যই মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।"

এর পরে মশীহ, যীশু আরও কয়েকজনকে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি তাদের তাঁর পুনরুত্থিত দেহ দেখিয়ে-ছিলেন এবং বলেছিলেন, "মোশির ব্যবস্থায়, ভাববাদীদের পুস্তকে এবং পবিত্র শাস্ত্রে আমার বিষয়ে যা কিছু লেখা আছে, সবই পূর্ণ হবে। তারপর তিনি তাদের অন্তর খুলে দিলেন যেন, তারা শাস্ত্র বুঝতে পারে। তিনি তাদের বললেন, যেন তারা গিয়ে সব মানুষের কাছে মন পরিবর্তন, ক্ষমা এবং পাপ থেকে উদ্ধারের খবর প্রচার করে—মুক্তি-

দাতা ঈশ্বরই এসবের বন্দোবস্ত করেছেন এবং মশীহ, যীশুর মধ্যে তা প্রকাশিত হয়েছে। এই-ই হচ্ছে সু-সমাচার বা খ্রীষ্টের সুখবর যা সমস্ত জগতে প্রচার করতে হবে।

মশীহ, যীশুকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছে, সেখানে তিনি জীবিত আছেন। তাঁর শিষ্যরা সাহস ও আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল। তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। মশীহ, যীশু ও তাঁর কাজ বাস্তবিকই সমস্ত ভাববাণীর পূর্ণতা।

আপনার করণীয়

নীচের বাক্যগুলি পূর্ণ করুন।

৩। মশীহ, যীশু বলেছেন, "আমার উপর বিশ্বাস রাখ, আমিই..... ।"

৪। যীশুই যে মশীহ এ বিষয়ে তাঁর নিবেদিত প্রাণ শিষ্যরা কখনও সন্দেহ করেনি। কারণ—

ক) .....

খ) .....

গ) .....

ঘ) .....

৫। কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছিল যখন যীশু বলেছিলেন যে .....

৬। যীশু প্রায়ই..... .....উল্লেখ করে লোকদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

৭। যীশুর শেষের কাজগুলির একটা ছিল, তাঁর শিষ্য-দের খুলে দেওয়া, যাতে তারা..... ....

নিজের অন্তরে উত্তর খুঁজুন ঃ ঈশ্বরের বাক্য আরও ভাল ভাবে বুঝবার জন্য আপনার অন্তর খুলে দেওয়া হোক, তা কি আপনি চান? মোশির ব্যবস্থা, ভাববাদীদের লেখা এবং সুসমাচার পাঠ করুন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আপনার হৃদয় মন খুলে দেন।

সত্য গ্রহণ করাটা একটা ব্যক্তিগত কাজ।

অনন্ত কালের নিমিত্ত, হে সদাপ্রভু,
তোমার বাক্য স্বর্গে সংস্থাপিত।

সদাপ্রভু, আমার কাকুতি তোমার নিকটে
উপস্থিত হউক।

তোমার বাক্যানুসারে আমাকে বুদ্ধি দাও।

দায়ূদের মত আমরাও ঈশ্বরের বাক্য এবং আমাদের জন্য তাঁর পরিকল্পনা আরও ভালভাবে বুঝবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। কিন্তু ভাববাদীদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে, মানুষের বুদ্ধি কখনোই নিখুঁত নয়। মশীহ, যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনার সব দিক বুঝা আমাদের মানুষের বুদ্ধি দিয়ে কখনোই সম্ভব নয়। তাঁর ভালবাসা ও তাঁর আত্ম-বলিদানের গভীরে একটা রহস্য থেকেই যায়। বিশ্বাসই হবে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি। আমরা অবশ্যই বিশ্বাসে তাঁকে গ্রহণ করব।

যেহেতু আমরা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এবং আমাদের উদ্দেশ্য হল, যেন আমরা তাঁকে আনন্দ দিতে ও তাঁর গৌরব করতে পারি, তাই তিনি আমাদের একটা বিশেষ গুণ দিয়েছেন যাকে যিশাইয় বলেছেন, "**তৃষ্ণা**"। তিনি কি বলেছিলেন স্মরণ করুন, "তৃষ্ণার্ত লোক সকল আমার কাছে এসো, তোমরা জলের কাছে এসো।" ঈশ্বরকে আমাদের অত্যন্ত গভীর ভাবে প্রয়োজন। তাঁর সাথে যখন আমাদের সঠিক সম্পর্ক থাকেনা, তখন আমরা দুঃখ-কষ্ট ও অনিশ্চয়তা বোধ করি। অন্তরের **তৃষ্ণা** আমাদের ঈশ্বরের খোঁজ করতে বলে। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের মধ্যে এই **তৃষ্ণা** দিয়েছেন এবং তাঁর কাছে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাই তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। তিনি আমাদের যে জ্ঞান দিতে চান,

তা বুঝতে তিনি আমাদের সাহায্যও করবেন। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আমাদের তাঁকে বিশ্বাস করতে ও তাঁর উপর নির্ভর করতে শেখাবেন। সমগ্র মানব জাতির কাছে প্রকাশিত তাঁর দয়া গ্রহণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বাসও তিনি আমাদের দেবেন।

যে কেউ ঈশ্বরের দয়া গ্রহণ করে সে বলতে পারে, "তিনি আমার পাপ বহন করেছেন। তিনি আমার জন্য দুঃখ ভোগ করেছেন। তাঁর আত্ম-বলিদানের ফলেই আমি জীবন লাভ করতে পারি। আমার একমাত্র প্রয়োজন এই সত্য গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করা।"

আরও একটা সুন্দর সত্য আছে যা পৃথিবীর কোন ভাষাই পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সত্যটি এই ঃ মশীহ যীশু শুধু যে আমাদের বদলে মরেছেন তা নয়। নরকের আগুন এবং আমাদের অপমান ও যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যই তিনি আমাদের বদলে কষ্ট ভোগ করেন নি। পাপের ফলে যে বিচ্ছেদ এসেছে, নিষ্পাপ যীশু তাঁর সার্থক বলির মাধ্যমে তা দূর করবার জন্য আমাদের পক্ষে একজন উকীল বা মধ্যস্থরূপেও কাজ করেছেন। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সহভাগিতার সম্পর্ক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি নিজেকে বলি দিয়েছেন। তিনি অপরাধের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন এবং সেই সাথে চিরকাল আনন্দ ও সহভাগিতায় তাঁর সাথে ও তাঁর জন্য জীবন যাপনের ক্ষমতাও দিয়েছেন।

আপনি যখনই পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া উপায়টিতে বিশ্বাস করেন ও তা গ্রহণ করেন, তখন আপনি পাপের দণ্ড থেকে মুক্ত হন, কারণ মশীহ যীশুই আপনার বদলে সেই শাস্তি ভোগ করেছেন। আপনি আর অপরাধী নন, কারণ পাপের দেনা পরিশোধ হয়ে গেছে। আপনি এক নূতন ব্যক্তি, আপনি আবারও ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতায় আবদ্ধ হয়েছেন। এখন আপনার আত্মা এবং ঈশ্বরের আত্মার মধ্যে যোগাযোগ ও সহভাগিতা স্থাপিত হয়েছে।

আপনি আজ যদি আপনার অন্তরে এক অনিশ্চিত অস্থিরতা অনুভব করেন, তবে একে অবহেলা করবেন না। এ হল ঈশ্বরের জন্য সেই **তৃষ্ণা**, ভাববাদী যার কথা বলেছেন। দায়ূদের কথাগুলি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে কেঁদে কেঁদে বলুন ঃ

হে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকিও না
তোমার দয়া ও করুণার বাহুল্য অনুসারে আমার
প্রতি কৃপা কর।

কেননা আমি নিজে আমার অধর্ম সকল জানি।
তোমার বিরুদ্ধে কেবল তোমারই বিরুদ্ধে
আমি পাপ করিয়াছি।

আমার অপরাধ হইতে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর,
আমার পাপ হইতে আমাকে শুচি কর।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনার চোখ খুলে দেন যাতে আপনি তাঁর প্রকাশ দেখতে পান; আপনার মন খুলে দেন যাতে আপনি তাঁর প্রকাশ উপলব্ধি করতে পারেন; এবং আপনার হৃদয় খুলে দেন যাতে তাঁর প্রকাশ গ্রহণ করতে পারেন।

ঈশ্বরকে অনুরোধ করুন, যেন তিনি মশীহ যীশুর আত্ম বলিদান এবং তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থানের সত্য আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানান। অনুরোধ করুন যেন, তাঁর নিখুঁত পরিত্রাণ গ্রহণ করবার মত বিশ্বাস তিনি আপনাকে দেন। আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে মশীহ যীশুর এই কথাগুলি আবারও শুনুন: "আমার উপর বিশ্বাস রাখ। আমিই পথ সত্য ও জীবন।"

আজ মশীহ যীশুই
আপনার কাছে ঈশ্বরের
দয়া প্রকাশ করেছেন।

উত্তরমালা

৭। শাস্ত্র বুঝতে পারে।

১। সবগুলিই সত্য।

৬। ভাববাদীদের লেখা থেকে।

২। আপনার উত্তর। কয়েকটি উত্তরের উদাহরণ ঃ—

ক) মোশি শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য পালন করা ধর্মানুষ্ঠানের চেয়েও বেশী দরকারী।

খ) নোহকে জল-প্লাবনের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছিল।

গ) ঈশ্বর দায়ূদকে বলেছিলেন যে, মন পরিবর্তন করেছে বলে সে মরবে না।

ঘ) মোশি মেষশাবকের রক্ত তাদের ঘরের দরজায় লাগিয়ে রাখতে বলেছিলেন।

ঙ) দায়ূদ বলেছেন, "ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলি ভগ্ন আত্মা, তিনি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করেন না।"

চ) অব্রাহাম ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে তার ছেলেকে বলি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

৫। মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু বরণ করবেন।

৩। পথ, সত্য ও জীবন।

৪। ক) ভাববাণী পূর্ণ হয়েছিল।

খ) তাদের কেউ কেউ যীশুকে বাপ্তাইজিত হতে দেখেছিল।

গ) তারা তাঁর শিক্ষা শুনেছিল।

ঘ) তারা তাঁর অলৌকিক্ কাজ দেখেছিল।

আপনি হয়তো ভিন্ন কথায় এই উত্তর গুলিই লিখেছেন। আর একটা সঠিক উত্তর হল ঃ তারা তাদের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেছিল।

পরীক্ষা—৮

আপনি যখন এই পরীক্ষা নেবেন, তখন দয়া করে আপনার **ছাত্র রিপোর্ট-উত্তর পত্র** নিন এবং এর ১০ নং পৃষ্ঠায় বাছাই ও সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন।

সাধারণ প্রশ্নাবলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর চিহ্নিত করুন।

উত্তর **হ্যাঁ** হলে (ক) গোলকটি কালো করে ফেলুন।
উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। অষ্টম পাঠ কি আপনি ভাল করে পড়েছেন ?

২। আপনি কি এই পাঠের "আপনার করণীয়" অংশগুলি সব করেছেন ?

৩। "আপনার করণীয়" অংশগুলির জন্য আপনি যে উত্তর লিখেছেন, পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে কি তা মিলিয়ে দেখেছেন ?

৪। পাঠের প্রথমে যে লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যে আপনি করতে পারেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন কি ?

৫। এই পরীক্ষা নেওয়ার আগে আপনি পাঠখানি আর একবার দেখে নিয়েছেন তো ?

বাছাই প্রশ্ন

৬। যীশুর জন্মে ভাববাণী পূর্ণ হয়েছিল ঃ—

ক) যখন যিহূদা দেশের পর্বত মালার উপরে এক-জন স্বর্গ দূত ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিলেন।

খ) যখন একজন স্বর্গদূত ত্রাণকর্তার জন্ম-সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন।

গ) তাঁর জন্ম স্থান নাসারত সম্পর্কে।

৭। বলি উৎসর্গের চিহ্নের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর অব্রাহামের ছেলের মুক্তির জন্য একটি মূল্যের বন্দোবস্ত করে-ছিলেন। আর আমরা দেখি যে মশীহকেও দেওয়া হয়েছিল ঃ—

ক) সমগ্র মানব জাতির মুক্তির মূল্য রূপে।

খ) এখনও বলি উৎসর্গের প্রয়োজন আছে এটা দেখানোর জন্য।

গ) তখনকার দিনের মনোনীতদের মুক্তির মূল্য রূপে।

৮। নির্দোষ, বাধ্য এবং নিষ্পাপ মশীহ দুঃখ-ভোগ কষ্ট ও অপমান সহ্য করবার দ্বারা ঈশ্বরের ঃ—

ক) চরম ভালবাসা প্রকাশ করেছেন যা পাপ ও ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করেছে।

১৭। নিজে পছন্দ করেই মানুষ পাপে পড়ে, আর……
……সে পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারে।

১৮। যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে মোশি থেকে শুরু করে সমস্ত ভাববাদীরা……সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, তা তাঁর শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৯। আমরা কখনও-ই পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁর আত্ম বলিদানের স্বরূপ বুঝতে না পারলেও তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কে ভিত্তি হবে বিশ্বাস ; আমরা অবশ্যই তাঁকে…… ……গ্রহণ করব।

২০। যীশু আমাদের বদলে দুঃখ ভোগ করবার দ্বারা কেবল অপমান ও নরকের আগুন থেকেই আমাদের মুক্ত করেন নি, তিনি ঈশ্বরের সাথে আমাদের ……ফিরিয়ে দিয়েছেন।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

E0500BN90

আপনার ১ম পাঠের নম্বর... ... ...

ছাত্র-রিপোর্ট উত্তর-পুস্তিকা

ছাত্র/ছাত্রীর নাম.....

আই, সি, আই, স্টুডেন্ট নম্বর.....

ভাববাদীদের কথা

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

উত্তর পুস্তিকায় উত্তর চিহ্নিত করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ

আপনি কিভাবে উত্তর বাছাই করবেন এবং বাছাই করা উত্তরটি কিভাবে চিহ্নিত করবেন, নীচের উদাহরণ গুলিতে আপনি তা দেখতে পাবেন। **বাছাই-প্রশ্ন** এবং **সত্য-মিথ্যা** এই দুই ধরণের প্রশ্নের জন্য আপনার এই নির্দেশগুলি জানা দরকার হবে। তৃতীয় প্রকার প্রশ্ন, অর্থাৎ **শূন্যস্থান পূরণ** প্রথম পাঠে আপনি যেভাবে পূরণ করেছেন, সেই ভাবেই করবেন।

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণ

নীচের উক্তিটি সত্য অথবা মিথ্যা।

সত্য হলে (ক) গোলকটি কালো করুন।

মিথ্যা হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। ঈশ্বরের পবিত্রতা মানুষের অধার্মিকতা ও অবাধ্যতা সহ্য করতে পারে না।

এই উক্তিটি **সত্য**। সুতরাং আপনাকে (ক) গোলকটি কালো করতে হবে, যেভাবে নীচে দেখানো হয়েছে।

১ ● (খ) (গ)

বাছাই-প্রশ্নের উদাহরণ

নীচের প্রশ্নটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটি মাত্র উত্তর আছে। আপনার বাছাই করা উত্তর অনুযায়ী নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন। মনে রাখবেন **সবচেয়ে** উপযুক্ত উত্তরটির জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করতে হবে। অন্য উত্তরগুলিও হয়তো ঠিক, কিন্তু আপনাকে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি বের করতে হবে।

২। পাপের ফলে মানুষ—

ক) তখনই ঈশ্বরের শাস্তি পাবার যোগ্য হল।

খ) ভ্রষ্ট, অসাধু এবং বিপথগামী হল।

গ) তার দুরবস্থার অসহায় শিকার হল।

নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) সুতরাং আপনাকে নীচের মত (খ) গোলকটি কালো করতে হবে।

২ ⓚ ● ⓖ

এখন আপনার পাঠ্য বই থেকে প্রথম অধ্যায়ের পরীক্ষার প্রশ্নগুলি পড়ুন, এবং উপরের উদাহরণগুলিতে আমরা যেমন দেখিয়েছি সেইভাবে এই উত্তর দেবার বইয়ের ৪ নং পৃষ্ঠায় আপনার উত্তরগুলি চিহ্নিত করুন। এইভাবে প্রতিটি পাঠের জন্য প্রদত্ত নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় সেই পাঠের উত্তর চিহ্নিত করুন।

পরীক্ষা — ১

প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সঠিক গোলকটি কালো করুন।

১ ক খ গ	৬ ক খ গ	১১ ক খ গ
২ ক খ গ	৭ ক খ গ	১২ ক খ গ
৩ ক খ গ	৮ ক খ গ	১৩ ক খ গ
৪ ক খ গ	৯ ক খ গ	১৪ ক খ গ
৫ ক খ গ	১০ ক খ গ	

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। পাপ হচ্ছে ঈশ্বরের.....প্রতি..... হওয়ার ফলে মানুষের যে অবস্থা হয়েছে, তাই।

১৬। আসন্ন শাস্তি এবং.....এর পথ সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করে দেবার জন্য ঈশ্বর নোহকে ঠিক করেছিলেন।

১৭। ঈশ্বর একটি .....স্থাপনের দ্বারা নোহকে রক্ষা করতে ও তার পরিত্রাণের জন্য একটি উপায় করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন; আর নোহকেও অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি ..... থাকতে হবে।

১৮। নোহ পাপাবস্থা থেকে মুক্ত ছিলেন বলে নয়, কিন্তু তার রক্ষার একটি উপায় করে দেবার জন্য তিনি ঈশ্বরের উপর.....করেছিলেন বলেই তাকে রক্ষা করা হয়েছিল।

পরীক্ষা—২

প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সঠিক গোলকটি কালো করুন।

১ ক খ গ	৬ ক খ গ	১১ ক খ গ
২ ক খ গ	৭ ক খ গ	১২ ক খ গ
৩ ক খ গ	৮ ক খ গ	১৩ ক খ গ
৪ ক খ গ	৯ ক খ গ	১৪ ক খ গ
৫ ক খ গ	১০ ক খ গ	

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানের মধ্যে তিনটি শর্ত এবং তিনটি ..... ছিল।

১৬। ঈশ্বরের নির্দেশের প্রতি বাধ্য হয়ে অব্রাহাম তার .....দেখিয়েছেন।

১৭। অব্রাহামের ছেলের প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল, কারণ তার .....ঈশ্বর একটি উপযুক্ত বলির পশু যুগিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮। ঈশ্বর চান অব্রাহামের বেলায় যেমন ছিল, তাঁর সাথে সব মানুষের সেইরূপ.....থাকে।

১৯। নূতন বিশ্বাসের জীবন পাওয়ার জন্য আপনি যে দু'টি কাজ করতে পারেন তা হল ঃ (১) আপনি সরল অন্তরে.....করতে পারেন এবং ঈশ্বরকে অনুরোধ করতে পারেন যেন তিনি আপনাকে তাঁর সত্যে নিয়ে যান, এবং (২) আপনি ঈশ্বরের মহান লোকদের .....সম্পর্কে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেন।

পরীক্ষা—৩

প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সঠিক গোলকটি কালো করুন।

১ ক খ গ	৬ ক খ গ	১১ ক খ গ
২ ক খ গ	৭ ক খ গ	১২ ক খ গ
৩ ক খ গ	৮ ক খ গ	১৩ ক খ গ
৪ ক খ গ	৯ ক খ গ	১৪ ক খ গ
৫ ক খ গ	১০ ক খ গ	

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যোষেফের জীবনের.....নিয়ন্ত্রণ করেছেন, আর তা থেকে আমরা তাঁর লোকদের জন্য ঈশ্বরের যত্ন ও চিন্তাই দেখতে পাই।

১৬। মিশরের একজন ধনী রাজ কর্মচারীর বাড়ীর কাজে যোষেফের বাধ্যতার মনোভাব থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তার অহংকারের বদলে নম্রতা এসেছে, আর তা এটাই দেখায় যে, তিনি বিনা প্রশ্নে ঈশ্বরের.....মেনে নিয়েছেন।

১৭। তার ভাইয়েরা যদিও তারে ঘৃণা করেছে, কিন্তু যোষেফ.....নিতে চান নি।

১৮। রাজ কর্মচারীর বাড়ীতে এবং তেমনি জেল খানায় যোষেফের যে মনোভাব ও পরিশ্রমী স্বভাব দেখা গেছে তা ঈশ্বরের প্রতি তার.....এবং .....দেখিয়েছে।

১৯। ঈশ্বর অনেক সময় কষ্টকর..... মধ্যদিয়ে তাঁর লোকদের জন্য আশীর্বাদ আনেন।

পরীক্ষা—৪

প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সঠিক গোলকটি কালো করুন।

১ ক খ গ	৬ ক খ গ	১১ ক খ গ
২ ক খ গ	৭ ক খ গ	১২ ক খ গ
৩ ক খ গ	৮ ক খ গ	১৩ ক খ গ
৪ ক খ গ	৯ ক খ গ	১৪ ক খ গ
৫ ক খ গ	১০ ক খ গ	

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর যে.....বাক্য দিয়েছিলেন তা যেন ঈশ্বরেরই বাণী, যা আজও আমাদের কাছে কথা বলছে।

১৬। ব্যবস্থা পুস্তকে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে তা এটাই দেখায় যে, কোন কিছু যখন .....স্থান দখল করে তখন তা একটা.....হয়ে পড়ে।

১৭। যতদিন লোকেরা বিশ্বস্ত ভাবে ঈশ্বরের..... .....হয়ে চলবে ততদিন তারা তাঁর নিয়মের আশীর্বাদগুলি ভোগ করবে।

১৮। ঈশ্বরের বাক্য বুঝলে ও পালন করে চললে তা আমাদের জন্য ....প্রতিজ্ঞা বহন করে আনে।

১৯। ব্যবস্থা এই সত্য প্রকাশ করে যে ঈশ্বর ....এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন দেবতা নাই।

পরীক্ষা—৫

প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সঠিক গোলকটি কালো করুন।

১ (ক) (খ) (গ)
২ (ক) (খ) (গ)
৩ (ক) (খ) (গ)
৪ (ক) (খ) (গ)
৫ (ক) (খ) (গ)

৬ (ক) (খ) (গ)
৭ (ক) (খ) (গ)
৮ (ক) (খ) (গ)
৯ (ক) (খ) (গ)
১০ (ক) (খ) (গ)

১১ (ক) (খ) (গ)
১২ (ক) (খ) (গ)
১৩ (ক) (খ) (গ)
১৪ (ক) (খ) (গ)

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। মানুষের মধ্যে পাপ করার ইচ্ছা আছে। তাই সে যখন প্রলোভনের .... হয়, তখন সে পাপের জন্য..... হয়।

১৬। দায়ূদ তার অন্তরের অবস্থা জেনে তার পাপের জন্য সব..... গ্রহণ করলেন এবং স্বীকার করলেন যে তিনি এজন্য..... যোগ্য।

১৭। কোন লোক যখন তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, তখন সে ভবিষ্যতে আর পাপ..... এবং নিজেকে উৎসর্গ করে ঈশ্বরের সেবা করতে চায়।

১৮। ক্ষমা লাভের জন্য দায়ূদকে ঈশ্বরের..... ..... বিশ্বাস করতে হয়েছিল।

পরীক্ষা—৬

প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সঠিক গোলকটি কালো করুন।

১ (ক) (খ) (গ)	৬ (ক) (খ) (গ)	১১ (ক) (খ) (গ)
২ (ক) (খ) (গ)	৭ (ক) (খ) (গ)	১২ (ক) (খ) (গ)
৩ (ক) (খ) (গ)	৮ (ক) (খ) (গ)	১৩ (ক) (খ) (গ)
৪ (ক) (খ) (গ)	৯ (ক) (খ) (গ)	১৪ (ক) (খ) (গ)
৫ (ক) (খ) (গ)	১০ (ক) (খ) (গ)	

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। ভবিষ্যৎ বিচার সম্বন্ধে তাঁর প্রজাদের সতর্ক করে দেবার জন্য ঈশ্বরের একজন .... দরকার ছিল।

১৬। যিশাইয় বলেন যে, ঈশ্বর তাদেরই রক্ষা করবেন, যারা..... গ্রহণ করবে।

১৭। যিশাইয় জানতেন যে, লোকদের ধর্ম-কর্ম তাদের ..... করবে না।

১৮। পশু বলি উৎসর্গের উদ্দেশ্য ছিল, তা হবে পাপ থেকে..... একটি দৃষ্টান্ত।

১৯। যিশাইয় ভাববাণী বলেছেন যে, মুক্তিদাতার আগমনের ফলে হতাশার অন্ধকার দূর হয়ে, আশার আলো দেখা দেবে, একজন ..... গর্ভে যার জন্ম হবে।

২০। সেই দাস স্বেচ্ছায় বলি হবেন বলে আবারও..... ..... ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হতে পারে।

পরীক্ষা—৭

প্রতিটি প্রশ্নের প্রন্য সঠিক গোলকটি কালো করুন।

১ ক খ গ	৬ ক খ গ	১১ ক খ গ
২ ক খ গ	৭ ক খ গ	১২ ক খ গ
৩ ক খ গ	৮ ক খ গ	১৩ ক খ গ
৪ ক খ গ	৯ ক খ গ	১৪ ক খ গ
৫ ক খ গ	১০ ক খ গ	

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। যোহনের কাজ ছিল..... ....পথ প্রস্তুত করা।

১৬। "যার আগমন হবে" তাঁর সম্বন্ধে যোহনের প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল, যারা অপেক্ষায় আছে, তাদের জানতে দেওয়া যে, সেই সব ভাববাণী .....হচ্ছে।

১৭। যোহন লোকদের কাছে যীশুকে..... ....রূপে পরিচয় দিয়েছেন, আর তা ছিল যিশাইয়ের এই ভাববাণীর পূর্ণতা যে, মানুষের পাপ ও দুঃখ-কষ্ট বহন করে তার..... ....পাবার জন্য একজনের আগমন হবে।

১৮। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈশ্বরের মেষ-শাবক, যিশাইয়ের ভাববাণীর দুঃখ ভোগকারী দাস..... .....জন্যই জন্মেছিলেন, এবং মানুষের পাপের মূল্যরূপে তাঁর প্রাণ দিয়েছিলেন।

পরীক্ষা—৮

প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সঠিক গোলকটি কালো করুন।

১ (ক) (খ) (গ)
২ (ক) (খ) (গ)
৩ (ক) (খ) (গ)
৪ (ক) (খ) (গ)
৫ (ক) (খ) (গ)
৬ (ক) (খ) (গ)
৭ (ক) (খ) (গ)
৮ (ক) (খ) (গ)
৯ (ক) (খ) (গ)
১০ (ক) (খ) (গ)
১১ (ক) (খ) (গ)
১২ (ক) (খ) (গ)
১৩ (ক) (খ) (গ)
১৪ (ক) (খ) (গ)

শূন্যস্থান পূরণ

১৫। ভাববাদীদের সমস্ত লেখারই মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ..... ও তাঁর কাজ।

১৬। যীশু এই শিক্ষা দিয়েছেন যে মানুষ ঈশ্বরের লিখিত .....শক্তিতে শয়তানের প্রলোভনের উপর জয়লাভ করতে পারে।

১৭। নিজে পছন্দ করেই মানুষ পাপে পড়ে, আর .... সে পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারে।

১৮। যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে মোশি থেকে শুরু করে সমস্ত ভাববাদীরা..... সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন তা তাঁর শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৯। আমরা কখনও-ই পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁর আত্মবলিদানের স্বরূপ বুঝতে না পারলেও তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি হবে বিশ্বাস ঃ আমরা অবশ্যই তাকে..... গ্রহণ করব।

২০। যীশু আমাদের বদলে দুঃখ ভোগ করবার দ্বারা কেবল অপমান ও নরকের আগুন থেকেই আমাদের মুক্ত করেন নি, তিনি ঈশ্বরের সাথে আমাদের ..... ফিরিয়ে দিয়েছেন।

সর্বশেষ জ্ঞাতব্য

অভিনন্দন

আপনি এই কোর্স শেষ করেছেন। আপনাকে আমাদের একজন ছাত্র হিসাবে লাভ করে আমরা সুখী হয়েছি। আশা করি আপনি আই, সি, আই,-এর অন্যান্য কোর্সগুলিও পড়বেন। তবে সবগুলো পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে করেছেন কিনা জানার জন্য, উত্তর পুস্তিকাটি আবারও দেখবার আগে দয়া করে ১৩ পৃষ্ঠায় যান এবং কোর্স শেষ করবার পর প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। তার পরে, এই কোর্স আপনার জীবনকে কিরূপ প্রভাবিত করেছে ১৪ পৃষ্ঠায় তা লিখে আমাদের জানান।

কোর্স শেষ করা হয়ে গেলে এই ছাত্র-রিপোর্ট উত্তর পুস্তিকাটি আই, সি, আই, অফিসে পাঠিয়ে দিন। আপনার উত্তর পরীক্ষা করে আমরা আপনাকে সাফল্যের সাথে এই কোর্স করবার জন্য একখানি সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেব।

সার্টিফিকেটে আপনি আপনার নাম যেভাবে লিখতে চান সেভাবে দয়া করে নীচে লিখুন।

নাম ....

শুধুমাত্র আই, সি, আই, অফিসের ব্যবহারের জন্য

.....

কোর্স মূল্যায়ন

আপনি আপনার উত্তরগুলো চিহ্নিত করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে, আপনি এই কোর্সের উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করতে পারেন। এ পর্যন্ত এই কোর্সটি আপনার কাছে সত্যিকার কেমন লাগল, তা আমাদের বলুন। যে কথাটি আপনার মনোভাব সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ করে, সেটির পাশে দাগ দিন।

১। এই পাঠগুলির বিষয়বস্তু

ক) খুবই চিত্তাকর্ষী।
খ) চিত্তাকর্ষী।
গ) সামান্য চিত্তাকর্ষী।
ঘ) চিত্তাকর্ষী নয়।
ঙ) বিরক্তিকর।

২। আমি শিখেছি

ক) অনেক কিছু।
খ) কিছুটা।
গ) খুব বেশী নয়।
ঘ) নূতন কিছুই না।

৩। আমি যা শিখেছি তা

ক) খুবই দরকারী।
খ) দরকারী।
গ) অপ্রয়োজনীয়।
ঘ) শুধু সময়ই নষ্ট হয়েছে।

৪। এই পাঠগুলি

ক) খুবই কঠিন হয়েছে।
খ) কঠিন হয়েছে।
গ) সহজ হয়েছে।
ঘ) খুব সহজ হয়েছে।

৫। সব মিলিয়ে এই পাঠগুলি

ক) অতি চমৎকার।
খ) ভালই।
গ) মন্দ নয়।
ঘ) তত ভাল নয়।

৬। আপনি কি এই ধরণের আর একটা কোর্স পড়তে চাইবেন?

ক) নিশ্চয়ই হ্যাঁ।
খ) সম্ভবতঃ হ্যাঁ।
গ) সম্ভবতঃ না।
ঘ) নিশ্চয়ই না।

ব্যক্তিগত সাক্ষ্য

এই কোর্স পাঠ করে, অনেকে যীশু খ্রীষ্টকে তাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের নূতন বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়েছেন। "ভাববাদীদের কথা" কোর্সটি আপনার জীবনে কিরূপ সাড়া দিয়েছে, তা দয়া করে এই পৃষ্ঠায় আমাদের লিখে জানান।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

আপনার বন্ধু-বান্ধবদের নাম ঠিকানা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

আমরা তাদের কাছে "জীবনের প্রধান প্রশ্নাবলী" নামক কোর্সের প্রথম পাঠখানি পাঠিয়ে দেব।

পরিষ্কার করে লিখুন

নাম .....

গ্রাম .....

ডাকঘর .....

উপজেলা .....

জিলা .....

নাম .....

গ্রাম .....

ডাকঘর .....

উপজেলা .....

জিলা .....

নাম .....

গ্রাম .....

ডাকঘর .....

উপজেলা .....

জিলা .....

আপনার এলাকায় আই, সি, আই,
অফিসের ঠিকানা ঃ

(এই ঠিকানায় আপনার ছাত্র রিপোর্টের উত্তরগুলি পাঠিয়ে দিবেন)।

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট
পোষ্ট বক্স-৭০০,
৪০১/১, নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

1990 All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium.